শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজাত।

শরণং।

পঞ্চমখণ্ড পাঁচালী।

সুরবর বরণীয় বরদেশ দিগম্বরারাধ্য গুণবর, জগত প্রিয়বর পীতাম্বর চরণাম্বুজ মধুকর ভগ্নাধর সুধাকরস্য চকোর কিঙ্করাস্যকিঙ্কর। ৺ দাশরথী দ্বিজবরেণ বিরচিত মিদং রসজ্ঞ বৈরাগ্য বিজ্ঞাদি মধুকর মধু কুলবধূ চিত্তচকোরস্য বিধু সুধা ধিক, সুশ্রাব্য সাধু রঞ্জক পাঁচালি নামক পুস্তক

বাবু রায় মহাশয়ের

অনুমত্যানুসারে।

যন্ত্রাধ্যক্ষঃ।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কলিকাতা।

বৃন্দাবন বশাকের ষ্ট্রীটে ৩৭।১ নং ভবনে কবিতারত্নাকর যন্ত্রে

পঞ্চমবার মুদ্রিত প্রকাশ্য হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮৪ মাহ ৪ আষাঢ়

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জয়তি।

ভূমিকা।

বিঘ্নহর করি মুখে, প্রথমত করিমুখে, করি স্তুতি করিয়া যতন। সহদুর্গা শূলপাণি, চক্রপাণি বীণাপাণি স্মরি কাব্য করি বিরচন॥ হরচিত্ত হরহরি, রাধার কলঙ্ক হরি, দেন তত্ত্ব শুন যথাবিধি। কংশ ধ্বংশ বিবরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, রাবণান্ত বৃত্তান্ত আদি॥ থাকে গ্রন্থ দোষযুক্ত, ত্যজে দোষ তোষ যুক্ত, স্বগুণে হবেন যত গুণি। যে দুগ্ধে মিশ্রিত নীর, নীরাংশ ত্যজিয়া ক্ষীর, হংস বংশে পান করে শুনি॥ গ্রাম নাম বাঁদমুড়া, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ চূড়া, দেবীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা নাম। অহং দীন তত্তনয়, পিলায় মাতুলালয়, ইদানি মাতুল ধামে ধাম॥ সাধুর সন্তাপ দূর জন্য যত সুমধুর, সারতত্ত্ব হইল যোজন। য শ্রবণে জীব মুক্ত, ভারত। ভারত উক্ত, শ্রীগোবিন্দ গুণানু কীর্ত্তন॥ অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ, পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ। প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি, প্রেম বিচ্ছেদের বাণি, রসিক রঞ্জন রস রঙ্গ॥ তদন্তরে নানা গীত, নানা রাগ সম্মিলিত, সুললিত ললিতাদি প্রভৃতি। রচিল পাঞ্চালি গ্রন্থ, পাঞ্চালির পঞ্চকাণ্ড, সখা চিন্তাযোগে দাশরথী॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, যে এই পঞ্চমখণ্ড পাঁচালীপুস্তক আমি রীতিমত গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে রেজেষ্টরি করিয়া লইয়াছি অতএব কোন ব্যক্তি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলে দাবির দায়ি হইতে হইবেক।

সন ১২৭০

শ্রীবিশ্বম্ভর সাহা।

মাহ ৪ আষাঢ়

নির্ঘণ্ট প্রকরণ পত্রাঙ্ক।

শ্রীউমাচরণ নাগ দ্বারা প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

শরণং।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন পাঁচলী।

এক দিন বৃন্দাবনে, শ্যামকে পেয়ে সঙ্গোপনে, কাতরে কহেন ব্রজেশ্বরী। অন্তরে এক বেদন, আছে করি নিবেদন, নিবেদন করি যদি শ্রীহরি॥ ভাবিয়ে তোমার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রহ্মপদ, বিপদের বিপদ পদোদয়। ঐপদ ভেবে গোবিন্দ, সদানন্দ সদানন্দ, নিরানন্দ সদা করি ক্ষয়॥ ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাভব, ঐ পদ ভব বৈভব, শুনিছে ভগবান। ভাবিয়ে পদার বৃন্দ, দেবরাজ্য পান ইন্দ্র, ইন্দু পান শিব শিরে স্থান॥ শুন চিন্তামণি বলি, ঐ চরণ চিন্তিল বলি, বন্দি তার চিরকাল দ্বারে। অক্তে নাথ তবোপায়, কি সম্পদ ধ্রুব পায়, স্থান দিয়েছে গোলোকের উপরে॥ প্রহ্লাদ ঐপদ বলে, অনল পর্ব্বত জলে, হস্তি তলে রাখি মৃত্যুজালি ওহে নাথ এক কুমারে, সেই পদ ভেবে আমার, গোকুলে নাম রাধা কলঙ্কিনী॥ অমৃত খাইয়ে রোগ, বৃদ্ধবন্তের প্রাণ বিয়োগ, ভেবে কিছু লোকে নারি ধার্য্য। সখ্য যার গরুড়ের সঙ্গে, তার বক্ষ খায় ভুজঙ্গে, ওহে লোকনাথ কিমাশ্চর্য্য গ্রহ বাগের এই কি গুণ, দ্বিগুণ হয় কি গুণ দ্বিগুণ, জলে আগুণ দ্বিগুণ কম্প শিতে। নাশকে বাড়িল কাশ, গঙ্গা কোরে ধর্ম্ম নাশ, গয়া কোরে কি নরকে যায় পীতে॥ ভক্তি কোরে ভাব চটে, দান কোরে দুর্গতি ঘটে, মিশ্রপান পাণ কোহে লিপ্ত। কোনশাস্ত্রে শ্রীনিবাস, কাশিতে মোলে স্বর্গবাস, কাশিতে মোরে ভূতযোনী প্রাপ্ত॥ জগন্নাথ দেখে রথে, নর যায় কি নরকেতে, গঙ্গে ভাকিয়ে কর্ম্মে বাধা॥ মাণিক রাখিয়ে ঘরে, দৃষ্ট হয় না অন্ধকারে, কৃষ্ণ ভজে কলঙ্কিণী রাধা॥

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

গীত। একলঙ্ক তোমার কালা কলঙ্কী হয় রাজবালা

যার গলেতে গোকুল চন্দ্র অকলঙ্ক চাঁদের মালা॥

যে চাঁদে কোরেছে দূরে, সদানন্দের মনের অন্ধ

কারো, রাধার পক্ষে ঘটিলো কি দায় থাটীলো
না রে চাঁদের আলো॥

নাথ হে গোকুলের মাঝে কুলকন্যা হয়ে কুল তেজে
অকুলের কাণ্ডারি ভজে রাই হলোনা কুলোজ্জ্বলা॥

শুনি রাধার অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান, বিদ্যমান কহেন মাধব। তুমি ভবে ধন্যা ধনী, কে করে কলঙ্ক ধ্বনি, অকলঙ্ক বিধুমুখি তব॥ লোকে কলঙ্কিণী বলে শশীরে, শিব রেখেছেন যায় স্বশীরে; চাঁদের কি কলঙ্ক তায় হে রাধা ভ্রান্ত গোকুল বসতি; অসতি বলেছে সতী; ব্রহ্মা ভাবেন বন্ধ ভাবে সদা॥ ভবে যত সামান্য গণে; তোমারে সামন্য গণে তত্তুপায় কি তত্ত্বজ্ঞান হীন। মাণিক দিলে অন্ধকারে, অন্ধ কি আনন্দ করে, অন্ধকারে আছে নিশী দিন॥ শিশুমানে না দেবতায়, অমান্য কি দেবতায়, যত্নে যারে পুজে জ্ঞান বস্তে। বানরে সুপালে মতি, তার নাই মতিতে মতি, দুর্ম্মতী অনাসে কাটে দন্তে॥ অতুল্য বন ফুলশীরে, আমিষ্যারে তুলি শীরে, কুকুরে কি তার মান রাখে। তুমি কি জাননা লক্ষী, শুক অতি সুখের পক্ষি, ব্যাধে কি যতন করে তাকে তুমি যে ব্রহ্মরূপিণী, গোলোক ত্যজে গোপিনী, ভ্রান্তে কি তোমারে পারে চিন্তে॥ ধনবান কি বিদ্যাবান, তাদের রাখালে রাখেনা ন ম, কার কি মান তারা পারে কি জান্তে যে হৌকসত্যকরিলাম, আজি কলঙ্কণী নাম; ঘুচাব তোমার রাজবালা॥ প্রবৃত্তি আমাতে হবে, সাবিত্রী সকলে কবে, নিবৃত্তি হইবে লোক জ্বালা॥ এতবলি বিরষ মতি, জান যথা যশো।মতি, গোলোক পতি মলিন বদন। অঞ্চলে বসনধরি চঞ্চল হইয়ে হরি, ছলকরি জননী প্রতিকন॥ আজি আমার বিপদ বটে, ছিলাম বসি বংশীবটে, তাপিত হইয়ে তানু তাপে। অকস্মাৎ কি বিকার, চক্ষে দেখি অন্ধকার; মন্দ মন্দ যায়না কোনরূপে॥ সহ্যহয়না শির তার, গোষ্ঠেথাকা হৈল ভার; শুভলকে সুপিয়ে এলাম ধেনু। কাঁপিছে অঙ্গ থর হরি, স্বেদনা করিলে মরি, বেদনা হয়েছে সবতনু॥

কাঁয নাইগো মা এখন, দিওনা ক্ষীর মাখণ, জিহ্বা তিক্ত অমৃতে অরুচি। দুর্ব্বল হইল দেহ, শীঘ্র শয্যা কোরে দেহ শয়ন করিতে পেলে বাঁচি॥ চক্র করি চক্রপাণি, যেন প্রলাপ দেখেবাণি, জননী কে কন শতং। মুদিত করি দুনয়ন, ভূতলে করি শয়ন; গোপাল হইলেন মূর্চ্ছাগত॥ অচেতন দেখি গোপালে, করাঘাৎ করি কপালে, ডাকে রাণী হয়ে উন্মাদিনী। রোহিণী দিদি কোথায়, রহিলিগো দেখসে আয়, শঙ্কটে পড়েছে নীলমণি॥

রাগিণী আলিয়া। তাল কয়ালি।

গীত দেখে যা রোহিণী দিদি মরি এ কেমন। কি জানি কি লিখন, অঞ্চল ধরে এখনি মা বোলে চেয়ে নবনী নীলমণি কেন আমার অচেতন॥
দিলে ক্ষীর অধরে আর খায়না, আমার মাখনচোর মা বোলে সুধায়না, কিহলো কপালে দিদি রোহিণী কাছে কাছে নেচে গোপাল এখনি, মা মোর কি হলোবলি ধূলায় ফেলেমরুগি নয়নপুতলি মুদিলনয়ন

কৃষ্ণে দেখি মূর্চ্ছাগত, যশোদার প্রাণ ওষ্ঠাগত, জীবন ত্যজিতে জলে যায়। প্রায় চারি দণ্ডগত, প্রেবঞ্চ অনুগত, ভয় কি বলে রাখে ভরসায়॥ যতরমণী বৃন্দাবনে, সবে এল নন্দ ভবনে, একমাগীঘরেতে না রহিল। জাতায়াতে ভাঙ্গে কপাট, অন্তঃপুরে যেন হাট, পুরুষ শোকে নারীর ভাগ যাল॥ বিপদ কি গণ্ডগোল, সেখানে যত যোটে গোলঃ সুমঙ্গল কালে তা ঘোটেনা। যারা রাণীর বৈরঙ্গ, তাদের হয়ে প্রেম তরঙ্গ, বন্ধুগণের হয়েছে বেদনা॥ এক ধনী চেড়ুনে রাখা, বলে যশোদা কেন্দনা মা, বাঁচিবে ছেলে ভূতুরে ডেকে আন। এক ধনি কয় ও যশোদে, ভয়নাই মা জলপড়াদে, ছেলেকে দিয়েছে ডাইনে টান॥ ত্যজিয়ে নন্দের পুর, গিয়ে রমণী কিছু দূর, মণ্ডলী করিয়া সবে কয় কি নীলরতন পেয়ে হারালে, মাগী এমন পোড়াকপালে, এমন আর হবে না হবার নয়॥ গড়েছিল চতুর্মুখ, গোবি-

ন্দের কিচন্দ্রমুখ, দেখিলোমুখ সবদুঃখশান্তি। কিবা কুলো জ্জ্বল পুত্র, নিরখিলে ঝোরে নেত্রঃ ঔকান্তিক হয় দেখে কান্তি নয়ন দুটি খঞ্জন, বর্ণ জিনি নিলাঞ্জন, নীলকমল ঢাকা যেন কাঁচে। দাড়ালে পীতবসন পরি; ঠিকযেন গোলোকেরহরি অমন ছেলে গোয়ালার ঘরে কি বাঁচে॥ গোয়ালার ঘরে উদ্ভব, ওছেলেটী অসম্ভব; আদার ক্ষেত্রে কুমকুমের উৎপত্তি গাডকুড়েতে শতদল, জিরের গাছে হিরেরফল, ভেকেরমস্ত কে যেন মতি॥ চোরের ঘরে জন্মে সাধু; স্নাভুর মন্দিরে বিধু মক্ষের ঘরেতে জন্মে দাতা। অভক্তের ঘরে হরি, ধর্ম্মের ঘরেতে চুরি, জন্মে অতি অসম্ভব কথা॥ বিধির অসম্ভব মিলে কাকের ঘরে কোকীলে, জন্মে যেমন মনহর পাখি। তোমি দেখি বিচার কোরে, এছেলে গোপের ঘরে, কখনো কি শোভা পায়লোসখী॥ জটিলে বলে শুনসে. এটী ধর্ম্ম কথা কই; যশোদা মাগীর দেখেছিস প্রতাপ। ছেলে আবার না ইলো কার, অভাগীর কি অহঙ্কার, মনের গুণেতে মনস্তাপ আমা পুত্র আমারি ধন, নবলক্ষ মোর গোধন; অমন ধারা গরব কোরে কেউ কয়না। স্বামী পুত্র কেবাকারঃ চক্ষ বুজিলে অন্ধকার, একদণ্ডের কথা বলা যায় না॥ ছেলেটী গোকুলের পাপ, ঘুচিয়েছিলোবাপে বাপ, পাপগেলো তার তাপ কিসে লো দিদি। গোকুলে কে থাক্তসতী, সমূলস্য বিনশ্যতি; কোত্ত বাঁচিত বছর দুই আর যদি॥ ঘরে২ মাখম চুরি; কত কাঙ্গালের গলায় ছুরি, নিত্তি দিতো এমি দয়াহীন। দানি হয়ে পোড়াতো বাটে, ন্যায়ে হয়েজ্বলাতো সাটে, ন্যায়ে হয়ে কসরাক্তো কতদিন॥ কবে কিহতোকার কপালে, কালীদিতে কামিনীরকুলে, কালেস্বরূপ গোকুলে হয়েছিলো। কালে কালে বাড়িতো জ্বালা, অকালে কাল হলোকালা, এ আমাদের শুভকাল হলো॥ কালা কালা সর্ব্বদা কোরে, কাল সর্প লয়ে ঘরে; কত কাল কে কাল কাটিতে পারে। এত কালে যুড়ালো হাড, কাতি হয়ে আজি কালাপাড, গিয়াছেন কালের মন্দিরে॥

হেথা বাথানে ছিলেন নন্দ, মূর্চ্ছাগত শ্রীগোবিন্দ, পর প্রায় শুনে কর্ণমূলে। শিরে যেন বজ্রাঘাত, গোপাল বোলে গোপীনাথ, নির্ঘাৎ আঘাৎ করে ভালে॥ চলে যেতে ঘন পায়, ঘন ঘন পড়ে ধরায়, সঘনে ডাকে নবঘন বরণে ভাবেন সুধাইব কায়, শঙ্কটের শঙ্কায়, মৃত্যুসম হয়ে যান মনে॥ প্রবেশ হইতে ধামে, পথে দেখি বলরামে, জিজ্ঞাসেন ভাসি চক্ষু জলে। ওরে বাছা বলভদ্র, নীলমণির বল ভদ্র আর কি বাসহবেরে গোকুলে॥

রাগিণী সুরট। তাল কাওয়ালী।

মরিবে বল বল বলরাম। বলরে বল কাণ্ডখান,
কি বিপদ আমি আমি গোপালের শুনিলাম।
কিসে বিবন্দ ঘটে, আমার আনন্দহাটে, মেতে
গোবিন্দ ধন নন্দের সবেধন, সেধন ধরাতে নাকি
অচেতন, শক্তিশেল সম বাণী, আমি শ্রবণে শুনে
বনে জীবন ধারণের আশা জীবনে দিলাম।
আর কি অর্থ বুঝে কিসে প্রভঞ্জনের কেবল রাজ
ত্ব লয়ে নীলমণিরে, গোপাল খেলেছে আমা
ধনিরে, যাব ঘরে কি সাগরে বলনা আমারে বল
আগে আছে কি ডুবেছে ব্রজের নন্দন তার নাম॥

সন্দকরি নন্দ গোপ, যশোদা প্রতি কার কোপ, কহিছে কে কহিছেন বাণী। অন্ত বাহির নাম অন্তরের নীলমণি [illegible] তান্তরে। আঘাত করেছে দুর্ভাগিনী॥ নবলক্ষ ধেনুপাল, সবে ধন এক গোপাল, সাগর শোষ ক্ষীর সর। পাপিনী অমার দামোদরে, খেতে দেয়না সমাদরে, নির্দয়া দেখে নিরন্তর॥ যত বাছা করে সর২, পাপিনী বলে সর২, অন্যথা হয়না সর দিতে। শিরঃ করে ত্রিভঙ্গ, হয় বাছার মনোভঙ্গ বাক্য শর হানে আবার তাতে॥ সেতো আমার নয় প্রিয়, নিপদের মূল পাপীয়সী, অসি দিয়ে কাটিব আজি তার মাথা হয়ে নন্দ রাগান্বিত, ত্বরান্বিত উপনীত, অন্তঃপুরে নন্দরাণী যথা॥ অতিশয় দোর্দণ্ড, হস্তেতে করিয়ে দণ্ড উদণ্ড বাধ

তে রাণীরে। দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, যশোদা করি যোড়কর, কহেন ভাসিয়ে চক্ষুনীরে ॥ কেন বাক্য অপলাপ, দণ্ড করে হবে কি লাভ, যেই দণ্ডে গোপাল ভূতলে। সেই দণ্ডে মরেছি কান্ত, আর দণ্ড অধিকান্ত, অধিনীর প্রতি ভ্রমে ভুলে॥

আমাকে আঘাত বিফল সে কেমন।

কি ফল আছে বিবাদ করে বালকের সঙ্গ। কি ফল আছে অঙ্গারে আঙ্গুল দিয়া ব্যঙ্গ॥ পঙ্ক চন্দন তুল্য তারে অপমানে কি ফলো। আটকুড়িকে গালি দেওয়ায় কি ফল আছে বলো॥ কি ফল আছে জলের উপর যষ্টিঘাত কল্লে কি ফল আছে মড়াকাক চড়কেতে তুল্যে॥ কি ফল আছে অরণ্যের মধ্যে রোদন করি। কি ফল আছে ল্যাংটা যোগীর ঘরে করে চুরি॥ কবন্ধের মস্তক কাটা লাভ যে প্রকার। আমারে প্রহার নন্দ সেই লাভ তোমার॥

রাগিণী খট্ট ভৈরবী। তাল একতালা।

গীত। এলে দণ্ডিতে দণ্ড করেছে কর অবোধনন্দ একি কাণ্ড। দেহে প্রাণ কি আছে যখনহারা হয়েছি নীলরতন এদেহ পতন নাথ মৃত্যুদেহে আবার কিসের দণ্ড॥ ক্রোধভরে দুখিনীরে দণ্ড করে কান্ত কি নীলকান্ত রতন পাবে ঘরে, একান্ত হয়েছ ভ্রান্ত কলেবরে, বিপদকালে করে জ্ঞানের খণ্ড॥

গোকুলে কপট মূর্চ্ছা হন চিন্তামণি। জানিয়া নারদযোগী উদযোগী অমনি॥ অতি হৃষ্টে ঢেঁকি পৃষ্ঠে করি আরোহণ দেখিতে আনন্দে যান নন্দের ভবন॥ সার ভেবে সংসারপ্রতি করি দ্বেশ। নিরন্তর নিজ মনে যেন উপদেশ। মন করভাই মনোযোগ মনের কথাবলি। সংসারের সুখসজ্জা মিথ্যারে সকলি॥ যেন স্বপনের রাজ্যপদ মিথ্যা যেনো ভাই। বালকের খেলার ঘর এঘর যেনো তাই॥ ব্যবসাদারের সত্যকথা মিথ্যা তাকে ধরো। সতিনে সতিনে পিরীত মিথ্যা জ্ঞান করো॥ বাজিকরের ভেলকী যেমন মিথ্যা জানা আছে। দৈবজ্ঞের গণনা যেমন স্ত্রীলোকেরকাছে। দস্তখত বিনা যেমন

মিথ্যা খত পাটা। দুর্ব্বলের দাঁতখামুটি মিথ্যা জেনো সেটা মৃত্যুকালে স্ববলা নাড়ী মিথ্যা তাকে ধরি। চোরের যেমন ভক্তি প্রকাশ মিথ্যা জ্ঞান করি ॥ ছোট লোকের বুজরুকি জেনো মিথ্যা নিরন্তর। যেমন গাজুনে সন্ন্যাসীর প্রতি ধর্ম্ম রাজের ভর ॥ মিথ্যা যেমন জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তে স্ত্রীরকাছে আত্মশ্লাঘ্য সেটা জেনো মিথ্যে ॥ যেমন শতরঞ্চের হাতী ঘোড়া মন্ত্রি লয়ে খেলি। দারাসুত ধনজন তাই জেনো সকলি ॥ এতবলি দেবঋষি গোকুল গমনে। [illegible] হইয়ে পুনঃ ভাবিছেন মনে ॥ চৈতন্য রূপেতে যাঁরে হৃদয়ে দেখে পাই। অচৈতন্য দেখে কেন বৃন্দাবনে যাই ॥ ভ্রম জন্য ভ্রমণ দেখেছি তন্ত্র বেদ। যেমন গঙ্গাগর্ভে থেকে [illegible] বের তীর্থ জন্য খেদ ॥ যদি বল বৃন্দাবন গোলোকের স্বরূপ তথা গোলোকের ঐশ্বর্য্য লয়ে আছে বিশ্বরূপ ॥ ওহে করুণা হৃদয় ভক্ত হৃদয় মধ্যে থাকি নাই। যদি এসো কেশব হৃদয়ে সব তোমারে দেখাই ॥ সেই যশোদা দেখাই সদা সেই রাধা সেই দূতি। [illegible] গোপের বধূ সেই [illegible] সেই নন্দ সেই আনন্দ দেখে সানন্দ রবে। সেই মধুবন ঘ-ড়াবে জীবন সেই কোকিলের রবে ॥ সেই সবজন সেই যে গোধন সেই গোবর্দ্ধন গিরি। এসে হৃদয়ে [illegible] নন্দ কুমার দেখ করুণা করি ॥

রাগিণী সুরট। তাল ঝাঁপতাল।

গীত। হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী ॥
মুক্তিকামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী, দেহ
হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী। আম[illegible]
ধর ধর জনার্দ্দন, পাপ ভার গোবর্দ্ধন, কামাদি [illegible]
কংশচরে ধ্বংশকর সংপ্রতি। বাজিয়ে কৃপা বাঁশরী
মন ধেনুকে বশ করি, তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠে পূরাও ইষ্ট
এই মিনতি ॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা কূলে, আশা বংশীবট

মূলে, স্বদাস ভেবে সদয় ভাবে, সদত কর বসতি।
যদিবল স্বাখাল প্রেমে, বন্দি থাকি ব্রজধামে জ্ঞান
হীন স্বাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথী॥

নারদ পরে পরাৎপরে চিন্তিয়া হৃদয়ে। যান প্রেমভরে দেখিবারে গোপালে গোপালয়ে॥ দেখেন মুনি চিন্তামণি কপট মূর্চ্ছাগত। যশোদার শতধার চক্ষে অবিরত॥ কান্দে নন্দ নিরানন্দ নিরখি নীলরতনে। রাখালসব বিনে কেশব শবরূপ শয়নে॥ দেখেন গোকুল সবে শোকাকুল সুখহীন শুকশারি। তাপে তনুক্ষীণে, কান্দিছে সঘনে, গোপানে গোপের নারী॥ নন্দপ্রতি কন ভারতি, হাঁসিয়ে দেবঋষি। কিসের অমঙ্গল, কেন কর গোল, পাগল গোকুলবাসি। কৈ অচেতন তোমার রতন কেনহ পতন ধূলে। কিসের বেদন, করোনা রোদন, শুনহে বদন তুলে॥ বৃন্দারণ্য জ্ঞান শূন্য সবহে গোপের স্বামী। তোমার ঘরের ছেলেটী কেবল চেতন দেখছি আমি॥ ঘুমের ঘোরে ভ্রমিত ঘরে ছেলে কে মূর্চ্ছা বাচ্চো। ডেকে ডেকে প্রলাপ দেখে গোপাল বলে কাঁন্দো॥ তোমার নন্দন জানহে যে ধন জ্ঞান ধন যদি রয়। করে গোবর্দ্ধন ধরে যেই ধন, সে ধন নিধন ভয়। হায় কি দায় দিবসে নিদ্রায় আর কেন পড়ে থাক। গোপাল তোমার কাছে কি খেলা খেলিছে চেতন হয়ে একবার দেখ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

গীত। আছ সবাই অচেতনে। চিন্তে পারনাই
চিন্তামণি ধনে॥ বলেন পিতে আবার নিলেন
জ্ঞান হরি, হরির কি মন্ত্রণা হরি হরিহরি, হরি
বাদে কাল গোলোক পরিহরি ভবভবনে॥

নারদ জ্ঞানবলে বলে, সে বল কোথা দুর্ব্বলে, ক্ষান্ত নহে ভ্রান্ত নন্দ তায়। নিবারণ না হয় শোক, ডাকেন যত চিকিৎসক, শুনে বৈদ্য শত২ ধায়॥ নীলমণিকে যে বাঁচাবে, দিব ধন যত চাবে, সর্ব্বস্ব সমর্পণ পণ। হেথা মায়াকরি আপি হরি ব্রজের বেশ পরিহরি, বৈদ্যবেশ করেন ধারণ॥ ছদ্ম

বেশ পদ্মনেত্র, করেছে ঔষধপাত্র, পবিত্র এক ধরেন যতনে তাতে বিবিধ ঔষধ পূরে, দ্রুত যান নন্দপুরে; পথ মাঝে দেখা বৃন্দের সনে॥ বৃন্দাকন করি গদ্য, কোথা যাও নবীন বৈদ্য, দেখছি নাই বিদ্যাসাধ্য লভ্য। পাণ্ডিত্য থাকিলে পরে, ত্রিকচ্ছ বসন পরে, সে এক বসন সভ্য ভব্য। বিশেষ গণ্য বৈদ্য হইলে, নবরত্ন প্রায় চলে, কেউবা যায় গজ আরোহণে। দেখে তোমার হাব ভাব, হাতুড়ে বৈদ্যের ভাব, আমার যেন জ্ঞান হচ্ছে মনে॥ হাতুড়ে বৈদ্যের জানি রীত, এক ঔষধে দীক্ষিত; হলাহল পোদস্তী আর পারা। ধর্ম্ম ভয় নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীবহত্যে, কোর্ত্তে সদা ফেরেন পাড়ায়। খুনকরেপড়েন না ধরা, সেইকাজসেব্যবসা করা, কি পদ দিয়েছেন জগৎপতি। কিবা অনুমানের লেখা, কিবা সূক্ষ্ম ধাতু দেখা, যার নাড়িতে বায়ু বৃদ্ধি অতি হাতুড়ে বলেন ধরি হাত, এতো ঘোর সন্নিপাত, দধির সাত শীঘ্র আন্তে হয়। আগে লয়ে দক্ষিণের কড়ি, ঘর্ষণ করিয়া বড়ি, দর্শন করান যমালয়॥ যে ঔষধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে, তাই দেন পিত্তি ধাতে তাই প্লীহা পাতে। ঔষধের দোষে ভুগি, অন্ন থাক্তে মরেন রুগি, অপমৃত্যু ত তুড়ের হাতে॥ হাতুড়ের হাতে এড়ান নাই, যম দূতের বৈমাত্র ভাই, ত্রিপুষ্করার পতি হন হাতুড়ে। দৈবে কেউ বাঁচে যদি, সে পরমায়ু পরম ঔষধি; বিষ খেয়ে অমৃত গুণ ধরে॥ ওহে বৈদ্য শুন ভাই, সেই লক্ষণ সমুদাই। দেক্তে পাই আমি তোমার ভাবে। না জান বচন প্রমাণ অনায়াসে হারাতে মান, পাছে নন্দের রাজ সভাতে যাবে॥ নন্দ গোকুলের শ্রেষ্ঠ, পীড়িত তাঁর প্রাণ কৃষ্ণ, দিগ্বিজয়ী বৈদ্য কত এলো। ধন্য গণ্য কবিরাজ, দিব দাস কাশী রাজ, রোগ দেখে শঙ্কিত সবে হলো॥ অশ্বিনী সুত নকুল, না বুঝে ব্যাধির মূল, নকুল আকুল রাজ সভাতে। ভাসি ছেন ধন্বন্তরী, কি রূপে অকূলে তরি, ভাঙ্গা তরী ভাসাবে তুমি তাতে॥ হেসে কন নন্দকুমার, কি ভঙ্গি দেখে আমার

ব্যঙ্গ কর ওহে গোপনারী। বিদ্যা নাই মোর শরীরে জানলে কি বিদ্যার জোরে, ভেঙ্গে বল তবে বুঝিতে পারি তুমি যে পণ্ডিতের ভার্য্যে, চিন আমি সে ভট্টাচার্য্যে, বাথানে তাঁর তিনখানা টোল আছে। পণ্ডিতের শিরোমণি, তুমি হচ্চো তাঁর রমণী, স্বামির টিকে পড়েছো স্বামির কাছে॥ পুনঃ হেসে কনক্কঙ্ক, সুধা জিনি বচন মিষ্ট; পরিচয় লও ধনি সমীক্ষে। আছে কি না আছে গুণ, স্বর্ণেতে দিলে আগুন, বর্ণ দেখে স্বর্ণের পরীক্ষে॥ অসভ্য দেখিয়ে অঙ্গ, মূর্খ ভেবে কর ব্যঙ্গ, মোর কাছে অবাক বাকবাণী। ডাকিতে মাত্র ব্যাধি হরি, সেই মোর নাম বৈদ্য হরি- জিহ্বাগ্রে মোর আয়ুর্ব্বেদ খানি॥ আমি পড়েছি নাড়িচক্র, আমার কাছে কি নারীচক্র, নারি সইতে রাগে জ্বলে চিত্ত: এই দেখ ঔষধের ঝুলি, যাতে যা ব্যবস্থা বলি, তবে আমার বুঝিবে পাণ্ডিত্য॥ সামান্য তরুণ জ্বরে, কজ্জলিতে কার্য্য করে, ত্রিদোষকালে স্বর্ণ ... হল বিধি। গেলে জ্বর পুরাতনে, লৌহ খাবে সযতনে, জ্বরান্তক জয় মঙ্গলাদি॥ উপদংশে পারারগুলি পীড়িয়ে গুড়পিপ্পলী, শোথে অধিকার তুঙ্গবটি। গর্ভিণীর সেঁচে গৌরব, যদি হয় নৃপবল্লভ বাদাধেতে স্বর্ণ পটপটি॥ কাশে বাকসের স্বর্ণ-মেহেতে সোমনাথ রস, ধূর্জ্জটী করেন সব ধার্য্য। শূলে নারিকেল খণ্ড, উদরীতে মান মণ্ড, রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ড; গলগণ্ড রোগ অনিবার্য্য॥ গোমূত্রাদি পঞ্চ তিক্ত, ভোজনে যায় বাতরক্ত, গুগগুলেতে বাতের বিরাম। প্রাচীন বৈদ্যগণ ভাষে; সাধ্যরোগ ঔষধে নাশে, অসাধ্য রোগেতে দুর্গানাম॥ মুষ্টিযোগ জানি কটা, পাঁচড়ায় আকন্দের আঠা, মরিচ বাঁটা দিবে বিষফোটকে। ফুলে উঠলে কুচকিটা, গন্ধবিরজার পটি, রক্তবদ্ধ বেদনা যায় জোঁকে॥ বালসাতে বন পুঁয়ের মূল, ঝুলিতে হলুদের ফুল, দূরে থেকে মারিবে রুগীর গায়। জাম খেলে পাকপায় ... ... নকশীল, কাপাদ ঝাড়ায় দিকভল যায়।

শুনে দূতী দেন সায়, বলিলাম ভাল চিকিৎসায়, কোন শাস্ত্র মতে চিকিৎসা কর। হাসিয়ে কহেন হরি, নিদান ব্যবসা করি কেউ নাই ইহাতে আমার বড়॥

রাগিণী সুরট। তাল একতালা।

গীত। ধনি আমি কেবল নিদানে। বিদ্যা যে প্রকার বৈদ্য নাথ আমার বিশেষগুণ সেক্ষণে॥ ওহে ব্রজাঙ্গনা কর কি কৌতুক আমারি সৃষ্টি করা চতুর্মুখ হরি বৈদ্য আমি হরি বারে দুঃখ ভ্রমণ করি স্থানে চারিযুগে আমার আয়োজন হয় একত্রেতে করি চূর্ণ সমুদয় গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আছে কেবা তুল্য মোর গুণে॥ সংসার কুপথ্য তেজে যে বৈরাগ্যর জনমে ভজে মত কাবিলায়. আরোগ্য বাসনা বাতিক প্রবৃত্তি পৈত্তিক ঘুচাই তার যতনে॥ আমি এবহ্মাণ্ডে জানি চন্দ্রেশ্বর আমারি জেনো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জয়মঙ্গলাদি কোথা পায় নর কেবল আমারি স্থানে। দৃষ্টমাত্র সেচে দুঃখিনে বিকার ছাইতে নাম আমি ধরি নির্বিকার মনের তার কি থাকে অধিকার আমায় ডাকে যে মনে॥

কৃষ্ণের কথায় ত্বরা কয় বৃন্দে হয়ে কাতরা নাই হে তোমার গুণের তুলনা। ওহে বৈদ্য মহাশয় নিবেদন এক বিষয় কর যদি কিঞ্চিৎ করুণা॥ একটি রোগে দগ্ধ দেহ যদি কৃপাকরি ঔষধ দেহ কাঙ্গালি নাই হে কিছু অর্থ। যদি বল রাজার ঘরে রাজকুমার আরোগ্য করে শেষে করিব কাঙ্গালের তত্ত্ব। কিন্তু সে নয় মহতের মত মন তার দৃষ্টান্ত পথ ভগীরথের তপস্যা কারণে। গঙ্গা এলেন অবনীতে সগরবংশ উদ্ধারিতে প্রধান কল্প সেইটে সবাই জানে॥ গঙ্গার পথঘটিত গমনে কত কীট পতঙ্গ সঙ্গে দেখা মাত্র অগ্রে অনুকূল। বলেন নাইতো জাহ্নবী তোরা মুক্তি শেষে পাবি আগে উদ্ধার করি সগরকুল॥ আমরা দেখে পেলাম অগ্রে শুচি অধমে করঅগ্রে শুচি করে থল

ব্যাধির দমন। যদি বল কোন পীড়ায় তোমার প্রাণসদা পীড়ায় শুন বৈদ্য প্রাণের বেদন॥ যে দিগে ফিরাই আঁখি কালো কালো সর্ব্বদা দেখি কি কাল পীড়া কপালে ঘটেছে। ওকে নীলাম্বুজ রুচি ঘরে থাক্তে হয়না রুচি বনে গেলে জীবন যেন বাঁচে॥

রাগিণী আলিয়া। তাল কয়ালি।

গীত। ঘরে রৈতে নারি শ্যামের বাঁশরীতে মজি
য়ে হরিতে যাই বনে হেরিতে হরি কুললাজ পরি
হরি হরি দেখ্যা রোগ পার হরিতে॥
এরোগ আমাদের কিসে যায় হে। গোকুলবাসিনীর
কুল বাঁশিতে মজায়ে হে সুপণ্ডিত তুমি নিদানে
কহি বল দেখি এ আমাদের কি ব্যাধি স্বামিরে
জ্ঞান হয় কালো সাধ মনে সদা কালো কালার
সহিত কাল হরিতে॥

কহেন চিন্তামণি বৈদ্য এবাতিক যাবে সদ্য একবারং করো কৃষ্ণধ্বনি। কালো জলেতে করো স্নান কৃষ্ণপক্ষে করো দান বিষ্ণুতৈল গায় মেখলো ধনী। আহার করো কৃষ্ণজিরে স্মরণ কোরে কৃষ্ণজীরে হরিবাসরে থেকো উপবাসী। হরি-তকী চারি অক্ষরে অঙ্ক শেষ ত্যাগ করে বং বহার করিবা দিবানিশি॥ কণ্ঠে করো ব্যবহার কৃষ্ণ কলিকার হার শ্যাম লতায় বন্ধন কর্য়ে কেশ। ক্রীড়া করো কৃষ্ণতিলে ভেবে। কৃষ্ণ তিলে তিলে তিলে তিলে মাতিলে রোগ শেষ॥ যদি বলো অসম্ভব যাতে রোগের উদ্ভব তাই ব্যবস্থা ঔষধের তরে। দেখ ধনি রবেনা ব্যাধি বিধমের বিষমৌষধি বিষে বিষে অমৃত গুণ ধরে॥ আগুনে পুড়িলে গাত্র সেই আগুনে সেক মাত্র কোল্লে জ্বালা নিবৃত্তি অমনি। ভয় কিলো হবে সঞ্চল কানে প্রবেশিলে জল জল দিলে জল বাহির হয়লো ধনি॥ পরিহাস্য পরিহরি পরে চলিলেন হরি শীঘ্র করি নন্দের ভবনে। হেথা কান্তে কান্তে যশোদার গমন যথা নন্দিনীর বৈদ্য এলো বব শুনি শ্রবণে॥ যেমন মৃত বাঁচে

অমৃত পানে, চেয়ে বৈদ্য মুখ পানে, সদ্য প্রাণ পায় রাজমহিষী। দেখিছে আমারি পুত্র সেই নেত্র সেই গাত্র, ঐষধের পাত্র মাত্র বেশি॥ কহিছে নন্দ রমণী, এই যে আমার নীলমণি, মরি মরি, বাপু গিয়েছিলেরে কোথা। অচেতন দেখে তোমারে কত কেন্দেছি মায়ে মারে, সেটা ভরে কি স্বপনের কথা॥

রাগিণী অহং। তাল একতালা।

গীত। স্বপ্নেকি সহজে, অঙ্গণের মাঝে, তোরে অ-
চেতন দেখলাম হরি। কোথা ছিলি কৃষ্ণধন,
যশোদার জীবন, তুই আমার ভবন শূন্য করি॥
তুইকি শিশুবেলা খেলনি এত খেলা, কৈরে শিখি
পুচ্ছ, কৈ সে বাঁশরী। বাছা দেখে দৈন্য বেশে,
কোরেছে প্রবেশ, মাকে কি এমন মায়া চাতুরি॥
কুলারণ্য মাসি শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ গোপাল
তোরে চেতন শূন্য করি। আর কিছু পাকা পরে
এলে পরে ঘরে দেখতে পেতিস অন্য ভাব সবাধি॥
ঐদেখ ধরায় পড়ে নন্দ তোর শোকে গোবিন্দ
নিরানন্দ আমার নন্দপুরী॥

কৃষ্ণ ভাবেন একি দায়, প্রবঞ্চিয়ে কেমনে মায়, কৃষ্ণ মা হয়েছে ক্ষুব্ধ যোগ। আমি দৈব মা তোর কৃপায়, হরি দৈবে নাম ধরি, করিনু মূর্চ্ছারোগ॥ নকিল বিগত মতি, তবে বলছে যশোমতী, তুই কিরে বাঁচালি নীলরতনে। এরত্ন বাঁচিলে পরে, যত রত্ন আছে ঘরে, আমি তোরে দিব বৈদ্য ধনে॥ যদি, এখন পাররে যশোমতী, কোন মতিতে নাকী রে মতি, গজমতি সব তোরে আজি বিলাবো। করে হরি তার উপাসনা, যত সোণা তোর বাসনা, কালীয় সোণা বাঁচিলে তোরে দিব শুনে পুনঃ মায়া দিয়ে, মারে পাঠায়ে প্রবোধ দিয়েঃসভায় বসিলেন গিয়ে হরি। যত ছিল চিকিৎসক, মনের বল না শক, হলেন শাস্ত্রে পরাভব করি॥ সভায় হলো

গৌরবং হরি বৈদ্যের গৌরবং গোপ পরিবার আজ্ঞাকারী। গোপামাঝে কন কেশব, আয়োজন করহে সব। আশু যেন ঔষধ কোর্ত্তে পারি॥ যাতে কৃষ্ণ চেতন পান, ঐষধের এক অনুপান, অনু সন্ধান শীঘ্র কর ভাই। তবে ঐষধের কুল, অক্ষয় বটের মূল, পারিজাত বৃক্ষের মূল চাই॥ সভায়ছিলেন দেবঋষি, কৃষ্ণের চরণে আসি, প্রণমিয়া কন করপুটে। গোপের প্রতি প্রতারণ, আর কেন ভবতারণ, অভয় দিয়ে বাঁচাও শঙ্কটে॥ গোকুল কেন্দে আকুল, আর হওনা প্রতিকুল, মিছে চক্র ছাড় চক্রপাণি। অক্ষয় বটরে মূল, আন বলে আর কেন ভুল, মূল কথাটা সকলি আমি জানি॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

গীত। মূলের নিগূঢ় জানি আমি। সকলেরি মূল হে গোবিন্দ তুমি॥ কোথা যাবে অন্য মূলের অ-ন্বেষণে, অমূলক কথা শুনিনে শ্রবণে, মূলমন্ত্রগুণে মূলাধারে তত্ত্ব পেয়েছি ভবস্বামী॥

পরে প্রভু চিন্তামণি মন্ত্রণার শিরোমণি, আনি এক মৃত্তিকার ঘট। নহে স্থূল নহে ক্ষুদ্র, সহস্রে করেন ছিদ্র, কহিছেন বচন দুর্ঘট॥ ব্রজে থাকে কেউ সতীনারী, এই কলসে আন বারি, অসতীর কক্ষে না আসিবে। দেখিবে কেমন বৈদ্য বটি, সেই জলে বাঁটিয়ে বটি, দিলে গোপাল চৈতন্য পাবে॥ কুটিলে ছিল নন্দপুরে, অমনি এসে তাপুরে, বলে জল আনিগে দেও মোরে। আমিসতী আর মাকে জানি, আর গোকুলে কুলমজানি, ঢাক বাজানি প্রায়ঘরেং॥ লোককে বলে যায় বেজায়, ঘটলয়ে কুটিলে যায়, ডুবিয়ে কুম্ভ যমুনারজলে যত বার কক্ষে তোলা, রক্ষে হয়না একতোলা, দুঃখে বক্ষে ধারা বয়ে চলে॥ চলিতে কাপে কাকালি, তাপে তনু হয়েছে কালি, যায় লজ্জায় বসনে মুখ ঢেকে। শুনিয়া লজ্জার কথা, জটিলে জুটিয়ে তথা, কুপিয়ে কয় কুটিলেকে ডেকে॥ কি করিলি ছিলো ছিলো, গর্ভে মরণ ভাল ছিল, জানিলে মারিতাম সূতিকাঘরে টিপে॥ দিলি নির্ম্মল কলে টিকে,

টিক টিক করিবে লোকে, টিক্তেতো পারিবনা কোন রূপে আমি জানি মোর লক্ষ্মী মেয়ে অভাগির সঙ্গ পেয়ে, খেয়ে বুঝি ফেলছিস মোর মাতা। আমাদের সেএক কাল ছিল এখনকার অভাগী গুলো লজ্জা নাইসজ্জানিয়েইকথা। হয়ে কুলের কুলবতী, নিকেসি পেড়ে চিকণ ধুতি, ঠোঁট রাঙ্গিয়ে গ র্দামুখতেলা। মিছেং যান মুখ লুকিয়ে, আড়ে আড়েআড় চক্ষে চেয়ে, মুখ দেখিয়ে বুক চিতিয়ে চলা॥ তাতে গহনা সোণার ছিপ, ভুতে খয়েরের টিপ, সিতেয় সিন্দুর পরা গিয়াছে উঠে। করেনা অন্যকারবার; দিনের মধ্যে বোল বার, ভাল বাসেন যেতে জলের ঘাটে। মাথায় আর মাথে খোপা, চারি দিগে তার বেড়া চাপা, ঝাপটা কাটা কাম ঢাকা সব চুল। পথে সেন ছবি নাচায়, ছোড়ারা ফিরে ফিরে চায়, ইথে কি থাকে কুলকামিনীর কুল। যেতে তোকে দক্ষিণ পাড়া, নিত্তি আমি দিইলো তাড়া, মাননা সাড়া থাকলো বেটি থাক। যেমন সত্যপীরের ঘোড়া, করিব থোড়া রসের গোড়া, কেটে দিয়ে ঘুচাব সকল জাঁক॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল পোস্তা।

আর তোয় রাখিনা ঘরে হাসাতে শত্রু গোকুলে
কায নাই জনমের মতন মা মা এবার জামাই এলে
নারীর ঢেউ স্ব মি বিনে অন্য ধরে কেমনে গঙ্গার
ঢেউ গঙ্গাধর ধরেছেন শির মণ্ডলে॥

জটিলে অভিমানে জ্বলে, বলে চল্যাম আমি জলে; ঘটী দেওহে বৈদ্য গুণসিন্ধু। বোলে গিয়ে মহাভুলে জলে ডুবিয়ে দেখে তুলে, ঘটে জল থাকিলনা একবিন্দু॥ লাজে হয়েছে জড়সড়, যাগি মাগীদের চালাকি বড়, কোপ কোরে কহিছে বৈদ্য প্রতি। কোথাকার এক অসংপেয়ে বসেছে এক রঙ্গ পেয়ে, আই মা হলাম সতীহয়ে অসতী। হতভাগার ভোগার ভুলে, ভাঙ্গা ঘটে জলতুলে, ঘটে কলঙ্ক মিছে কই কারে। যাউন বদ্দি যমের বাড়ি, ছিদ্র যাতে চৌদ্দবুড়ি, তাতে কেউ জল আন্তে পারে॥ আগুল পেতে

রৌদ্র ধরা, পা.ষাণের সত্ত্ব করা, বসনে আগুণ বেন্ধে আনা কান দিয়ে বাজায় সিঙ্গে, ডেঙ্গায় চালায় ডিঙ্গে; হেন সাধ্য করে কোন জনা ॥ কার সাধ্য কোনকালে, জল দিলে প্রদীপ জলে, জলে আগুণ কেদেয় কোন দেশে। পোড়ামুখোর কথা শুনে, ম য়েঝিয়ে মনাগুনে, জোলে মলাম জল আন্তে এসে ॥ তখন যশোদা শঙ্কট ভাবে, ছেলে পাইনে জলাভাবে, উন্মাদিনী হয়ে রাণী বলে। ওরে বৈদ্য বাছা বল, সকলে হলো দুর্ব্বল, বল তবেরে আমি যাই জলে। বৈদ্য কন অ.ন্তেনীর, উচিত হয়না জননীর, মাতৃ হস্তে ঔষধ বারণ। বিষবড়ি মায় দিলে করে, সুধাতুল্য গুণ করে হয়না তায় ব্যাধির দমন ॥ কেন্দনা মা ব্রজবসতি, মধ্যে কি জনেক সতী, থাকিবেনা এমনি বিবেচনা। কেন আর মিছে উৎপাত, কোরে দেখি অঙ্কপাত, জানি যা আমি জ্যোতিষ গণনা ॥ এতবলি চিন্তামণি, ডাকিয়ে যত রমণী খড়িদিয়ে ভূতলে ঘরকরি। পঞ্চাশ অক্ষর পারে, সর্ব্বোর্কি প্রতি ঘরে লিখিলেন লিখন ভয় হারি ॥ কন বৈদ্য গুণমণি এসো জনেক রমণী, দেহ হস্ত বাসনা যে ঘরে। শুনে এক ধনি ত্রাস্তে, রয়ের ঘরে দিল হস্ত, বৈদ্য কন সতী আছে নগরে ॥

র অক্ষরে এক রমণী সতী দেখিলাম গণে। শুনে সবে কয় রয়ে বহু রয় রমণী বৃন্দাবনে ॥ বৈদ্য বলে দেক্কে পেলে চিনিব ডাক দ্রুত। শুনে রমণী যায় অমনি র অক্ষরে যত ॥ রাসমণি রাজমণি রামমণি রঙ্গিণী। রাজকুমারি রাজেশ্বরী রক্ষে রতনমণি ॥ রামা রাসকে রসদাইকে রস মুঞ্জরী রতি। রঞ্জনী রঙ্গনী রতনমণি রসবতী ॥ কন বৈদ্য হরি অমৃত লহরি জিনিয়া যেন বচন। এসব গোপীকে কে বল ব্যাপিকে সতী নহে একজন ॥ কেবল এক সতী ভক্ত বয্যতি তত্ত্বকথা হৃদে জানে। আছে সে রমণী নারীর শিরোমণি চিন্তামণি পদধ্যানে ॥

রাগিণী ললিত ঝিঁঝিট। তাল ঝাপতাল।

এক সতী বসতি করে এই ব্রজমণ্ডলে। চিন্তে নারে ভাবে গোকুলে তাকে সকলের রাধা বোলে॥ গতি বিহীনগণ গতি দুর্গতি বিনাশিনী, গোবিন্দ প্রিয়ে গুণময়ী গোলোক বাসিনী, সে যদি গোপের কন্যা গোপনে গোকুলে॥

ভেবে আয়ান গোপিকান্তা হয়ে ভ্রান্তঃ তার নন্দিনী, হরি পরিবাদিনী, রব রটালে কুটিলে। শিরে পশরা দিয়ে মথুরা হাটে যেতে কয় সতত। সে হাটের বরণীর [illegible] যার ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ পদতলে॥

এই কথা শুনি রাধার, পুত্রের পুলক চিত্ত, কুটিলে শুনি যা বলে বলছে। দৌড়ে গিয়া বলছে মাকে, সতী হলো শান্তিমা কে, গোকুলকুলের নন্দিরে কি বলছে। কথা শুনে ধরিল [illegible], জন্মটা যন্ত্রণা যার জন্মে। [illegible], সদা যায় কালিন্দী কূলে, দুপুর বেলায় সরে আনি [illegible] নয় সে অধ পেতে, বসেছে ভাল রঙ্গ পেতে, [illegible] কেন্দে হলো আকুল। হাত গলে মা বলছে [illegible] তোমারি প্যারি, তারপ্রতি আছেন [illegible]। [illegible] ব্যস্ত হয়ে [illegible] যতি, গোপীরে দেন অনুমতি, ওগো চন্দ্রা [illegible] কে। চন্দ্রমুখী যাউক, জীবনে [illegible] এনে জীবন দানে জীবনে জীবন যেন রাখে॥ শুনে সংবাদ [illegible] শক্তি নাই করিতে উক্তি, গতি শক্তি রহিত শ্রবণে। বলেন অচিন্তে রূপিণী, ওহে নাথ চিন্তামণি, কি চিন্তা করেছ আবার মনে॥ শ্রীহরি বলে শ্রীমতী শ্রীপতি চরণে [illegible] সঁপে গিয়ে নন্দের মন্দিরে। লয়ে ছিদ্রঘট কক্ষে, [illegible] ধারা চক্ষে, করেন স্তুতি ককারাদি অক্ষরে॥ ওহে কৃষ্ণ কংসারি, কৃতান্ত ভয়ান্তকারি, করপুটে কান্দে কিশোরী, [illegible] । [illegible] কিসের ভবে. কৃপা নাই কি করে

ধরে, কক্ষে দেও কেমন করে, কলঙ্ক কলসী॥ খর খর বচন বোলে, খল খল হাসিবে খলে, ক্ষুদ্রগণের খেদ পুরালে, ওহে ক্ষীরোদবাসী। কি খেলা নাথ খেলাইলে, ক্ষিতি হতে খেদাইলে, খুন প্রায় খেতি করিলে, এই বড় খেদারাশি। গোবিন্দ গোলোকের পতি, গতি হীন গণের গতি, জ্ঞান হীনে গায় কি সঙ্গতি, গুণের গরিমে। গোপগণ কান্দে গোপনে, গোধন কান্দে গোবর্দ্ধনে, গোপাল কি মনে গণে গা ঢেলেছে ভূমে॥ দেখে ঘন নিন্দে ঘনেশ্যাম, ঘোর ভয়েতে ঘামিলাম, ঘটে তোমারে অবিশ্বাস, কত ঘটো নাহি ঘটে। কি ঘটার ঘটক হয়ে, ঘটে ছিদ্র ঘটাইয়ে, ঘোর শঙ্ক ঘটাইয়ে কেন ফেল দুর্ঘটে॥ ওহে উৎকটভঞ্জন, উমাপতি আরাধ্যধন, নাই শক্তি উত্থাপন, উপায় করি কি। উত্তাপে দেহ নিপাত, উত্তরি কিসে উৎপাত, উচ্চ হুংকারিল নাথ উচ্চ করে ডাকি॥ তুমি চরমের চিন্তা হরণ, চরাচর চাহে চরণ, চন্দ্রচূড়ের চিরধন, তুমি হে চিন্তামণি। ওহে চিন্তা করি দুঃখের চখের জল নিবারি চখে, চক্রী তোমার চক্র দেখে, চমকে পরাণি॥ ছল গ্রাহি ছল দেখি, ছলে ছ করিছে আঁখি, ছন্নকরা ছন্দ একি, ছাড় ছলনা। ছিদ্র ঘটে জল না এলে, ছোটলোকে ছিদ্র পেলে, ছিছি কান্ত ছিছি বোলে, করিবে হে লাঞ্ছনা॥ ওহে জলধর বর্ণ, জ্বলাবে জনের জন, জীবন করিবে জীর্ণ, বাকি আছি কি জন্তে। যায় যাবে জীবন জাতি, যন্ত্রণা পান যশোমতী, যা কর হে জগৎপতি, যাই আমি জল আন্তে॥

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

এখন যা কর হে ভগবান। ছিদ্রঘটে বুঝি বিপদঘটে হরি, কিন্তু আনিতে যদি নারি এইবারি, তবে এই বারি, ওহে দুঃখবারি, বারিতে ত্যজিব প্রাণ অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব, প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব, দাসীরে প্রসন্ন ভব যদি একবার কুম্ভে

শঙ্কা এই কৃষ্ণ ধনের হলো নিন্দে, ভাষাইয়ে তুখি নীরে নিরানন্দে, কেঁদে বুঝি নাথ চরণারবিন্দে, স্থান দিয়ে অপমান ॥

কক্ষেলয়ে জলপাত, চক্ষেবক্ষে জলমাত, পদ্মনেত্র পানে চেয়ে কন। আরম্ভিছে অনুসোচন, অনুপায় যেনেছে মন, অনুগ্রহ বিনে নাই মোচন ॥ আমিতো অনুচরা হয়ে, চল্যাম অনুমতি লয়ে, অনুকুল থেকোহে জগৎপতি। কোরেছো যে অনুষ্ঠান, দেখছি করে অনুমান, অনুতাপ ঘটালে দাসীরপ্রতি ॥ তোমায় মিথ্যে অনুযোগ, কর্ম্ম অনুসার ভোগ অনুক্ষণ বেদাগমে বলে। যায় দুঃখের অনুশীলন, অনুরক্ত হয় ভুবন, তোমার কৃপার অনকম্পাছলে ॥ অনুজ্ঞা বিহিলে প্রভু, জান নিতান্ত অনুগত, অনুব্রত ঐপদ যেয়াই। অধিনী দাসীর অনু রোধে, অনদয় থেকোনা হয়ে, অনুসন্ধান কালে যেন পাই ॥ এত বলে হয়ে কাতরা যমুনায় গিয়ে ত্বরা জলে কুম্ভ দিতে কাঁপে অঙ্গ। যেমন ভুজঙ্গ গহ্বরে কর, দিতে অতি দুস্কর, বলে পাছে ধরে ভুজঙ্গ ॥ তাপেতে তনু বিবর্ণ মনং ঘনবর্ণ স্মরণ করিয়ে বলে পায়। মহাভয়ে অঙ্গ জড়হে, কালিবন্ধ গোবিন্দকে, ঘটের দণ্ডেতে ছিদ্র করি ধরিয়ে কলঙ্কডালী তুলে দলে দাঁপিয়ে শিরে। বল্লিলাম হে দীননাথ ডুবালে দুখিনীরে নীরে ॥ দোষ নাই হে হরি তুমি অদ্য যশোদার ন্যায়। কেবল রাধার শত্রু কাঁদাবে তুমি পায়২ ॥ একান্ত তোমারি পদে রেখেছে শ্রীমতি মতি। ও চরণ ধরিবে আমায় এই হলো সম্প্রতি গতি। একেতো ব্রজের মাঝে আছি নামটী কুল কলঙ্কিণী। আমার কালী জানেন কালী কালভয় ভঞ্জিনী জিনি ॥ এতবলি শ্রীমতি কত মিনতি যুগ্মকরে করে। দয়াকরহে দয়াময় দাসীতরে সত্বরে তরে ॥ তবে হয় প্রত্যয় জানিব বাঁচিবে অপরাধে রাধে। জলমধ্যে দেখাদিয়ে স্থান দাও বিপদে পদে ॥

রাগিণী খট ভৈরবী। তাল একতালা।

গীত। যদি মহাভ অধম, কলঙ্কিণীনাম বলে লোক

কুলে শঙ্কলে সাধ্য। দেখিব কেমন দয়া যদি দেও দাসীরে একবার দরশন মহাকালের ধন, ওহে কালবারি কাল বারির মধ্যে ॥

অকলঙ্ক রাধা হবেহে পরিক্ষে, দেখবেহে ত্রৈলোক্যে যক্ষে রক্ষে, দিলে দাসীর পক্ষে লজ্জারক্ষে ভিক্ষে, ব্যাক্ষে কিবল তোমার চরণ পদ্মে। একাব কি তার ভক্তার হারি তাতো জানো, করাঙ্গুলে ধর গিরি গোবর্দ্ধন; করে কর দিবাকর আচ্ছাদন অসাধ্য সাধন তোমার সাধ্যে ॥

জলমধ্যে জলদাঙ্গ রাইকে দিয়ে দরশন। জলদিয়া নিভান যত্নে রাধার মনের হুতাষণ॥ গিয়ে ছিদ্রকুম্ভে অবিলম্বে দেন ছিদ্র নিবারি। সঙ্গে সখী চন্দ্রমুখী কি আনন্দ সবারি। লয়েবারি রাজকুমারি জান রাধা রঙ্গিনী। জয় রাধা জয় রাধা রবকরে যত সঙ্গিনী॥ শুনেধ্বনী প্যারিধনী কহেন সহচারিকে। সেগো নয় রাধার জয় জয় দেও মোর হরিকে॥ কীর্ত্তি যার নাম তার জগতে রয় ঘোষণা; বরং ভার কোরে বিচার দৃষ্টান্ত দেখনা॥

যুধিষ্ঠীরের কীর্ত্তি যেমন স্বকায় স্বর্গ গমনে। বলিরাজার কীর্ত্তি যেমন বির্ত্তি দিয়ে বামনে॥ পরশুরামের কীর্ত্তি যেমন ক্ষেত্রিকুল দমনে। রাবণ রাজার কীর্ত্তি যেমন ঘাস কাটিয়ে শমনে॥ প্রহ্লাদের কীর্ত্তি যেমন কৃষ্ণপদ ভজনে ভীমসেনের কীর্ত্তি যেমন বাওন্নপৌটী ভোজনে॥ গয়াসুরের কীর্ত্তি যেমন শিরে লয়ে শ্যাম চরণে। ভীষ্মদেবের কীর্ত্তি যেমন ইচ্ছাহয় মরণে॥ ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি যেমন জগন্নাথ স্থাপনে, ভাগিরথের কীর্ত্তি যেমন গঙ্গাএনে ভুবনে॥ ছিদ্র ঘটে জল লয়ে যাই আমি যে নন্দ ভবনে। এআমার শ্যামের কীর্ত্তি শুনগো সখী শ্রবণে॥ যার কীর্ত্তি তারি জয় বলতে হয় সযনে। রাধা জয় জয় বল সখী

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কয়ালি।

গীত। তোমরা কেন সখী বল রাধার জয়। তোরা বল গো সৈ মোর শ্যামচাঁদের জয়, তারি জয়ে জয়োদ্ধারি, যার জয় বিজয়, জয়ন্তী সনে বোলে জয়ং বদনে যাতে মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়॥
গিয়ে জলান্তে নয়নে কি ধরে জলঃ জলাকার দেখি সকল, যত চক্ষে জল ঝরে, ডেকেছি শ্যাম জল ধরে, জলাধারে হলেন হরি আসি উদয়॥
আমার এ কুম্ভ মাঝে কৃপাসিন্ধুর জল। এ আমার শ্যামের উজ্জ্বল যে পদে জন্মে গো ধনী জলরূপা সুরধনী এ ঘটে জল আনি কোরে সেই পদাশ্রয়

কলসীতে জলপুরে, রাই যান নন্দের পুরে, চরণে রাঙ্গা নূপুরেঃ কিবা মধুধ্বনি। যথায় বৈদ্য বিরাজে, বারি দিয়া বৈদ্যরাজে, বাঁচাতে কন্যা রাজে, ব্রজরাজ রাণী। তখন বারি লয়ে বারিপাত্রেঃ বিপদ বারির গাত্রে, প্রদান করিবা মাত্রে উঠিলেন শ্রীহরি। উঠিলেন জননী বোলে, যশোদা আসি প্রাণ বিকলে, লয়ে কোলে নীলকমলে, কান্দে বদন হেরি॥ চৌদ্দবৎসরের পরে, রামকে যেমন পেয়ে ঘরে কৌশল্যার দুঃখহরে, রাণীর যেন তাই। এক জন প্রতিবাসিনী নারী এসে কহিছে বাণী, বলদেখি গো নন্দরাণী, তোর কি দয়া নাই॥ জীবন আনিলে রাজার মেয়ে, তোর জীবন উঠিলো জীবন পেয়ে, নৈলে তো জীবন যেয়ে, নোক্তে শোকানলে। চন্দ্রমুখী শ্রীরাধিকে, ভাবিলে তোমার প্রাণাধিকে, আগে চন্দ্র বদনীকে, কত্তে হয় কোলে॥ রাণীবলে সরিং আয় কোলে মা রাজকুমারি তোর গুণে পেলাম গো প্যারী প্রাণের কৃষ্ণধনে। তোহতে সুখ জন্মায় অতি, হয়ে থেকো জন্মায়োতি; মা তুমি সাবিত্রী সতী, এই বৃন্দাবনে। তখন দক্ষিণ কোলেতে হরি, বামকোলে লয়ে কিশোরী, রাণী যেন রাজ রাজেশ্বরী, দাড়ালেন উল্লাসে। আমরি কি শোভা

ফল, যশোদার জন্ম সফল, সোণার গাছে হিরের ফ-
ফল্লো দুই পাশে ॥

রাগিণী সুরট। তাল ঝাঁপতাল।

গীত। বামভাগেতে শ্যাম মোহিনী শ্যামচাঁদ শোভিছে দক্ষে। কিশোভা যুগল রূপ যশোদার যুগল কক্ষে ॥ ব্যাকুলা হয়ে নন্দরানী, বলে কিছু বুঝিতে নারি, রাই হেরি কি শ্যাম হেরি, কোন রূপের করি ব্যাক্ষে। কিবা বর্ণ রাধা কমলিনী স্বর্ণসরজিনী জিনি, নীলমণি নির্ম্মল আমার নীল কান্তাপিক্ষে। দাশরথি কহে বিশিষ্ট, পাপ নয়নে নহে দৃষ্ট, এক অঙ্গ রাধা কৃষ্ণ, দেখি জননী জ্ঞান চক্ষে ॥

শ্রীমতিরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন সমাপ্তঃ।

মাথুর ॥

অর্থাৎ।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা পাঁচালী।

মথুরায় কুব্জা সনে, ভূষিত রাজ ভূষণে, ত্রিভঙ্গ রাজ সিংহাসনে; রাজত্ব শাসনে। ব্রজে কিশোরী শয়াসনে; দক্ষা মন হুতাশনে, প্রবল্প্রা প্রাণ নাশনে, নিষেধ না শুনে॥ মা কেবি পীত বসনে, অচলাঙ্গ অনসনে, আদর শূন্য ভর্ৎসনে, অপরিণী কিশোরী। হইয়ে সুখ বাঞ্ছিতে, মরণ বাঞ্ছিতে, চিত্তে আকাঙ্ক্ষাইতে কন চিত্তে, বৃন্দের দরশনে॥ দেখে বৃন্দে গোপিনীর, নাগরে নয়নে নীর, শোকে কৃষ্ণ মোহিনীর, চরণারবিন্দে। বচন জিনি সুধায়, প্রবোধ দিয়ে শ্রীরাধায়, বৃন্দে মথুরায় যায়; আনিতে গোবিন্দে। ভাবা ভাবনায়, উত্তরিয়া যমুনায়, চেড়ে নাবিকের নায়, যমুনা উত্তরে। নাদিলে পারের মূল্য, খেয়ে ব্রজাঙ্গনা চল্লো, নেয়ে রাগে অগ্নিতুল্য ধরায় উঠে ধরে; হয়ে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, ধরিলে দৃঢ়াঁচে কর, বলে বেটী বারিকর, পয়সা কোন খানে। একি রূপ দেখি স্বরূপিণী: বেহায়া বেটি গোপিনী; পার হয়ে যাবি পাপিনী, তাই ভেবেছিস মনে॥ গোলে মিশিয়ে গেলো কি হয়, গোলে জল মিশান নয়, রঙ্গ গুলো সমুদয়; দেখ্‌ছি লোকে ভেসে। ঘুচিয়ে দিয়ে সকল বোঝা, লুটে পুটে খেতো মজা; বেটী দিগে চিত্তকে বশ, নন্দ ঘোষের ছেলে॥ দেখায়ে ভঙ্গি আঁখির, খানকা খাইতো ক্ষীর, সে বড় জানতো ফিকির, আস্ত বনে ডাকি। জানছিল তার মরণ কান; পথে লুটতো হয়ে দানি, কুল মজিয়ে সে এখানি; দিয়ে গিয়েছে ফাঁকি॥ শুনে বৃন্দ কুবচন, ছলছল করি লোচন, বলে কররে কর মোচন, কেনরে করে ধল্লি। মূল্য চাসি বারে বারে, ওমা মার মারে মারে, অবোধ নেয়ে তুই আমারে, কৈরে পাথ

কর্লি॥ নাকোরে পার বল্লিস পার, একেনে তোর বেপার আমি যে দেখছি অপার পার, হয়েছি কি। যে পারে আছি সেই প্যারে, কে পারে করিতে পারে; পার যদি পার করিবারে, পারের কথা কি॥

রাগিণী অহং। তাল একতালা।

গী। পারের কর্ত্তা হরি, পারে আছে পারি, পারবে কাণ্ডারি পার সে কালে। এখন কিরে পার হয়েছি, এইতো আম আছি, কৃষ্ণ বিনে অপার সিন্ধু কূলে॥

তোর তরিতে উঠে, কি তরি সঙ্কটে, দেহ উঠলো তটে প্রাণ যে জলে। হঁরে কেমন এমন তরি, কৃষ্ণ শোকে তরি, কে আছে কাণ্ডারি এই ভূতলে এপার ওপার তুল্য, এমন পারের মূল্য, অবোধ নেয়ে আমায় চাইক কি বোলে। অন্তরে কাণ্ডারি, বিচ্ছেদ সাগর বারি, ডুবে মরি সে তরঙ্গ জলে। গোপী পার পেয়েছে যেনো, পারাত্রকের ধনো, কৃষ্ণধনে প্রাণে প্রাপ্ত হলে॥

ক্ষান্ত করি কর্ণধারে, ভাবেরসিন্ধু পারাপারে, বৃন্দে উপনীতা মথুরায়। অন্ত জানিলেন কৃষ্ণ, আনন্দ গুণ বিশিষ্ট, উদ্ধবে পাঠায় ইসারায়॥ যথা বৃন্দে সকাতরা, উদ্ধব আসিয়া ত্বরা কৃষ্ণসখা কন মিষ্ট কথা। ডাকিছেন তোমায় বোলে হরি, যতনে যাতনা হরি, আনলেন শ্রীগোবিন্দ যথা॥ হরি চরণার বিন্দে, প্রণতি করিয়া বৃন্দে, ছলে বলে ওহে পঙ্ক-জাঁখি। মিছে গোকুল পরিহরি, কি দেখিতে এলাম হরি, যা গোকুলে তাই মথুরায় দেখি॥

সে কেমন। মথুরায় কালোরাজা হয়েছো গুণমণি। গো-কুলে ও কাল রাজা হয়েছে এদানি॥ মথুরায় তোমার দেশ হয়েছে বিদেশ জ্ঞান নাই। গোকুলে ও তোমার বেশ হয়ে-ছে তুল্য দুইঠাই॥ মথুরায় সব কৃষ্ণ পেয়েছে হৃষ্ট হয়েছে অতি। গোকুলে ও সব কৃষ্ণ পেয়েছে তুল্য দুই বসতি॥

আর দেখিছি মথুরাতে কংসের ঘরণী। কৃষ্ণরে কি কলি বলে কান্দে রাজরাণী॥ গোকুলে ও রাণী কান্দে কৃষ্ণ কলি য়ে কি বোলে। আমি কি অপরূপ দেখে এলাম এমধুমণ্ডলে॥ আর এক দেখিছি মথুরায় দীন নাইরে শ্যাম। গোকুলে ও আর দিন নাই হে তুল্য দুই ধাম॥

উভয় স্থানে তুল্যভাব, হরি কিছু বুঝেছো ভাব, এভাব বুঝিতে বিদ্যা কিছু চাই। সে দফাতে নবডঙ্ক, পেট চিরলে নাই অঙ্ক, জানি হে বক জানি সমুদাই॥ বাতানে প্রধান ছাত্র, সরস্বতীর বরপুত্র, গোপাল গোপালে থেকে সদা। নানা শাস্ত্রে অধ্যাপক, শিক্ষাগুরু অতি ব্যাপক, ঘরে পণ্ডিত হলধর দাদা। এক কড়াতে একটা জাম, চারিটে জামের বোলতে দাম, সামলাতে পার না শ্যাম, গায়ে ঘাম দাঁতকপাটী লাগে। কেবল গরুর করিতে যত্ন, সেবিয়ে ন্যায়রত্ন, গো চিকিৎসায় কে দাঁড়াবে আগে॥ তবে বিধাতা দিলে বিষয়, হল মহামূর্খ মহাশয়, মহামহি মহালক্ষ্মীর বলে। মূর্খের কাছে মানরক্ষে, ঘরে পরে হাসে পরক্ষে, শরীরেতে বিদ্যা না থাকিলে॥ রহস্য ত্যজিয়ে বৃন্দে, পুনঃ কর পদার বিন্দে, ওহে নাথ করোনা কিছু মনে উভয় স্থানে যে দিন নাই, তদন্ত বলি কানাই, দীন বলি শ্যাম অর্থহীন জনে। মথুরায় আসিয়ে হরি, দীনের দৈন্য দশা হরি, সকলকে করেছো ভাগ্যবন্ত। গোকুলে যে দিন নাই, চরণ ধরে জানাই, শুন দীননাথ সে দীনের বৃত্তান্ত॥

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

গীত। নাথো গোকুলে আর দিন নাই। যে দিন আনলে অক্রূরমুনি নিদয় গুণমণি ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমণি কি দিন যামিনী আমার জানি কেবল অন্ধকার হে কানাই॥ তারা আরাধনের ধন হয়ে হারা, শুন ওহে তারানাথের নয়নতারা তারা রবাহে তারাকারা ধারা, তারার তারা দেখি কর্ম নাই মনে করলাম একবার দেখি রাধিকারে, আছে কি

মজো রাই বিচ্ছেদ বিকারে ॥ দেখা হলোনা শ্যাম অন্ধকারে, আমরা অন্ধের মত পথ হারাই ॥ কৃষ্ণ কন কি চমৎকার, শুনিয়া জন্মে বিকার, বল্লে গোকুল অন্ধকার দিনে। এযে বাক্য অবিহিত, সূর্য্যের উদয় হিত, কি হেতু হইল বৃন্দা হেমে ॥ দূতীকয় রাধারমণ, সূর্য্যের সুত শমন, গোকুল এখন তারি অধিকার। পুত্রে দিয়ে ব্রজে রাজ্য, অবকাশ পেয়ে সূর্য্য, প্রকাশ নাহিক ব্রজে আর ॥ ব্রজে পেয়ে কালোবরণ, কালপেয়ে করে কালহরণ, অকালে কাল প্রাপ্ত প্রায় হলো। জমানাই তার যমালয়, প্রয় যায় হে যমালয়, শ্যামালয় সামান্য হ'ত গেলো ॥ তবে যদি বল নিদয়, ব্রজে আছেতো চন্দ্রোদয়, তাতে ওহয়তো অন্ধকার হীন। রাইচন্দ্র শ্যামচন্দ্র, যুগলচন্দ্র দেখে চন্দ্র, ব্রজে উদয় ছেড়েছে অনেক দিন ॥ কৃষ্ণ কন দূতীর কাছে, রাই চাঁদতো ব্রজে আছে, যে চাঁদ চাঁদের দর্প নাশে। যাতে মম হৃদি তিমিরান্ত, রাইচাঁদের গুণানন্ত, যে চাঁদের গুণ চন্দ্রচূড় ভাষে ॥ বৃন্দে বলে বিনয় হস্ত, রাইচাঁদ যে রাহুগ্রস্ত, নতুবা আন্ধার হতো কি ভগবান্‌। ছিল রাইচাঁদ চাঁদের শ্রেষ্ঠ, শ্যামচাঁদ দিয়েছো কষ্ট, চাঁদ করেছো চাঁদের অপমান ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কয়ালি।

গীত। তব বিচ্ছেদ রাহু দেখিলাম, প্যারি পূর্ণ চাঁদকে গ্রাসিল হে শ্যাম। রাহুগ্রাসি সুধাকরে, নবদণ্ড স্থিতি করে, পূর্ব্বাপরে জানি আমরা সবে তোমার রাহু কেন নবদণ্ডে যাবে, প্রাণদণ্ড করা আছে মনস্কাম ॥

যে হতে করেছে গ্রাস, শরীর নাহি প্রকাশ, অব কাশ দুঃখে আর দেখিনে, ওহে গোবিন্দ প্যারি চন্দ্র বিনে, ঘোর অন্ধকার হলো ব্রজধাম ॥

ছলে কয় বৃন্দে ধনী, কৃষ্ণ তুমি নতন ধনি, তাইতে উচিত বলতে করি ভয়। নূতন ধনির বিদ্যমান, কভু রয়না মানির মান নতন কিছুই প্রশংসিত নয় ॥ নতন চাল্যে অগ্নি নষ্ট

নূতন রাজ্যে শাশন কষ্ট, নূতন ভার্য্যা পতির বশ হয় না নূতন বয়েসে ধরেনা জপ, নূতন জলে ধরে রূক্ষ, নূতন হাঁড়িতে তৈল সয় না॥ গুণ করেনা নূতন সিদ্ধি, নূতন গুড়ে পিত্তি বৃদ্ধি, নূতন বালকে কথা কয়না। নূতন চোর পড়ে ধরা, নূতন বৈরিগী মুখচোরা, সদর হয়ে ভিক্ষা লয়না॥ নূতন শোক প্রাণ নাশক, নূতন বৈদ্য ভয়ানক, নূতন গ্রহস্থের সকল দ্রব্য রয়না। নূতন ধন্যা দুর্গন্ধ; নূতন জ্বরে আহার বন্দ, নূতন পিরীত ভাঙ্গিলে প্রাণে সয়না॥ নূতন ইক্ষুর নাই মিষ্ট, নূতন মেঘেশালে বৃষ্টি, নূতন হাটে যত যায় বিকায়না। ওহে নিদয় কৃষ্ণধন, যে পায় নূতন ধন, অহঙ্কারে সে চক্ষে দেক্তে পায়না॥ কিন্তু হারায় মান হারাবে গোপী, দুটোকথা বলি তথাপি, অবিচার কথা শয়না প্রাণে। এদেশের লোকহেবঁধু, ঘোর চোরকে বলে সাধু, নিমকে সাদু বলে গুণ বাখানে॥ মথুরায় একি শুনি নাম; কল্পতরু তোমার নাম, সকলে বল্ছে কৃষ্ণ বড় দাতা কারু করে সর্ব্বনাশ, কারু বাড়ালে উল্লাস, এমন দানের ব্যাক্ষ্যা বৃথা॥ কংসেরে করি নিধন, উগ্রসেনে দিয়েছো ধন, ছিল দারিদ্র আশু হলো সেধনি। বোল্ছে উগ্রসেনের নারী; কৃষ্ণ তোর গুণ বল্তে নারি, চিরজিবী হওরে চিন্তামণি॥ আবার কংসভার্য্যা তোমার মামি, হারা হয়ে আপান স্বামী, বল্ছে কৃষ্ণ বড় কষ্টে রও। শোকেতে করে আছন্ন, আমায় যেমন কোলে ছন্ন, প্রাতঃবাক্যে উচ্ছন্ন হও মধুর বৃন্দাবনের মধু, মধুপুরে বিলালে বঁধু, কারু কেটেহাত কারে চতুর্ভুজ। ব্রজে চন্দ্রমুখী রাধাকে, শোকে কুজা করে তাকে, কুজার ঘচিয়ে দিলে কুজ॥ ব্রজে সঙ্গি রাখাল যারা থাক্তে পদং হারা, তব শোকে উঠিতে নাই শক্তি। দেখা খঞ্জকে দিলে চরণ, ওহে জলদবরণ, সকলে করিছে গুণের উক্তি॥ ব্রজে বিচ্ছেদ কারাগারে, বন্দিকোরে যশোদারে, দৈবকীরে বাঁচালে সে দুঃখে। আবার অন্ধকে নয়ন দান; করেছোহে ভগবান, ছিছি নাথ এদানের কি ব্যাক্ষে॥

তুমি একজনার নয়ন হরণ করিয়া একজনকে দিয়াছে।

রাগিণী ষট ভৈরবী। তাল একতালা।

গীত। এসব কেমন দান, তোমার কি বিধান,
আমার বল বল হে গোবিন্দ। এসে মধুপুরে তুমি
দিয়েছো হে ত্রিনয়নের ধন; অন্ধের নয়ন, কিন্তু
ব্রজে কর্লে নন্দের নয়ন অন্ধ।। কারু বা অকার্য্য,
কারু বা সাহার্য্য, কারে কর ত্যজ্য, কারে কর পূজ্য
একড় আশ্চর্য্য; কারো ঘরে চৌর্য্য, কারে দেও
ঐশ্বর্য্য একড রীত মন্দ।।

বৃন্দে বলে প্রাণাধিক, বলিবনা হে আর অধিক, গত কর্ম্মের অনুসূচনা নাই।। এখন বলো বলো কালোবরণ, ব্রজে যাবার বিবরণ শ্রীমুখে তাই শুনে প্রাণ যুড়াই।। কি বলে বৃন্দে সুন্দরী, আমোদ শুনিতে হরি, ছলে কন ব্রজের করি নিন্দে।। দুঃখের হয়েছে শেষ, সবে জানেতো সবিশেষ, কি সুখে আর ব্রজে যাইহে বৃন্দে।। সুখ নাই যাতনা বৈ, নন্দের বাধা মাথায় বই, অতুল ঐশ্বর্য্য যার দোখে। সে দেয় মোরে গোচারণে, অবাক হয়েছি আচরণে, উচ্চারণে ঘৃণা হয় হে সখী।। ননীর তরে করে, মা হয়ে বন্ধন করে, এমন দুঃখ রে কে বাস করে। রাখালের দেখেছ ভব্য, উচ্ছিষ্ট কোরে দ্রব্য খাওয়ে কানাই বোলে দেয় মোর করে।। এসব যন্ত্রণা সই, কে বল রাধার জন্য সই, কমলিনী তাকোরোনা হৃদে। তিলো তিলে করে মান, ঘুচান আমার মান, ধোত্তে হয় পদে২পদে ধরলে নারীর পায়, পূর্ব্ব পুণ্য নষ্ট পায়, সুধিয়ে দেখ পণ্ডিতের কাছে। যদি পাপে পেয়েছি পরিত্রাণ, মানে২ পেয়েছি মান, ব্রজে যাওয়া আর কি ফল আছে।। শুনে কয় বৃন্দে গোপিনী, হয়ে অগ্নি স্বরূপণী, ওহে রাখাল বলো কি হলে মত্ত। রাধারচরণ ধোরে পুণ্য তোমার হয়েছে শূন্যতো নশূন্য জাননা রাধার তত্ত্ব।। ওহে অবোধ চিন্তামণি, রাই যদি হতো রমণী, তবে চরণ ধরায় পুণ্য যেতো। পুণ্য গেলেই হতো পাপ, হতো তাপ যেতো প্রতাপ, তবে তোমার এমন

উদয় কি হতো ॥ রাধার চরণ ধরি, পূর্ব্ব পাপে মুক্ত হরি, হয়েছো তুমি জানে জগজ্জনে। কেমন বিপদে ছিলে, কি সম্পদ আশু পেলে, এপদ তোমার রাই পদেরি গুণে ॥

রাগিণী ললিত ঝিঁঝিট। তাল এক তালা।

গীত। ব্রজে চতুষ্পদ, চরাবিপদ, সে দায়ে ত্রাণ হয়েছো। ধোরে রাধার পদ, ওহে রাধানাথ, এসে মাতুল পুরে অতুল পদ পেয়েছো ॥
যে পদ আপদের পদ, সদাশিবের সম্পদ, সে পদ ধোরে জীবের মোক্ষপদ, সেই পদে ধরেছো। ও পদের পদের পদার্থ, ভাবের ভাবার্থ, তুমিই জান আর কে জানে, সে তত্ত্ব। ব্রহ্মজ্ঞানে ধোরে পদ বাঁশিতে গান কলে পদ, সে কিশোরীর পদে বন্দ তুমি পদে পদে আছো ॥

বৃন্দে কয় রাধারমণ, গোকুলে কোর্ত্তে গমন, নাইহে মন বুঝিলাম অন্তরে। তাকরিবে কে পীতবসন, মহাজনে থাকে ঋণ ভোলা গা ভোলা আলসে কি করে ॥ সাক্ষি চন্দ্রদিনমণি, লিখে দিয়েছো গুণমণি, দাসত্ব খত রাধার নিকটে। এই দেখ মোর হাতে খত, তোমার হাতের দস্তখত, চেয়ে দেখ বটে কি না বটে ॥ খতে এক্ষক রেখেছ মনে, ভক্তিরেখেছো সুদের তনে, পরিশোধের উপায়ছিলনা বিনে রাধার কৃপা। তোমায় মুক্ত কর্ত্তে চিন্তামণি, কৃপা করি কমলিনী আজ্ঞা দিয়ে ছিলেন একটা রফা ॥ তুমি মুক্ত হতে প্রাণে বন্দি করে ছিলে কিস্তিবন্দি, মাসেং ধরিবে রাই চরণে। দিয়ে পরিশোধ এক কিস্তি, দেখাশুনা আর নাস্তি, পালিয়ে এলে জানিরে মহাজনে ॥ ওহে শ্রীনন্দনন্দন, হবে যেরূপ বন্ধন, রাই রাজাকে তুমি কি জাননা। এখন মানে মানে থাকে মান, মান রাধার কি অনুমান, করেছো মনে তাই আমায় বলনা ॥

রাগিণী পরজ। তাল এক তালা।

গীত। দেখ কি জোর রাই রাজারি; হবে যখন ডিক্রী

জারি, কৃষ্ণ তোমার জাঙ্গির জারি; ভাঙ্গিবে কপাল কুবজারি। লয়ে সাধের কুবুজারে, যাবে পালিয়ে কোন রাজার মুলুকে, সকল রাজ্যের রাজা আমার গোকুলে, রাই রাজ কুমারি॥

যখন তোমার বাঞ্ছিব করে, দুঃখ বারণকে তা বারণ করে, মরণ ঘর্লে মক্ষিকারে, কে উদ্ধারে বংশীধারি বৃন্দে শুনি বচন, হাসিয়ে পদ্মলোচন, কহেন করিয়া রসি কতা। যা ধারিতাম শ্রীরাধার পরিশোধ কোরে সে ধার সেখতের কেড়েছি আমি মাথা॥ লোকোক্ত ধর্ম্মত নিন্দে, কি দেখালে ওহে বৃন্দে, এ জালখত তোমার হাতের সে। পাপ নাই কি জন্যে ঠাক, দুর্গাবন ছিছি সর্থা, এখতে মোর দস্তখত কৈ। এ লেখা যে অতি মন্দ, আমার লেখা দীর্ঘছন্দ মোর লেখা নয় লেখার কথা বলি। বৃন্দে কয় পেয়ে ছন্দ, তোমার লেখা যে দীর্ঘছন্দ, সে কথা নয় মিথ্যে বনমালি যে কলম ধরিতে হাতে, লিখতে যে পোড়দের সাতে. সে পাঠশালে থাকে অবিশ্রাম। তোমার বলাইদাদা সরকার সর্দ্দার পোড় ভুমিতার, তোমার নীচে শ্রীদাম আর সুদাম গোঠে গিয়েছ ঘরে এসেছো, আনাগোনা যে লিখেছো, লিখতে আবেশ অমন কারু কি আছে। লিখে২ ওহে ত্রিভঙ্গ, কালি লেগে২ কালো অঙ্গ, খড়িপেতে২ তিনঠাঁই বেঁকেছে॥ তুমি যেমন কীর্ত্তিবন্ত; লেখাপড়ার মূর্ত্তিমন্ত; জানি কান্ত জানি আমারা সবা এক দিন রাধায় মানে; লেখাপড়া বিদ্যমানে, যৎকিঞ্চিৎ দেখেছি কেশব॥ ধোরে নাপ্তিনীর বেশ, মদনকুঞ্জে হয়ে প্রবেশ, কমলিনী কমলচরণে। অলক্ত পড়াতে শ্যাম, লিখেছিলে কৃষ্ণনাম; সে হাতের গুণ কি পাএর গুণ কে জানে॥ আবার জালখত করিলে হাতে, শুনে যে প্রাণ কষায় জ্বালাতে, আমরাই মাত্র জানে প্রাণ পাই বন্দি হয়ে তোমারি জালে, ঘুরে মরিছি জঞ্জালে, তোমার উপর জাল করার কায নাই॥ যদি মোর করে কও: পয়ে গোরু মানিনে ও সব খত পত্র; কিসের লেখা লেখাতে ইকি

হয়। ও কথা রবেনা সখা, আর কারু নয় তোমারি লেখা, যা লিখেছ খণ্ডিবার নয়॥ তোমারি লেখারদায়, সংসারের সমুদায়, জীবের হয়েছে ভোগাভোগ। কারুহচ্ছেপঞ্চাম্বৃত, কেউ হচ্ছেন জীবন্মৃত, অন্নাভাবে সদা প্রাণ বিয়োগ তবলেখাতে গোবিন্দ, শুক্রাচার্য্য হন অন্ধ, ইন্দ্রের অঙ্গেতে জন্ম যোনি। হরিশ্চন্দ্র বরাহ পালে, নলরাজার অশ্বপালে, তোমার লেখাতে চিন্তামণি॥ দান দিয়ে বন্ধন বলি, মানের হলো শূলি, বশিষ্ঠের শত পুত্র নিধন। কুলকন্যা ব্রজে বঞ্চিত, আমাদের হে এদুর্গতি, ওহে কৃষ্ণ তোমারি লিখন।

রাগিণী অহং। তাল একতালা।

গীত। এযমুনা পারে, কে আনিতে পারে, আমরা কুলের কুলবালা। কি নব তুমই বাধ সেধেছো, অবলারবধেছো; কপালেলিখেছো নিচ্ছেদজালা। তোমার লিখন মাত্র, কারু স্বর্ণছত্র, কারুশিরে-বক্ত দেখতে কাঁদা। ঘটে যা দিয়েছো নিলে, কারু অট্টালিকে; কারুপক্ষে এখো বৃক্ষের তলা॥ তুমি লিখেছ ত্রিভঙ্গ সেই ত্রিভঙ্গ সাঙ্গ হলো তোমার সঙ্গেলেখা। তোমার খেলার আলি, তোমারত বামে বসি, কুব্জা কংসের দাসী হয় কোথা॥ রাজকন্যা কমলিনী, সে হয় কাঙ্গালিনী, যাঁহারতরে ছিলো যার কণ্ঠমালা॥

যদি বলহে ব্রজেস্বামি, না হয়খত লিখেছি আমি, লেখার ভোগে নিজে আমি ভোগিনে। লিখি জীবের ভাগ্যে যে লিখন, খণ্ডিবে না তা কখন, কর্ম্মভোগ ভুগবে জীবগণে। সেটা মিথ্যে হেথা নাই, কর্ম্মভোগ যে তোমার নাই, ভোগায় তুলনে ভগবান। প্রত্যেক্ষেতে দেখছি ভোগ, ভাগ দেখে মোর প্রাণ বিয়োগ এভোগ তোমার কোন বিধি ভগবান্ কুব্জা কংসের দাসী, এর নিমিত্তে মন উদাসী; একিহে লোক হাসাহাসি তব। বামেবসিয়ে সিংহাসনে, রহস্য উহারি সনে, একপালের ভোগ নয় মাধব॥ তুমি হয়েছহেবংশীধর

রাহুগ্রস্ত শশধর, দুখেদেখে বিদরে আমার বুক। দিয়েছে নীলরত্ন মালা; কালামুখির কণ্ঠে কালা, কালাচাঁদ তোমার কালামুখ॥ তুমি কোন রাজ্যে ছিলেধনী; তোমাররাণী সে কোনধনী, যে ধনির নামেতে বংশীধান॥ রূপেতে হয়ে যামিনী, কামনার ধন যে কামিনী, শোভে যেন মেঘে সৌদামিনী॥ শ্রীহরিতার শ্রীহরি; গোকুলে করে শ্রীহরি, ছিছি হরি মজিলে কার সনে। কোথা দ্বিজ রাজ অতি ভদ্র, একবারে কে নমশুদ্র; এতক্ষুদ্রে হৈলে কি কারণে॥ বামভাগে যা দেখি শ্যাম, ও তোমার বিধিবাম এমন রূপের নারী কি পাওয়া যায়। রূপ দেখে বিশ্বরূপি, লজ্জায় লুকায় রূপী; দেখে ভেক ভেকিয়ে যায়॥ নাক দেখে লুকায় পেঁচা, নয়নের দেখেখাঁচা; বিড়াল বিড়লে কান্দে বোসে; ধনীর ম্বল শ্রবণ করি, গাধা হলোঃ দেশান্তরি, মেঘের সঙ্গেতে ধসা মেঘে॥ দুটিকান দেখে কানাই; হাতির খাতির নাই, বানরে লুকায় মনোদুঃখে। জোনাই কারতে মোর, চরণ দেখে মাণিকজোড়, উড়েগেয়েছে উড়ের মুল্লুকে॥ কিবা অঙ্গের হাবভাব, পেটে পিঠে একটা ভাব, এই ভাবে কি এত ভাব ঘটে। দেখে ভাবশুদ্ধ ভাব, একি ভাবের প্রাদুর্ভাব, ভাবদেখে যে ভাব ভক্তি চটে॥ ওহে রাখাল জানা ভাব, এনয় তোমার ভদ্রভাব, যেমন উপর ভাব হয়েছে। তোমারে দুঃখের ভাগি, করেছে নাথ এই অভাগী, এ আবার কপালের ভোগ নয় হে॥

রাগিণী আলিয়া। তাল কয়ালি।

গীত। এমন কপাল লিখন তোমার হে কানাই,
করবে কি সাধ্যনাই, লোহায় জড়িত হেম, চাঁদের
সঙ্গে রাহুর প্রেম, শ্যামাঙ্গে কুব্জা মিশেছে তাই
এই কি তোমার কুবুজা সুন্দরী হে, এনিন্দে রূপসী
অঞ্জনাকে ধরিহে, বড়াই বরং রূপের মাধুরি হে,
এইকি তোমার করে মনচুরি হে, পৃষ্ঠেকুঁজ দৃষ্টকরে
[illegible] ॥

আর এককথা কর শ্রবণ, ত্যজে মধুর বৃন্দাবন, মনে করে ছোহয়েছি ভাগ্যবন্ত। তুমিকাঙ্গালের শিরে মনি, হয়েছোহে চিন্তামণি; ভাবতো কিছু বোঝনাই তদন্ত। রাজার মনরাজ লক্ষ্মী, লক্ষ্মীই রাজার উপলক্ষি, মন ইক ধরেছে গুণধাম ঘর নাই তার উত্তরদ্বারি, ভূমিনাই তার জামিদারি, বিদ্যা নাই তার ভট্টাচার্য্য নাম।। মাথা নাই তার মাথা ধরে, ভক্তি নাই যার ঘরে, মুক্তপুরুষ নাম তার কিরূপ। ঘরেতে নাহিক অন্ন, তার নাম যে দাতাকর্ণ, সেই রূপ তোমার কে বিশ্বরূপ।। যার মূলমন্ত্র মনে নাই, সেজন কিসে জানাই, সিদ্ধপুরুষ নাম ধরে ধরায়। লক্ষ্মী হত হয়ে গোপাল, নাম ধর যে মহীপাল, কিদেখে মহিমে লোকে গায়।। লক্ষ্মী গেলিই বুদ্ধি যায়, নাম যায় ধর্ম্ম বেড়ায়, কুবুজায় কেননকে পিরীতি। তুমি রাজা ছিলে গোকুলে হরি, রাণী রাই রাজ রাজেশ্বরী, প্রজা ছিলেন প্রজাপতি প্রভৃতি।। মথুরায় সে অধিকার, এ কেবল মনবিকার, যে মন স্বপ্নে রাজা আপনাকে জানয়ে। যেমন মাদক দ্রব্য কোরে ভোজন, মনেং হয়ে রাজন, আপ্নি হাসে আপ্নি নাচে গায়।। তুমি সেই ভূপতি মথুরায়, হয়েছোহে শ্যামরায়, দুঃখেতে ভেবেছো সুখভোগী তুমি দুঃখির হয়েছো শেষ, সবে জেনেছো সবিশেষ, বায়ুগ্রস্থ বোঝোনা নিজ রোগ।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল পোস্তা।।

গীত। ঘরে নাইলক্ষ্মী তুমি দুঃখি হে নাথ কিসের দুঃখি। হরের আরাধ্য ধন রাই হরিয়েছোহে পদ্মআঁখি।। সদিকও চিন্তামণি; লক্ষ্মী মোর কুব্জাধনঃ ধনী লোকে কয় ভেকবদনী, তুমিই বল পদ্মমুখী। যদি তুমিই বল পদ্মমুখী।।

এইকি তব বৈভব ঘরে লক্ষ্মী কৈ তব। তব দুঃখে পশু পক্ষি কান্দে লক্ষ্মীবল্লভ।। হর রাধ্য রাই লক্ষ্মী হারিয়েছো হে মাধব, যদি বলহে গুণমণি,

লক্ষ্মী আমার কুজ্জা ধনীঃ জগতে বলে ভেকবদনী
তুমি পদ্মমুখী ভাব ॥

ওহে পক্ষিনাথ নাথোঃ দেখে তোমায় লক্ষ্মীহত ধরেছি তোমারে পরম দুঃখি। তুমি যদি বল কানাই, লক্ষ্মীরতো হাত পা নাই, পুরুষের সস্তু মটাই লক্ষ্মী ॥ তোমার এ যে সম্ভ্রম; মনহয় মনের ভ্রম, অভ্রম হয়েছো ত্রিভুবনেঃ মথুরাতে কয়েক জন, রাজন বোলে পূজন, করে মাত্র আরমানেকোন জনে ॥ এই মথুরার রাজবেশ, হৃদয় মাঝে প্রবেশ, হয়না কারুনয়না স্মরণাদি ইন্দ্র আদি দিকপাল, এরূপ ভজেনা গোপাল, বিধি এক পাকরেছেন অবিধি ॥ সুরকিনরকিন্নর বসুজাদি বৈশ্যানর, এরূপে বিরূপ ত্রিভুবন। শশধর কি অধর, লয় কর্ত্তা গঙ্গাধর, লয়না কেহ এরূপে স্মরণ ॥ পৃথিবী তে সব দেবালয়, এভাব তোমার কেবালয়, বৃজেরবাটী প্রকাশ করে জানি। যশোদা সাজাতে অঙ্গ, সেই সাধকের সাধনের অঙ্গ, অনঙ্গ মোহন অঙ্গখানি ॥ সেই যে ত্রিভঙ্গ ভাব, সেই ভাবে সবারি ভাব, ভেবে ভব রয়েছেন ভুলে। বৃহ্মাদি যাহার প্রজা, সেজন কেমন রাজা, অতেব তুমিরাজা অতেব তুমি রাজা ছিলে কোকলে অন্তরে বুঝানাই। অন্ত হয়েছে তোমায় সর্ব্বস্বান্ত, ভ্রান্ত কান্ত কান্ত জ্ঞান্ত তোমার নাই। শুনে কথা কৃষ্ণকন; একথা নহেচিকণ একি অপরূপ শুন্তে পাই। বৃজে যারে করেছো দৃষ্ট, আমি মথুরায় সেই কৃষ্ণ, বৃজে ছিলে জগতের ইষ্ট, মানভ্রষ্ট হলো স্থানদোষে যেমন ভগিরথখাদে থাকিলে বারি, সেই বারি পাপ নি-বারি, গঙ্গা বোলে পূজে সুরাসুরে। কপ মধ্যে সেই জল, প্রবেশিলে কি থাকে বল; অসীমে মহিমে যায় দূরে। যদি কুস্থানে তুলসীবৃক্ষ, থাকেহে পুণ্ডরী কাক্ষ, সে তুলসীকে তোলে ভূতলে। ডোমেরবাড়িধর্ম্মরাজ, থাকেন যখন হেবৃজ রাজ, দ্বিজ গোপ্রণাম করেনা সেকালে॥ যবনালয়েথাকিলে ঘৃত, লয়ে কে করে যজ্ঞ বৃত, গব্য কেবল গোপ গৃহে গ্রাহ্য যদি কুল কন্যা যুবতীকে, নিপিতে কেউ সমানে দেখ। সে

নারী পতির কয় ত্যজ্য ॥ যার চোরের সঙ্গে কুটুম্বিতে সদা যায় চোরের বাড়িতে, সাধু হয়ে পড়েন বন্দিশালে। সেই কৃষ্ণ বট তুমি, ত্যজেরাধার কুঞ্জভূমি, স্থানদোষে নাথ অপবিত্র হলে। বিশেষ তোমারএই রাজবেশ, এবেশে জগতের দ্বেষ, কোন দোষে কেউ উপদেশনয়। রাজ আভরণ রাজছত্র, রাজ বসনে ঢাকা গাত্র, দেখে হয়না প্রেমের উদয় ॥ এরূপে মজলোনা মন, ওহে মন্মথ মোহন, মন হলো মোর শতমোন ভারি। বিকিয়েছিলাম বিনিমূলে, কি রূপ কদম্ব মূলে, দেখিয়ে ছিলে ওহে বংশীধারী ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল কয়ালি।

গীত। প্রেমের উদয় করেনা বিনে ব্রজের রূপ। ব্রজনাথ কৈস্বরূপ, সেই যে নীল জলধর, দ্বিভুজ মুরলি ধর, গঙ্গাধর ভাব্য যে রূপ অপরূপ ॥ অলকা তিলকযুক্ত কারহে, যে মল চিহ্নগুলে নাথ সমূল লুকায়হে, জীবেরগমন স্বর্গাদি ঘুকায়হে ভক্তের হাটে যে রূপ বিকায়হে। রাজ সিংহাসনোপরি আছ রাজভূষণ পরি, এনয় সুরূপ ওহে বিশ্বরূপ

বৃন্দে কন পদ্মনেত্র, জানিনাই আমি শতপত্র, ছলমাত্র জেনো সমুদাই। বল্যামু কত রসভাবে, পাশকথা তোমার পাশে, সব তত্ত্বজানাই কানাই ॥ রাধার প্রতিজ্ঞা বলবন্ত, দেহ করিবেন পরিবন্ত, বোসে আছে চিতা সজ্জা করি। শুনে তাঁর বন্ধুবান্ধব, ব্রজে সব গেছে মাধব, তোমায়আন্তে পাঠালেন কিশোরী ॥ কথাটা নাথাটা কয়গ্রহ, ধনাদি রাধার সংগ্রহ, যে কিছু আছেহে ভগবান। যে ধনের সেই পাত্র লিখে ইচ্ছা দানপত্র, নিদানকালে দিতেছেনদান ॥ বিদ্যা নিলেন সরস্বতী, বুদ্ধি নিলেন বৃহস্পতি, ধরাকে দিয়াছেন ধৈর্য্য শক্তি। কেবল, নিজ সঙ্গে মান যাবে, জ্ঞানদিয়েছেন শুকদেবেঃ নারদকে দিয়েছেন কৃষ্ণভক্তি ॥ নয়নে এসেছি দেখে, নয়নের ভঙ্গি রাধিকে, হরিণীকে দিয়েছেন হে হরি গমনের গৌরবের অংশ, কিছু পেয়েছো রাজহংস, কিছু

দিয়েছেন করিকে কৃপা করি ॥ কণ্ঠের মধুর ধ্বনি, কোকিলকে দিয়েছেন ধনী, শতদলকে দিয়েছেন সৌরভ ; চন্দ্রকে অঙ্গে রজ্যোতি, দিয়েছেন গুণবতী, গণপতিকে দিয়েছন গৌরব কোটিদেশের কোটি ব্যাঙ্কে, সিংহকে দিয়েছেন ভিক্ষে; প্রতাপ দিয়েছেন দিবাকরে। যে ধন অতি প্রশংসার, শুন ওহে সারাৎসার, সার ধন দিয়েছেন তোমার তরে ।

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

গীত। চল চল চঞ্চল পদে নাথো চলহে বৃন্দাবনে, বিতরণ করে প্যারি নিধনকালে আর অন্য ধন, ওহে কৃষ্ণধন কিবল জীবন রেখেছে তোমার জন্যে চল চল ওহে জীবন রাধার, একবার সে যমুনা জীবন পার, জীবনের জীবন কান্তে, জীবনান্তে ডেকেছে রাজার কন্যে ॥

চল২ কালোবরণ, কাল বিলম্ব কি কারণ, অ নিত্য কথায় কোরে রঙ্গ। ওহে পঙ্কজাঁখি বঙ্ক, তোমারি লভ্যের অঙ্ক, জলে জল বাধিল জলদাঙ্ক ॥ যখন ধনভাগ্য পায় পুরুষে, পায় পায় ধন পায় সে বোসে, কোথাকার ধন কোথা এসে পড়ে। কপালের বশ হয়ে বিধি, বিধিমত করিয়া নিধি, এনে দেন আপনি মাথায় কোরে ॥ ধন হয়না অন্বেষণে, ধন হয়না অধ্যায়নে, ধন২ করিলে ধন কি ঘটে। পণ্ডিতের উপবাস, মূর্খের অট্টালিকায় বাস, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ধন বটে ॥ তুমি হে গোকুলেশ্বর, ব্রজে দ্বাদশ বৎসর, রাহুর দশায় কত ভোগ ভুগিলে। এখনহে কুব্জাপতি, একাদশ বৃহস্পতি, এদশা কেবল দশার কালে ॥ নৈলে তুমি যারে কর্ল্লে নিধন; সে চায় তোমায় দিতে ধন, একি ধনভাগ্য গুণমণি। চলো একবার বৃন্দাবন, এখনি এসো কতক্ষণ, রাণীকে সুধাও কি বলেন বা উনি ॥ কি হয় উহার মতি, হয় কি না হয় অনুমতি; কি জানি নাথ তোমারি বা কি মতি। না দেখে যদি কুব্জায়, তিল মধ্যে প্রাণ যায়, ও অঙ্গে যায় তাতেই বা কি ক্ষেতি ॥ আর কুব্জায় লয়ে ব্রজে

বাস, কর যদি হে পীতবাস, তবে যে উভয় পক্ষে রক্ষা হয়॥ যদি, বিবেচনা হয় বিহিত, রাধার জীবন ত্যাগ রহিত, আমি গিয়ে করিহে দয়াময়॥ হবে না হয় দুজনা নারী, রাখবে মন দুজানারি, রাধা তায় দিবেনা রাধা সতী। দেখে পুরুষের পরম দোষ, মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ, সতী ত্যাগ করে না নিজ পতি॥ যদি বলহে গুণমণি, অবলা অভিমানিনী কুব্জা আমার নূতন প্রিয়সী। কার সনে হবে ঐক্যতা, সবাই করিবে বিপক্ষতা, তোমারাতো রাধার কেনা দাসী কারসঙ্গে হবে ভাব, ওর সেখানে লোকাভাব, কান্দাবে সবে কুমন্ত্রণা করি। নবা বয়সের রসিকে, প্রাণতুল্য প্রিয়সীকে, নিরানন্দে ভাসাইতে নারি॥ তা ভেবোনা গুণধাম তোমারিতো সে ব্রজধাম, সবাই তারা তুমি তথাকার চান্দ্র তুমি দিবে চাঁদ যার করে, তায় কে নিরানন্দ করে, বাম যারে শ্যাম সেইতো নিরানন্দ॥

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

গীত। কুবুজা প্রাণের প্রিয়সী, কান্দিবে কেন
কালো শশি, তার কি নিরানন্দ থাকে গোবিন্দ
যার হৃদয় বাসী। মিলিয়ে দিব বৃন্দাবনে, যত এক
বয়েসী নারী সনে, জটিলের মা সৈ হবে ওর বড়াই
হবে দেখনহাসি॥

কাব্য শুনি কমলাক্ষ, বৃন্দের কহেন বাক্য, নারি সৈ দুখ নারি স্বীকার কোর্ত্তে। চরণ দিলে দুই তরিতে, কেমন বিপাদ হয় তরিতে, তরঙ্গে তাহারে হয় মোর্ত্তে॥ দুই গুরু সমহদোষ, উভয়ে সদা অসন্তোষ, দুইব্যবস্থায় ক্রিয়া হয় মন্দ। দুই রাজার হইলে গ্রাম, প্রজার কষ্ট অবিশ্রাম, দুদলি গ্রামেতে সদাই দ্বন্দ্ব॥ অশেষ যন্ত্রণা ভোগে, দুই সন্তান এক যোগে, জন্মে যদি পোয়াতির উদরে। দুই মনেতে নাই মুক্তি, এক মুখেতে দুই উক্তি, কোলে তারে রাজা দণ্ড করে॥ দুই ধর্ম্ম আচরণে, গতি পায়না কোন জনে।

ভুলে হারায় দুপথগামি। দুই বৈদ্য গেলে ঘরে, যুক্তি কত্তেই রোগী মরে, দুই নারীতে মত করিনে আমি ॥ বৃন্দে বলে প্রাণাধিক, তোমারে অধিক ধিক, স্ত্রীরত্ন তুলনা রত্ন আছে কি দয়াময়। তোমার দুইনারী নাই প্রবৃত্তি, রসিক হলে খেদ নিবৃত্তি; শত স্ত্রী হইলে নাহি হয় ॥ দশ হাজার রমণী সঙ্গে দশানন বঞ্চিল রঙ্গে, কুন্তী মাদ্রি পাণ্ডুর দুই নারী। অদিতি রুদ্র বনিতা, সঙ্গে করি তিন বনিতা, কশ্যাপ আছেন বংশীধারি ॥ অগ্নি আছেন শিতল সদা, দুই ভার্য্যে স্বহা স্বধা, সঙ্গে রসরঙ্গে অবিশ্রাম। লইয়ে সাতাশ ভার্য্যে, চন্দ্র আছেন সৌভার্য্যে, একং ভার্য্যের গুণ শুনহে শ্যাম ॥ ভরণী ঘরে, কত কষ্ট দেন দেন নরে, জগতে জ্বালায় যার জলে। আর তার আদ্রা ধনী, প্রাণিগণের মহাপ্রাণি, টানাটানি কয়েন জ্বরের কালে ॥ যে জন চলে মঘায়, রাখে কিম্বা মগে খায়, মঘায় ভোগায় নানা ভোগে। ভুগা বলে দিলে সাড়া, মানেন না উত্তরাষাঢ়া, উত্তরা তাঁর যাত্রায় কি রোগে ॥ বিশাখা মাগি বিষে ভরা, বিষাধ ঘটায় ত্বরা, বিড়ম্বনা করে বিবিধ কার্য্যে। এরা চাঁদেতে নাগায় গ্রহণ, চাঁদকে করায় চন্দ্রায়ণ, তবু চাঁদের কত মন, লইয়ে পাপিনী নটা ভার্য্যে। দুই ভার্য্যে শিবের শ্যাম, তরঙ্গিনী এক জনার নাম, এক জনার নাম করালবদনী কালী। তোমার এই যে দুই নারী যেমন কজ্জ্বল তেমন প্যারি; এরা মাটীর মেয়ে খাঁটী সোণাতে তৌলি ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কয়ালি।

গীত। কি রমণী মহাকালের ঘরে। অসীখণ্ড বামা য় বামকরে; পরবাসে স্ববাসে কি কানন বাসে; লাজ নাহি বাসে বামা ত্রৈরাগিরে বাসে; কীর্ত্তি বাজের হৃদে বাস করে ॥ শিরে তরঙ্গিণীর কত তরঙ্গ; তাঁর শিবের রসরঙ্গ; স্বপত্নি সহিত দ্বন্দ; নিরখিয়ে সদানন্দ ভাসিছেন সদানন্দ সাগরে ॥

কৃষ্ণ কহিছেন শেষ, সখি হে শুন সবিশেষ, মধুর বৃন্দাবন ত্যজ্য করি। এক পদ নাহি গমন, করিতে কংস দমন, অংশ রূপে এলাম কংসপুরী॥ আমি গোলোকে পরিহরি গোকুলে এসে বিহরি, গো, ক আমার গোলোকের স্বরূপা। কমলিনী কমলাক্ষি, তিনি গোলোকের লক্ষ্মী, এক অঙ্গ বিচ্ছেদ কিরূপ॥ তোমরা সঙ্গিনী রাধার, সেই গোলোকের পরিবার, সেই বিরজা এখন যমুনা। স্বপনে বিচ্ছেদ, দেখি, মথুরায় এসেছ সখী, বিধির বিপাকে বিড়ম্বনা॥ নাই ব্রজে প্রমাদ বৃন্দে, দেখগে সবে প্রেমানন্দে, শুনে বৃন্দে শ্রীমুখের উক্তি। ভেবেছিল নৈরাকার, দেখছিল সাকার, অমনি জন্মিল দেহে শক্তি॥ শোক সন্তাপ পাসরে, প্রণমিয়া যজ্ঞেশ্বরে, সত্বরে উত্তরে বৃন্দাবনে। দেখে গোকুলে সেই উৎসব, রাখাল সঙ্গে সেই কেশব, সেই গোধন লইয়ে গোবর্দ্ধনে॥ সেই কুসুমের সৌরভ, সেই গোপীকার গৌরব, সেই মধুর রব কোর্চ্ছে কোকিলে। পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ, লোকে যেমন বিস্মরণ, তেমনি বৃন্দে গেল বিচ্ছেদ ভুলে॥ রাই কোথা বোলে সুধায়, দেখিতে রাধায় ধায়, উপনীতা মদন কুঞ্জবনে। দান বারি দুঃখ নিবারি, দেখে নিবারি দেখে বৃন্দের বহে বারি, অনিবারি যুগল নয়নে॥

গীত মিলন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কয়ালি।

গীত। কি শোভা কমলিনী শ্যাম সনে যেন
সৌদামিনী জড়িত ঘনে॥ দেখে রজনী বাসরে
ভৃঙ্গডাকে ব্রজেশ্বরে, পাদ ঘুমাইয়ে গুণ গুণ স্বরে,
হেরে যুগল রূপ কিশোরী কিশোরে, কোকিল
পঞ্চমস্বরে ডাকে স্বঘনে॥

মাথুর পাঁচালী সমাপ্ত।

শরণং।

রাবণবধ নামক পাঁচালী ॥

মহীরাবণ পাতালে মরে শুনে মোহিত যত অমরে, শোকে মহীতে পড়ে দশানন। দংশে যেন বিষধর, কপালে হানে বিশ কর; বিশ নয়নে ধারা বরিষণ ॥ সুধিয়ে যুক্তি শুকসারনে, স্বয়ং সাজিতে রণে, সৈন্যগণে কন লঙ্কাস্বামি সহেনা শোক অবিরাম, আজি রণে সে ভৃগুরাম দণ্ডির দণ্ডিব প্রাণ আমি ॥ হুহুঙ্কার ঘন২, যেন প্রলয়ের ঘন; প্রলয়কর্ত্তা আদি প্রলয়গণে। টলমল করে ক্ষিতি, অনন্ত প্রভৃতি ভীতি; প্রাণান্ত বাসিছে ত্রিভুবনে ॥ বহিদ্বার বহির্ভূত হয়ে রণসজ্জিভূত, গর্জ্জিয়ে চলেন মহাবীর্য্য। রাজার প্রধানা সুন্দরী, যেনে মন্দ মন্দোদরি, অন্তঃপুরে অন্তর অধৈর্য্য হয়ে বিগলিত কেশী, দ্রুত আসি লঙ্কেশী; ভাসি চক্ষুজলে রাণী বলে চিনোনা রাম চিন্তামণি, অন্ধ যেমন চিন্তে মণি, পরে না পাইয়ে করতলে ॥ জ্ঞান শক্তি হারাইয়ে, হরির শক্তি হরিয়ে, শক্তিকোপে সকল শক্তিময়। রেখে শক্তি অশোকবনে, পেলে কত শোক অসুক মনে, তবু নাই জ্ঞান হৃদয়ে উদয় ॥ জনক যার জনক, পতি যার জগজনক, [illegible] জনক যারে ভজে। কোনবস্তু জানকী, তুমি তার [illegible]নকি, জানলে কি সোণার লঙ্কা মজে ॥ আবার তারকব্রহ্ম তারকান্ত, যে রাম করে তাড়কান্ত, নরকান্ত করে যে গুণমণি। তুমি তার সনে কি করিবা রণ, ওহে মহারাজ করি বারণ, কোরোনা নাথ আমায় অনাথিনী ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

গীত। নাথ রাম কি বস্তু সাধারণ, ভূভার হরিতে
অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ, তার সনে কি
তোমার রণ সাজে ছি ছি রণ সাজে কি কারণ ॥
যে রামপদ পুজেন ব্রহ্মা তুলসীতে, আনিলে তাঁর

সীতে. বংশ দিয়াশিতে, কাটিলে সুখের বৃক্ষ হায়
কর্ম্মাশতে. মা শুন কার বচন। একবার মরণ
মনে দেখলেনাকে চিতে, তোমারে কোপাতে,
শ্রীরাম জগতপিতে, [illegible] নাতাজাতে, কোপিতে
সেই কারে কোপাতে গান করণ।।

রাবণ বলে সুন্দরী, বুঝালে আমাকে [illegible], আর বলো না মন্দোদরী, সেতে নারি চিতে. তুমি [illegible] কি করছ, এবে আমার বুদ্ধি [illegible], হৃৎকম্প [illegible], [illegible] পড়াইতে।। শুন, পুরাতে শিবপুত্র দিগম্বর, ইন্দ্র [illegible] নাথকে নারী দেন, উর্দ্ধশাকে নৃত্য করে, শিক্ষা দিতে [illegible] শিবকে এনে শাখাতে [illegible], ধর্ম্মবুদ্ধিতে সুসংযোগ, [illegible] দিতে ভক্তি যোগ. জ্ঞান [illegible]যোগ [illegible]।। [illegible] আমাকে সৌজন্য, [illegible] জন্য, [illegible] রাগ [illegible] বল পাইয়াছি। [illegible] হবে. [illegible] নাশ, [illegible] প্রকাশ, সেই [illegible] শ্রীনিবাস. লঙ্কার [illegible] এক নিবেদন কেবল অপরাধের ভোগ, [illegible] অতিত দুঃখভোগ, বৈকুণ্ঠপুরী। প্রভুর দ্বারি জয় বিজয় দুজনে মোরা দিগ্বিজয়, আ[illegible] [illegible] সুপ্রাপণ, [illegible] বরং লঙ্কায় এসে [illegible] হই, ব্রহ্মার কাছে বর লই, [illegible] কার্যে কই, মোরে আছি [illegible]। আমরা ব্রহ্মাকে কি বলে তো-ত্তাম, ব্রহ্মাণ্ড তুষ্ট কোত্তাম, ব্রহ্মাকে বর দিতে পাত্তাম, ব্রহ্মবস্তুর বলে।। [illegible] শুনে [illegible], [illegible] যায়, রাবণ রণসজ্জায়, যার সখা শ্রীপতি। [illegible] ভগবান, ধনুর্গুণে যুড়ি বাণ, [illegible], [illegible] প্রভৃতি।। রাবণ বলে রাম কথা শোন, [illegible] তোর হাতে পাথাসন, কতদিন তোবে বাসি। [illegible] বাকল নাই বসন, বনের ফল মূল অশন, [illegible] হুতাশন, জন্য জীর্ণ কলি। মুকুট নাই তোর জটা। ভূষণ [illegible] তোরে শাসন, ইচ্ছা [illegible] বিনাশন, [illegible]।

তোর শমন ভবন দরশন, কামনাইরে পীতবসন, প্রাণ বাঁচবার অন্বেষণ, দেখে দিলাম তোর বলে ॥ তখন রাক্ষস কর্কশ বাক্য, ক্রোধে হয়ে লোহিতাক্ষ; বিবিধ শর শর লক্ষ্য ছাড়েন লঙ্কেশ্বরে। হেতু শত্রু প্রাণ হরণ, যত হানেন নীল বরণ, বাণেতে বাণ নিবারণ, দশানন করে ॥ মহক্রোধে অর্দ্ধচন্দ্র, ছাড়িলেন রামচন্দ্র, জ্যোতি যেন সূর্য্য চন্দ্র, গগণে বাণ চলে। অনিবার্য্য অতি প্রচণ্ড, কাটিল রাবণ তুণ্ড, বিচ্ছেদ হয়ে একখণ্ড, পড়িল ভূতলে ॥ আবার উঠে মুণ্ড ন্যাগিল শীর, বোলেকান্ত যোড়ধীর, ক্রোধে গোলোকবিহারী, সেই বাণ খায় পুন। কেটে মুণ্ড ফেলে ধরায়; ধরায় পোড়ে ত্বরায়, উঠে মুণ্ড পুনরায়, কি বলে তাজ্জব ॥

রাগিণী সুরট। তাল ঝাঁপতাল।

গীত। বঞ্চিত কোরোনা কৃষ্ণ কিঞ্চিত করুণা
শিব ভবতব করুণা বিনে ভবে আর কত আসিব
বিনে করুণা উদ্ধবো, কতদিন বলহে ভব; কর্ণবিহীন হয়ে ভব, জলধি জলে ভাসিবো। ওঃহ শঙ্কট বিনাশী, কবে বিলাবে করুণাশী, যারাবাদী জজরে আশী চজনে কবে নাশিব ॥ দাশরথির বাসনা যোগী, যবে হব জীবন ত্যাগী, হবে মোক্ষ ফল ভোগী; ভাগিরথিতে ভাসিবো ॥

ভেবে আকুল চিন্তামণি, বিভীষণ কহেন অমনি, গুণমণি চিন্তা কিসের তরে। অস্ত্র শুন ভগবান রাবণ অন্তক বাণ আছে রাবণের অন্তঃপুরে ॥ কহেন ভুবনেশ্বর রাবণের ভুবনে শর কার শক্তি আনে কোন জনে। প্রণাম করি হনুমান দাঁড়ায়ে কয় বিদ্যমান আমি আনিব শ্রীচরণের গুণে ॥

কিসের জন্য চিন্তামণি করহে অনাথ নাথো। যোগিন্দ্র জয়ী তোমায় জপে জানিহে জগন্নাথ তাতো ॥ আজ্ঞা দিলে ধোরে আনি কেবা গঙ্গাধরে ধরে। গগণে উঠিয়া আনি বান্ধিয়া সুধাকরে ॥ বলযদি বলকোরে আনি দেবতাগণে। শমন দমন তোমার বলে মানিনে শমনে মনে ॥

আজ্ঞা দেওতো এখনি আমি ব্রহ্মার মান হরি হরি। যমের জননীকে এনে তব পায় কিঙ্করি করি॥ কটাক্ষে নির্ব্বংশ করি সুরাসুর কিন্নরে। গণ্ডুষে পানকরি হরি ধরি রত্নাকরে॥ তুমি আজ্ঞা দিলে রাম আমি ব্রহ্মাণি মানি। কৈলাস ভাঙ্গিয়া আনি শুনিনে ভবানী বাণী॥ বরুণকে ডুবাই জলে বেন্ধে রাখি পবনে বনে। জয় জয় রাম বোলে আমি সদা জয়ী মরণে রণে॥

এইরূপ ভক্তি ভারতি, বলিয়ে চলে মারুতি, রামের আরতি শিরে ধরি। গিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে, ভাবিছে বীর অন্তরে এরূপে কিরূপে প্রবেশ করি॥ বৃদ্ধ এক দ্বিজবর, জীর্ণ তনুক লেবর, মূর্ত্তি হইলেন বায়ুপুত্র। মুখেবাণী সর্ব্বমঙ্গলে, কুশাসন খানি বগলে; নয়ন গলে গলে যজ্ঞসূত্র॥ করে শঠের প্রধান, রাণী সন্নিধানে ধান, দুর্ব্বা ধান কর মধ্যে করি। গিয়া অন্তপুরে দ্বারে, ডাকেন রাবণ প্রমদারে, কোথা গো মা রাণী মন্দোদরী॥ দ্বারে দ্বিজ দেখ্যে পায়, রাণীগো প্রণাম করে পায়, মানসে আশীষ কোরে কয় অমনি; শীঘ্র স্বামীর মাথা খাও, দীর্ঘকাল দুঃখ দাও, সেটা আর কর্ত্তব্য নয়লো ধনী॥ তোরপতি এক গুপ্তকথা, বোলে আমারে পাঠায় হেথা, অদ্যরণে দেখে অপারসিন্ধু। বড় অনুরোধ সেই, এলাম রামদাস শর্ম্মা, নাম আমি তোর পতির পরম বন্ধু॥ আমার মায়ে জানে বিশ্ব; শ্রীরাম শিরোমণির শিষ্য লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের ছাত্র। লবণ সমুদ্র পারে ভবন, বীর নগরে পবন, বিদ্যাধরের আমি পুত্র॥ আমরা পুরুষানু ক্রমে, বদ্ধ রাবণের প্রেমে; বিপদকালে স্বস্ত্যয়নে হই ব্রতি। নাই অন্য ব্যবহার; ফল মূল করি আহার, তাইতে ভক্তি করে তোর পতি। নাপীতে ছুইনে তৈল মাখিনে, চারি চাল বেন্ধে থাকিনে, যেনে ধার্ম্মিক মোরে বড় বিশ্বাস কানেকানে নিকষাকুমার, বল্যে মৃত্যু শরটী আমার, অন্ত পুরে পূজেএসো রামদাস॥ কোথা আছে দাও দেখিয়ে শর শরমধ্যে মহেশ্বর, পূজা করিব বলম্ব না সহে। নহে বিশ্বাস

রাণীর তায়, বলে জানিনে বাণ কোথায়, শুনে দ্বিজ উগ্র করি কহে॥

রাগিণী সুরট। তাল একতালা।

গীত। বাঁচাবো তোর প্রাণেশ্বরে; আজি বানরে, পূজিয়ে তার মৃত্যুশরে, শরল হয়ে বল শর কোথা রয় নৈলে হও বিধবা রামের শরে। সাধন কোর্লে নিধন শরে, যদ্যপি কুবুদ্ধি শরে, তোর পতি ভেই কনক পুরেশ্বর, যদি রাম প্রতি রাগ পাশরে॥ লঙ্কাতে তোর নাই দোষরো, লক্ষসুত প্রাণে শোশ রয় না লয়ে শরণ রাম শরে হারায় সবজীবন এই বৎসরে দিজে তত্ত্ব পতিরহানি, না দিলে পতির পরাণি যায় বা॥

রাণী ভাবিয়ে অন্তরে। যা করেন ভগবান, স্তম্ভ মধ্যে আছে বাণ, সন্ধান দিলেন দ্বিজবরে॥ নিরাখি স্ফটিকস্তম্ভ, অমি করি অবিলম্ব, পদাঘাতে ভাঙ্গেন হনুমান। বাণটি করি বগলে, মুখে বলে জয় বগলে, কোর্লে মাগো কল্যাণী কল্যাণ॥ হাসি কি ধরে অধরে, অমি নিজ মূর্ত্তি ধরে, প্রাচীরে বৈসেন মহাবীর। হইলেন হনুমান, দশ যোজন আড়ে পরিমাণ, দীর্ঘে শত যোজন শরীর। ভেদ করিলব্রহ্ম কটা, লোম গুচ্ছো অঙ্গের কটা, লোম পরিমাণ হস্ত এক শত। দশযোজন লেঙ্গুড়ের ঘটা, তারি উপযুক্ত মোটা, যে লেঙ্গুড়ে গরুড় পান নাই পথ। কালান্তক যমাকৃতি, না কটি কিছু খর্ব্বাকৃতি, তবু হবে যোজন দেড়েক প্রায়। নাসার ছিদ্র দিয়া আছে পথ, পতাকা শুদ্ধা যায় রথ, মহাব্রহ্ম নিশ্বাসে উপরায়॥ দুটো হাত যোজন সাত, তার এক চড় চারি বজ্রাঘাত, চড়ের শব্দে কাঁপেন চড়াচর। অন্য কি ছার যার চাপড়ে, শমন দমন রাবণ পড়ে, মোলাম বেগে ধরাতলে ধড়ফড়॥ সেই মহাবল হনূমন্ত, প্রাচীরে বোসে দেখায় দন্ত; অন্তঃপুরে রাবণের স্ত্রীগণে। দেখে রাবণের ভার্য্যে সব, ভয়ে যেন জীয়ন্তে শব; হাহাকার হইল ভবনে

বিগলিত কুন্তলে কেউ পড়েছে ধরাতলে, ধরাধর হনুমান ধারা চক্ষে। দশ সহস্র সুন্দরী; গিরা যথা মন্দোদরী, কত মন্দ বলে মনদুঃখে॥ একনারী কন্যা শনির; নয়ন দুটি শনির; মণির বিচ্ছেদ যেমন ফণি। দুঃখের কথা আর এক দায়, ক্রন্দভাতি বোলতে যায়, বিধি বাম গো দিদি চন্দ্রাননী॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কয়ালি।

গীত। ওগো দিদি বিধি বিধবা করায়, প্রাণকান্তের প্রাপ্তি বাঁচান দায়। জ্বলায় রমণী মনিনবের সজ্জায় ঘরে গিয়ে ছলে, একি ঘরপোড়া ঘটালে, ঐ যে ঘর পোড়া বাণ লগ্নে যায়॥

আছে অতুল সম্পদ ভবে কার এমন, অশ্বপাল যার শমন, আজ্ঞাধরো শশধরো গাথেহারো পুরন্দর, সে আদর আজি আমাদের সব ফুরায়॥

এখন কুলভয় ছাড়যদি কুলপাবে, কুলরমণী সবে অনুকূল হয়ে হরি, অকুলে বিলাবেন তরি, ধরি গে সেই অকুল কাণ্ডারির পায়॥

নিরখি রামকিঙ্কর, সবে হানে কপালে কর, এক ধনী কয় যুক্তি মোর শোন। জিনে যদি কিন্নর নয়, তবুওটা জানি বানর, কাটি কোরে শরলেতে কতক্ষণ॥ কয়ো লোভ দেখিয়ে বুদ্ধিহত, টোপদিয়া মাছধরার মত, কথক গুলো কলা আনলো দিদি। ষষ্ঠী জগদম্বার, গুবড ভক্ত রম্ভার, তাই এক ভার শীঘ্র আনা বিধি॥ দেখাই বরং বর্ত্তমান, অষ্টাদশ বারো বর্ত্তমান, রম্ভা এনে তামাশা দেখ বোসে তত্ত্ব কথা যাবে ভুলে, খাবে মত্ত হয়ে বগলতুলে, মত্তো বাণ অমনি পাড়িবে খোসে॥ ও পাগল কলার লাগি, কলার জন্য গৃহত্যাগি, কদলী কাননে বাসকরে। কলাপে লে আর কিছু না চায়, কাঁচকলা গুলো কাঁচা খায়, মোক্ষ ফল ফেলে মোচা ফল ধরে॥ শুনে বলে আর এক নারী, কিসে প্রীতি ওর বুঝিতে নারি, কলা কিম্বা আম ভালো

বাসে। এসে এই লঙ্কা ভুবন, আগে কেঁদেছে হনুমান; কদ জীবন ছিলতো তার পাশে॥ শুন উহার এক প্রতিফল, সীতে ওরে পাঁচ আমফল, দিয়েছিলেন পাঁচজনার তরে ওপথে গিয়ে তার চারিটী খায়, শেষে রাখের ফলটী পানে চায়, পুনঃ পুনঃ জিহ্বায় জলসরে॥ হোলোনা লোভ সম্বরণ খেয়ে শেষ হয় মরণ, গলায় লেগে তলায় না ফল পেটে। যেমন কর্ম্ম তেমি দণ্ড, বিধি করেন নাই প্রাণদণ্ড, চারি দণ্ড মোরেছিলো যেন ফোট॥ তাইতে জানি আম ওর, লোভের নাহিক ওর, কিন্তু আশ্বিন মাসে আম আছে না আছে। একধনী কাহছে পরে, আছে গৌড়ে আম আমার ঘরে, দৌড়ে আনে হনুমানের কাছে॥ শেষে অনর্থের মূল নানা জাতির ফল মূল, আনে রমণী তত্ত্ব করিপাড়া। কেউ পকুস কেউবা কুল, বলে যদি দেয় কুল, অনুকুল হইয়ে ঘর পোড়া॥ ইন্দ্রজিতের মাতৃশ্বসা, এনে দিল দুটি শশা, ঘোর তামাসা দেখেন হনুমান। সূর্পনখা সর্ব্বনাশি; দুটি দাড়িম্ব দেখায় আসি, যার দোষে যায় সোণার লঙ্কাখান॥ কুম্ভনশি কোরে রস, দেখায় একটা আনারস; কথায় আর আর করে অতিত্বরায় অতিকারবুন, দেখায় এনে দুটি বেগুন, বলে যদি বেগুণ গুণধরে॥ কেউ দেখায় দুই বান্দাকপি, বলে যদি জোলে কপী, কোন রূপে রূপী হলোই হলো। কেউ দেখা চ্ছে কর পাতি, ক্ষুদ্র লেবু কাগজ পাতি, জানির হানির কেউ কহিলো॥ কেউ কমলা এনে দেখায় করে, কমলাকান্তের চরে, হেসে হনুমান নারিগণকে কয়। মিথ্যে ফলের আয়োজন, ওফল কেবা করে ভোজন, ফলে তোমের ফল ভালো আজি নয়। যে দেয় চতুর্ব্বর্গ ফল, তার সঙ্গে অকৌশল, যেমন কর্ম্ম তেমি ফল ফলাবো। রামের জয় পতাকা উড়িয়ে; সেদিন দিলাম ঘরপুড়িয়ে, আজি তোমাদের কপাল পোড়াবো॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা॥

গীত। আমার কি কর্ম্মের অভাব তোরা এলি

বিফল ফল যে লয়ে। পেয়েছি যে ফল জনম
সফল মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে ॥
শ্রীরামে চরণ কল্পতরু মূলেরে যে ফল বাঞ্ছামনে,
সে ফল প্রাপ্ত হই, ফলের কথা কি ওফল প্রাকৃকনে।
যাবো তোদের প্রতি ফল বিলায়ে ॥

যথায় প্রভু ভগবান, হনুমান গিয়ে দিলবাণ, আনন্দিত কৌশল্যা সুত। বাণপেয়ে নির্ব্বাণ কর্ত্তা; রাবণকে কহেন ভর্ত্তা, কর যাত্রা এই এলো যমদূত ॥ রাবণ সংহার কারণ, করেন মৃত্যু শর ধারণ, এলেন সাৰ্দ্ধ ত্রিকোটী দেবগণ। বাণেতে হয়ে প্রবিষ্ট সেই স্থানে উপাবিষ্ট, ইন্দ্র চন্দ্র পবন শমন ॥ হেথা কৈলাসে কহেন ভব, আমারে পুত্র বিষ হব উল তারা রাম প্রীতকরা কর্ত্তব্য। ব্যস্তদেখি ত্রিলোচনে, ত্রিলোচনী কোপ লোচনে, কহেন তোমার ভালভব্য ॥ ওকে ভ্রান্ত দিগম্বর, তুমি তারে দিয়েছো বর, বরপুত্র প্রাণাধিক রাবণ ॥ যে করেছে কল্পে সাধন, ভক্তিডোরে বন্ধন, করিবে আমার সেধন নিধন ॥ তোমায় আমি বলিব ছাই, খাও ধুতুরা মাখ ছাই, কপালে আগুন আমারো কপাল মন্দ। ছিলাম মায়ের সাধের ঈশানী, বিধিকোচ্ছে সন্ন্যাসিনী, সদা পোড়া হয়েছো সদানন্দ ॥ তুমি রাবণে কে বধিবে ভব, সেটাকি তোমার অসম্ভব, নিজেরি অপমৃত্যু জ্ঞান নাই। বিষলয়ে কর আহার, বিষধর গলার হার, তোমার জ্বালায় ইচ্ছা বিষখাই ॥ শিব কন শুন শঙ্করি, অপমৃত্যুর ভরনা করি, যে হোতে এনেছি তোমায় সয়ে। সদাই কর বিষ বিষ, সাধে কি আমি খাইবিষ, বিষঘুণ পোড়েছি বিষ নজরে ॥ তুমি খরতর বিষহরি; বিষে জ্বর জ্বর করি ভয়ঙ্কর রেখেছো আমাকে। শুভ দিন ক্ষণ না দেখিয়ে, কাল, করেছেন কাল বিয়ে, দাড়িয়ে কালটা কাটালে কালের বুকে। নারদে পাগল হলো ঘটক, আমারো পাগলে ঠোক, রাশীগণ না দেখে মিলন কোরে। তোমার রাক্ষসগণ, আমার হচ্ছে নরগণ, চির কালটা গেলো

কেন্দ্যে মোরে॥ আমি দয়াহীন গঙ্গাধরে, তুমি শরীরে দয়াধরো, যত আছে তা আমি সকলি জানি। আমি বিষখাই তাই দিচ্ছো খ্রিক, তোমার গুণ যে ততোধিক, প্রাণের মায়া তোমার আছে ঈশানী॥

রাগিণী বসে শ্রীবাহার। তাল একতালা।

গীত জানিছে পাষাণের সুত, তোমার দয়া মায়ার কথা, ছিন্নমস্তা হয়ে অভয়ে, তুমি আপ্নি কাট আপনার মাথা।
তোমার পীতা সেতো শীলে, তার ঔরসে প্রকাশিলে; বড় সুশীলে, লোকে জানেছে তোমারে শীলতা॥

পুন শিবকন শুভঙ্করী, বাধা দিওনা যাত্রাকরি, নাগেলে অধর্ম্ম আমার আছে। শুনে ক্রোধে কন কালোকামিনী, আমিও পাষণ্ড কামিনী, হোয়ে যেতোছ বাছা রাবণের কাছে॥ হেন বলবান কুম্ভ, বধে আমার বরপুত্র; গণেশ অপিক্ষে স্নেহ আমার তারে। কার শরীরে এত বিকার, ভয় করে না অম্বিকার, অহঙ্কার করে এত সংসারে॥ তুমি কিম্বা হৌন রাঘব, ব্রহ্মার হবে লাঘব, যে হবে মোর বর পুত্র বাদি। সদাকরে যাগযজ্ঞ ব্রত, অনুগত মোর অনুব্রত রাবণ আমার কিসের অপরাধি॥ যাও যাও হে রণ ভূমি, জয়কেতে যোগীন্দ্র তুমি, লওগে শরণ হওগে রামের পক্ষে কোটী দেবতা গয়ে তন্ত্র, কোটীকোরে হৈও একত্র, দেখ আমার পুত্র হয় কি না হয় রক্ষে॥ তখন না শুনে কথা দেবীর, যথা প্রভু রঘুবীর, আশুতোষ আনন্দে আশুযান। রামকে জয়ী কোত্তে রণে, প্রণাম করি রাম চরণে শরমধ্যে হর নিলেন স্থান॥ তখন হরি কল্লেন হুহুঙ্কার, হরিতে রিপুর অহঙ্কার, দিয়ে টঙ্কার ধরেন ধনুখান। জয়ধ্বনী দেবেরকরে; দশানন রামের করে, দেখিছে আপন মৃত্যুবাণ দাড়িয়েছিল পর্ব্বত, ও বুঝি জীবন্মৃত্যুবৎ, কম্পবান দেখে ... । ... তারা ... বলে মা কোথা রৈলে তারা,

আজি সমরে মরে তোমার তনয়। আমার তুমি বল তুমি সম্বল, শমন প্রতি করিয়ে বল, সেবল কেবল ঐ চরণ। হেমা দুর্গে দক্ষ সুতে, তুমি যদি রক্ষ সুতে, আজি আমার বিপক্ষ ত্রিভুবন॥

রাগিণী খট ভৈরবী। তাল একতালা।

গীত। মা আর নাই মোচন, পিতে ত্রিলোচন, বসিলেন শরমধ্যে জীবন বধ্যে। এমন বিপদ সময় আমার কোথা রৈলে গো মা ঈশানি, বিপদ নাশিনী যদি মা রাখ সন্তানে শ্রীপাদ পদ্মে॥ আজি আমার শঙ্করি পীড়ে শঙ্কর বিরূপ, তাই হয়েছে চিরকাল কালস্বরূপ। বিনে চরণ তরি তরি গো মা কি রূপ, ব্রহ্মময়ী বিপদ সাগর মধ্যে॥ যে ভাই আমার প্রাণে অনুগত, ছিল নিদ্রাগত সে ভাই সে দিন গতো, হলো কাল আগত, নাকরে কালগত, ভেঙ্গে ছিলাম মা তার অকাল নিদ্রে॥

পদে, ডাকে রাবণ, ভবানি ভব ভবন, ত্যজে যান কণক লঙ্কাপুরী। এভভাগ্য কার ভারতে, ভবনের জননী রথে, বসিলেন রাবণে কোলে করি॥ দিয়ে কত প্রিয়বচন, অঞ্চল দিয়া লোচন, মুছায়ে কন ত্রিলোচন মোহিণী। বাছা কেন বারি নয়নে তোর, কার ভয়ে এত কাতর, আন তোমার ভবভয় হারিণী॥ বিরিঞ্চি আদি কেশব, কারণ জলে হে, হে প্রশব, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আমি আদ্যে॥ রামের অতি অরি জতা এত কি আছে যোগ্যতা বরদার বরপুত্র বধতে॥

তখন, রথে দেখি শিব শক্তি, অগ্নি হারা হয়ে শক্তি, যুগল নয়নে শত ধারা। ধনুর্ব্বাণ ফেলেন ভূমিতে, কেন্দে কন রাম ওহে মিতে, দুখিনী সীতের হোলো না উদ্ধার॥ হয়েশত্রু বশীভূতা, বসিলেন বিশ্বমাতা, ঐ দেখ রাবণে করি কোলে। আর মিথ্যে আয়োজন, সকল হোলো দুর্জ্জন, প্রাণ বিসর্জ্জন, দিইগে জলে॥ বিপদ জানিয়া বিধি,

শ্রীরামে কহেন বিধি, কর্ত্তে হোলো শক্তি আরাধন। ভক্তি পথে ভর দিয়া, করপূজা শারদীয়া, শুনিয়া কহেন নারায়ণ দেবী নিদ্রাগতা রণ, শরতে নিলে শয়ন, অকালে তাঁর না হয় যদি দয়া। বিধিক্রম হবে সাধন, ষষ্ঠীতে করি বোধন, পূজিলে অভয় দিবেন অভয়া॥ নির্ম্মাইয়া দশভুজা, নির্ম্মল মানসে পূজা, করেন দেবীরে নারায়ণ। নহে বাল্মিকের উক্তি, রঘুনাথ পূজিলেন শক্তি, মতান্তর আছে রামায়ণ॥ পূরে দেবতা শত শত, নীলকমল অষ্টোত্তরশত, দুর্গাপদে করি প্রদান। নবমীর পূজান্তে হরি, যুগল কর যুগ্ম করি, কেন্দে কন জননী বিদ্যমান॥ কংকালী কাল বারিণী, কালে কৃতার্থকারিণী, কৃপাকরা কটাক্ষে কৃতান্ত। খরবাণ খড়গ ধরা, খলে খণ্ড খণ্ড করা, ক্ষেমঙ্করী ক্ষীণে হওমা ক্ষান্ত॥ গৌরী গজানন মাতা, গতিদা গায়ত্রী গীতা, গঙ্গাধর জ্ঞানে গুণ গান্ত। ঘণ্টানাদ বিলাসিনী, ঘটনার ঘট রূপিণী, ঘনরূপিণী কুরু ঘোরান্ত॥ উমে ভুং উমেশ রাণী, উৎকট পাপ উদ্ধারিণী, উদ্দেশে আছেন উমাকান্ত। চিদানন্দ স্বরূপিণী, চিত্ত চৈতন্য কারিণী, চণ্ডী চরাচর জন্য চিন্ত। ছলরূপ ছাড়ি ছলে, পদছায়া দেও ছাওয়ালে, ছাড়ি ছন্দ ঘুচাও মা ছন্দ। আমার করিবে কি জননী জয়া, জয়ন্তী যোগেশ জায়া, জানকী বিচ্ছেদে জীবনান্ত।

রাগিণী আলিয়া। তাল কয়ালি।

গীত। কি হবে জননী জগদম্বে। মা তোমার এ
কুমার আমার জানকী জন্য নানা, যাতনা তা
জান কিনা, যায় জননী বুঝি জীবন অবিলম্বে॥

শ্রীরামের স্তবে প্রসন্না, উভয় শঙ্কটাপন্ন, বসে আছেন রাবণের রথে। একধার একবার অনর্শনা, হয়ে অন্নি সবাশনা, রামকে অভয় দিচ্ছেন গিয়া পথে॥ রাবণ বলে বুঝেছি মা, বিপদ নাশিনী শ্যামা, বিপদে পড়েছো আজি তুমি। মন হয়েছে চঞ্চলা, মোর কাছেতে মন ছলা

গেনেছে দিন ভালো নয়, শুভদা শুভ দিন হয়েছে মোর। যে দিন তোমার সুতো বন ভাঙ্গে পশুকে, তার আগে মা মন ভেঙ্গেছে তোর॥ অশ্বশালে যম নিযুক্ত; পবন করে ভবন মুক্ত, ইন্দ্র যার হারগাঁথে জননী। ভাঙ্গে তার পশু-পালে, এত কি ছিলকপালে, কপাল মালিনী কপালিনী॥ করিবে এখনিত প্রাণ দণ্ড, নষ্ট হয়ে অর্দ্ধ দণ্ড, তোমার কি থাকায় প্রয়োজন। লজ্জায় অধোবদনা, দিয়ে বেদনা পেনে বেদনা, রামের শর শক্তির গমন॥ হলো বাণ শক্তিমান, মহানন্দ ভগবান, করে বাণ পিনাকে সংযোগ। নাগিলে অঙ্গে যেইশর, মুর্চ্ছিত হন মহেশ্বর, শমনের সম্ভবে প্রাণ বিয়োগ॥ শরের বীর্য্য শত সূর্য্য; পূজেন শর হর পূজ্য, চন্দনাক্ত মালতী মালায়। জ্বলিতেছে ধক ধক, বাণের মুখে পাবক, ত্র্যম্বক ভাবক আছেন তায়॥ পুলকে গোলোকেশ্বর, নিক্ষেপ করিবেন শর, লঙ্কেশ্বর দেখে প্রাণ যায়। বসন গলে শরণ গলে, পতিত হইয়ে বলে, পতিত পাবন রামের পায়॥ ওহে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন, করিনাই পদ সাধন, জ্ঞানধন মোর লয়েছিলে হরি। তোমাকে বেভে বৈরঙ্গ, হলো দুঃখের তরঙ্গ, আজি নিদ্রাভঙ্গ হলো হরি॥

রাগ ভৈরব। তাল একতালা।

গীত। দিন গত কিন্তু নয়হে ওরাম তোমার চরণে এদিন গত। আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে দেওহে চরণ হলাম চরণে শরণাগত॥ শৎসঙ্গে হয়ে শত্রুতর করি অসৎ ক্রিয়া শত ২। তোমায় শত শত মন্দ, বল্যাম রামচন্দ্র না ভাবিয়ে ভবিষ্যত॥

ওহেগুণধাম, স্বগুণ প্রকাশো, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ, স্বগুণে তারিলে কি পৌরষ, সেত স্বগুণে পাবে সুপথো। জননী জঠর কঠর যন্ত্রণা আর দিবে রাম কত। ওহে দশরথাত্মজ দাশরথি ঘুচা-ও দাশরথির গতায়াৎ॥

রাবণ বলেছে দয়াল রাম, কি দোষ আমি করিলাম, প্রাণদণ্ড কর কি অপরাধে। কি দোষে বান্ধিলে সাগর, পাণ্ড দিয়ে পোড়ালে নগর, বংশটা নাশ কোর্লে সাধে২॥ না জানিয়া সংবাদ, সাধকে চোরে অপবাদ; দিয়া বাদ সাধ কেনহে হরি। যদিবল সীতে চোর, তাইতে এত দণ্ড তোর, দিয়ে বানর হত মান তোর করি॥ যদ্যপি চোর আমি, হই, দণ্ড যোগ্য চোর নই, বেদ পুরাণে আছে এমন যুক্তি। আমি শুনেছি ব্রহ্মার ঠাঞিঃ; চুরি কোর্ত্তে দোষ নাই; যে বস্তুতে জীবে পায় মুক্তি॥ তুলসী পুষ্প সালগ্রাম, মুক্তির ধন এসব রাম, মুক্তিদাত্রী তোমার সুন্দরী। কোটী জন্মের পাপ নাশিতে, চুরি করে আনি সীতে, পবিত্র করেছি লঙ্কাপুরী॥ সেই পুণ্যে তুমি সদয়, দেখ আমার পুণ্যোদয়, পুণ্যমুখী হয়েছি ভগবান। যে রত্ন নাই রত্নাকরে, ঘরে বসে পেয়েছি করে, পদ্মযোনীর হৃদপদ্মেরধন

চুরি কোরে আমি যদি না আনিতাম সীতে। ওহে রাম অধমের লঙ্কায় তুমি কি আসিতে॥ সীতে নৈলে এখানে আসিতে কিসে ভাল বাসিতে। তুমি কি দেখা দিয়া আমার কালভয় নাশিতে॥ সাগর বান্ধা কি দেক্তে পেতো ত্রিলোক বাসিতে। জগতে কে দেক্তে পেতো জলে শীলে ভাসিতে॥ যে চরণ পূজেন ব্রহ্মা গঙ্গা তুলসীতে। যে চরণ চিন্তেন হর কৈলাস কাশীতে॥ যে চরণ ভাবেন ইন্দ্র দিবস নিশিতে। যে চরণ ভাবেন সদা সনকাদি ঋষিতে॥ পাষাণ মানবী হলো যে চরণ পরশিতে। সীতে নৈলে সে চরণ কি এখানে প্রকাশিতে॥ শত জন্ম শতদলে পূজেছিলাম অসীতে। তুমি কেটে দিলে মোর দুঃখের তরু করুণা অসীতে॥ তুমি বলকি অশোকবনে সীতে মোর ত্রাসিতে। হরের আরাধ্যে আছেন সদা হরষিতে। সীতে চোর বোলে বাণ এসেছো বর্ষিতে। বেদপ্রমাণে পারি বেনা রাম কোন দোষ দর্শিতে॥ না বোলে মোরে কীর্ত্তি বান বাঞ্ছা যদি ভগবান চোর কথাটাই কোর্ত্তে বলবান॥

এচোরের একদণ্ড বিধি আছেহে বিধির নিধি প্রাণদণ্ড করা নয় বিধান ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

গীত। ধর চোরকে ধরো দণ্ড করোহে রাম রাখ
চোরে, এজনমের তরে বন্দি করে চরণ কারাগারে
ওহে যদি বাঞ্ছাহয় অন্তরে, রাক্ষেচোরে দ্বীপান্তরে,
সেইতো পার করি তবে পাঠাও ভবসিন্ধু পারে ॥
ওহে করে কত কুমন্ত্রণা, মাকে দিয়েছি যন্ত্রণা ত্রাণ
দিতে রাম করো মানা, আমায় জননী জঠরে ॥

শুনে রাবণের স্তুতিবাক্য, কৃপাসিন্ধু কমলাক্ষ, হাতের বাণ অমি রৈল হাতে। কোরে বিষাদ অনুমান, রণমধ্যে হনুমান, গর্জ্জিয়ে কহিছে লঙ্কানাথে ॥ ক্রমে ক্রমে গেল শক্তি, মরণ কালে কপট ভক্তি, বাক্য গুলি যেন মধু মধু। জেতের বাহির যৌবনে যে ধনি, বৃদ্ধ কালে তপস্বিনী, অসক্ত তস্কর যেন সাধু ॥ এখনি বলি, ভণ্ডযোগী, আবার এখন ভজন উদ্যোগি, হয়ে বল চিন তুমিহে তারক ব্রহ্ম। তোর ভক্তি আলাপ বুঝবো কিসে, একবার মামা একবার পিশে, বেটা ওটা তোর প্রলাপের ধর্ম্ম ॥ জীবনে ধিক বেটা এমনি, গণ্ডমূর্খর শিরোমণি, ইন্দ্রতুল্য লক্ষ পুত্র মরে। তাতে তিলমাত্র নাই বিষাদ; বাঁচিতে বেটার কত সাধ, দিনে দিনে আঁটুনি বাড়িছে ঘরে ॥ কার জন্যে এত ভোগ, কে করিবে বিভোগভোগ, নাড়িশুদ্ধ গিয়েছে যমের বাড়ি। গেল ঠাকুরের ধন কুকুরে বর্ত্তে, রাজার বিষয় ভোগ কত্তে, আছেন কেবল হাজার কতক রাঁড়ি ॥ ছিছি এমন পাপ কি জগতে আছে, এত পুত্রশোকে বাঁচে, এ অধমের আশ্চর্য্য মত। একটী পুত্র বনে দিয়ে, সেই শোকে আঁখি মুদিয়ে, প্রাণ ত্যজেছেন রাজা দশরথ ॥ পুত্র জন্যেই জপ জপ, করে ধন উপার্জ্জন, পুত্র জন্যেই ভার্য্যে প্রয়োজন। দেখলে পুত্র নরক যায়, পিণ্ডি দিলে মুক্তি পায়, ওরে বেটা পুত্র জন্যে ধন...জমে রাবণ উঠলো কপি, বলে বেটা

থাকরে জপি, লেঙ্গুর ধারি জটাধারির দূত। পাষাণ ভাসিল জলে, বানরেতে কথা বলে, রামের গুণে দেখিলাম অদ্ভুত॥ আমাকে জ্ঞান শিক্ষে দিশ, ওরে বেটা ন্যায়বাগীশ, কিষ্কিন্ধ্যায় কখান টোল আছে। বড় যদি গুণ মস্ত, তবু তুমি হনূমন্ত মাণিক দিলে কেউ বসিতে দেয়না কাছে॥ যদি পোড়ে থাক ষড়দর্শন, দিতে পারো বেদ সাধন, যদি বিদ্যা থাকে যন্ত্রসারে। তবু তোমার বুদ্ধি খাটো, মস্তিরমালা দাঁতে কাটো, জেতের বিদ্যে যেতে কখন পারে। রমণী যদি সতী হয়, তবু গোপ্তকথা পেটে না রয়, জেতের ধর্ম্ম বিধাতার সৃষ্টি। আঙ্গার ধলে একশবার, কেমন মূর্ত্তি তেমি তার, মাখালে চিনি মাখালে হয় না মিষ্টি॥ বল্লি রামকে দিয়ে বন, আন্ধার দেখে ভুবন, রাজা দশরথ ত্যাগকরেছে তনু। দশরথের পুত্র সনে, দশাননের পুত্রগণে, তুলনা তুই কোল্লি হারে হনূ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

গীত। রামের ভৃত্য পুত্র কেবা পায়। এসব অমিত্রী কুপুত্র, অন্তেকে হয়মিত্র, বিচিত্র দশরথের পুত্রমাত্র যার গুণ শ্রবণমাত্র, ত্রিনেত্র পবিত্র, রবিপুত্র ডরে যায়। জন্মেন ধন্য দশরথ শ্রীরামধনে ধর্ম্মা রত্নগর্ভা রাণী সে কৌশল্যা ধনী, এমন পুত্র গর্ভে ধরেন ধনী, সুরধুনী যায় পায়॥

পুনঃ হনূমান কর্চ্ছেরব; রাবণ হইয়ে নিরব, মন্ত্রণা করিল মনে মনে। কাছে থাক্তে কালদারণ, মিছে কেন কাল হরণ, বাদগু বাদ কোরে বানরের সনে॥ পুনঃ রাজা কন নমনে বারি, ওহে রাম বিপদ বারি, যদি বলো তোম কিসে করিব দয়া। দুষ্টজাতি দুরাচার, হিংসা পাপী মাংসাহার, চণ্ডাল সমান তোর কায়া॥ গিয়ে চণ্ডাল ভূমিতে, চণ্ডালে বলেছো মিতে, যদি বলো তোরে পশুমধ্যে গণি। ব্যক্ত হলো সুরাসুরে, যত দয়া বন পশুরে, এত দয়া আর কারে চিন্তামণি॥ যদি বলো তোর দুবলা বস্ত নিরস

কাষ্ঠের মত, রাবণরে তোর রসহীন শরীর। কাষ্ঠতরি কোরে সোণা, নাবিকের পুরাও বাসনা, যেদিন পারে গেলে ভাগিরথির।। যদি বলো দয়া করিনে, দয়া নাইমোর দয়াহীনে, তুইরে পাষাণ দয়াহীন তোরতনু। তুমি পাষাণের দোষ ঠেকে ধোলে, পাষাণ মানবী কোলে, দিয়েছে রাম চরণের রেণু।। যদি পতিত বোলে দয়া না করো, পতিত পাবন নাম যে ধরো; পদে জন্মেন পতিতপাবনী। রাবণের স্তবেতে হরি, ত্যজে রণ রোদন করি। কোলে আয়রে কহেন চিন্তামণি।।

রাগিণী ললিত ভৈরবী। তাল একতালা।

গীত। ত্বরায় ভগবান, ধরায় ফেলে বাণ, হলেন দযাবান রাবণোপরে। করেন মুখে উক্ত, ওরে দশবক্ত্র তুইরে প্রাণের ভক্ত, কে বধে তোরে।। মিছে বলেন রাবণ তোমার ভক্ত নয়; হলোরে মিতের কথা মিথ্যানয়, মিতের কার্য্য নাই, সীতের কার্য্য নাই, চল যাইরে বাছা তোরে লয়ে আমি অযোধ্যাপুরে।।

যুক্তি করেন যত অমর, রাবণের স্কন্ধে ভর, করেন গিয়া দুষ্টা সরস্বতী। অমি ভুলে গেল ভক্তি, কত শত কটু উক্তি, শ্রীপতিরে করে লঙ্কাপতি।। বলেরে কপট সন্ন্যাসী, আজি দিব তোর প্রাণনাশি, দিয়ে অসি প্রেয়সী কাটিবো তোর। ওরে ভণ্ড জটাধারি, জটাধারি কি রাখে নারী, কপট লম্পট যরোচোর।। কুপট ভকতি কোরে, কালি তুমি কালের ডরে, কালীর পায়ে দিয়েছো কমলফুল। তাতে তুমি পাবেনা সীতে, শরতে বাঁচতো মরিবে শিতে, আমার হাতে মরিবে নাই তার ভুল।। বধে একটা বানর বালী, বালির বান্দ ভেঙ্গেছ বাল, পাষাণের বাঁধ ভাঙ্গিতে অভিলাসি। বিন্ধে সাতটা তালের গাছে, তাল ঠুকিচস আমার কাছে, ওরে রাঘব তাল কানা সন্ন্যাসী।। উনি আবার ব্রহ্মচারি, বাস করেনগে চাঁড়াল বাড়ি, কুহক দিয়ে

গুহকজাতি মেরেছে। মূলোকের কথা শোনেনা, ভালুকের শুনে মন্ত্রণা, মুলুকের হনু ডেকে এনেছে॥ ভুলে রাবণ সত্ত্ব গুণ, মত্তহয়ে ধনুগুর্ণ, ভক্ত করিছেন দশানন। ঘন ডাকিছেন সারথিরে, শর ধনু দাও সারথিরে, রামকে করাই যমালয় দরশন॥

রাগিণী সুরট। তাল কয়ালি।

গীত। দেরেং দে মোরে কোদণ্ড, রাখ ভারতি
ওরে সারথি, করি ভণ্ডযোগীরে এই দণ্ডে দণ্ড॥
আমি করি বিশিষ্ট গুণে, পালন শিষ্ট গণে, সদা করি
দলন পাশণ্ড। ভুবন পূজ্য সদা ভয়েতে সূর্য্য কাঁপে
দেখে মম প্রতাপ অখণ্ড। জিনিতে মোরে, এসেসমনে
করে জারি বনচারী জটাধারি বেষ্টা ভণ্ড॥

তখন শক্তিবাণ যুক্ত হরি, আরক্ত লোচন করি, বিরক্ত হইয়া ধরেন বাণ। রাবণের প্রাণান্ত পণ, কোরে করে নিক্ষেপণ; যার বাণ ভুবন কম্পবান॥ বক্ষেতে বিন্ধিল শর, রথে হৈতে লঙ্কেশ্বর, হারিয়ে চেতন পতন ভূতলে। স্থিরাচল ধরা ধনি, রামজয় রামজয়ধ্বনি, সঘনে হয় গগণমণ্ডলে। ইন্দ্র বলেন ওভাই ইন্দু, আজি বড সুখের সিন্ধু, এক বিন্দু সুখ ছিলনা মনে। ইন্দ্রহয়ে এত প্রহার; রাবণ বেটার গাথি হার, হাড জ্বলে গিয়াছে মনাগুণে॥ পবন বলেন ওভাই শমন, ভালো শত্রু হলো দমন, শমন বলে অমন কথারাখ ওবেটা ভারি অসত, ভাবিতে হয় ভবিষ্যৎ, মলো না মলো কিছুকাল দেখ॥ যদি না সার থাকে নিশ্বাস; তবে নাই বিশ্বাস, বিশ্বাস হইলে বিশ্বাস ঘটে। মরা কথাটা মিথ্যে বলা৷ দশবার রাম কাটেন গলা, তখনি ভুণ্ডেতে মুণ্ড উঠে। শনি গিয়ে দেখছে ক্যাছে, এখন গায়ে শোণিত আছে, দৌডে গিয়ে শমনে শনি কয়। চিতে জ্বলে পুডে ছাই, তবু বিশ্বাস হয়না ভাই, বেটাকে আমার ভারি ভয়॥ শমন বলে মলো না মলো, শ্রাদ্ধ গেলো তবে বলা, শনি বলে তাতে ও করিমানা। গেলে ওর সপিণ্ড

করণ;তার পর রটাব মরণ,সংবৎসর কোন কথা বল্‌বোনা৷ তখন লক্ষ্মণকে বলেন রাম, দশাননের শুনিলাম, এখনো মৃত্যু আছে কিছু অপিক্ষে। এই ভার তোমার প্রতি, তার কাছেতে রাজনীতি, শীঘ্র কিছু করে এসো শিক্ষে ॥ বহুকাল করে রাজত্ব, বহু জানে যে রাজতত্ত্ব, তারে শিক্ষা দিয়াছেন শূলপাণি। শুনে লক্ষ্মণ শীঘ্র যান, সুধামাখা রবে সুধান, রাবণেরে রাজনীতি বাণি ॥ লক্ষ্মণের জিজ্ঞাসায়; দশানন দেন সায়, অতিশয় কাতরে মৃদুস্বরে। থাকে যদি প্রয়োজন যাওহে সে দুঃখ ভঞ্জন, রামকে পাঠাও আমার গোচরে। বুঝিয়া রাবণ ইষ্ট, ত্বরায় রাম কনিষ্ট, যনিষ্ট হইয়ে রামকে কন। বুঝে রাজার মনস্কাম, দয়ার জলধি রাম, দয়া করি দিলেন দরশন ॥ ছিল রাজা ধরাশয়নে, রামকে দেখি ধারা নয়নে, কাতর হয়ে বলে মনদুঃখে। হে অনন্ত গুণধারি মেঘের বরণ জটাধারি, একবার আমার দাঁড়াওহে সম্মুখে যদি মরণ বিলম্ব থাকে, রাজনীতি কিছু তোমাকে, পশ্চাৎ বলিব ভাবি আমি। শরণ লয়েছি পারে, অগ্রে আমার উপরে করহে করুণাসিন্ধু তুমি ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

গীত। প্রান্ত আন্ত হলো আজি আমার কমল আঁখি, একবার হৃদকমলে দাঁড়াও দেখি ॥
ইন্দ্রাবতী দ্বার যোগালে অশ্বশালে কালকে রাখি;
পাছে কালবেটা ধরা পেয়ে ধরে ঐভয়ে রাম তোমায় ডাকি ॥
অহিতের ঐশ্বর্য্য করা রাম কিছু মোর নাইক বাকি, একবার বন্ধু হলে পরকালে কালাবেটাকে দেখাই ফাঁকি ॥

রাবণ বলে হয়ে ভীতি, দাসের কাছে রাজনীতি, শুন্তে কি আশ্চর্য্য শুনিলাম। ব্যাপ্ত আছে চরাচর, ব্রহ্মাণ্ডে কি অগোচর, তুমিহে ব্রহ্মাণ্ডপতি রাম ॥ তব তত্ত্ব চমৎকার, নিরাকার নির্ব্বিকার, অম্বিকার পতি পান্না তত্ত্ব। তুমি

ব্রহ্ম আদি শূন্য, অহম্মাদিতো জ্ঞান শূন্যঃ কীট্যাদির সম ধরি সমর্থ ॥ যাহউক আমি অতিঅকৃতি, যা যেনেছি রাজনীতি, আজ্ঞা জন্য বলি তব নিকটে। শক্তেতে এক বলি ধর্ম্ম, শীঘ্র করো শুভকর্ম্ম, বিলম্ব করিলে বিঘ্ন ঘটে ॥ অশুভেতে কালহরণঃ করোওহে কালবারণ, অশুভ কায শীঘ্র করা মন্দ। সুর্পণখার কথা ধোরে, অশুভ কায শীঘ্র কোরে, সবংশে মরিহে রামচন্দ্র ॥ কাটিয়ে সুমেরু গিরি, স্বর্গের করিতাম শিড়ি, আর এক শুভকর্ম্ম ছিল চিতে। লবণ সিন্ধু জল, এজল কোরে বদল, দুগ্ধ সিন্ধু পূরিব ইহাতে ॥ ওহে গুণসিন্ধু রাম, এসব শুন মনস্কাম, হলোনা করিয়া কাল হরণ। এই কথা বলিয়া মুখে, রামরূপ হেরি সম্মুখে শ্রীরাম বলি ত্যজিল জীবন ॥ রাবণ মুক্ত করি রাম, করেন গিয়া বিশ্রাম, বন্ধুগণ সহ সিন্ধু তটে। হেথা যাতনা পেয়ে দুর্বহ দশহার সপত্নি সহ, মন্দদরি যায় পতি নিকটে ধরারাজ ধরাতলে, কেবাকারে ধোরে তোলে, হয়ে অধরা সকলে ধরায়। ধরেনা ধৈর্য্য পরাণি, হানাথ বলিয়া রাণী, কেন্দে কয় নাথের ধরি পায় ॥

রাগিণী অহং সিন্ধু। তাল একতালা।

গীত। কি কল্লেহে কান্ত, অবলার প্রাণ অন্ত, হয় না কান্ত, এপ্রাণান্ত বিনে। যেনাথ কর্ত্তা কনক রাজ্যে আজ্য ধরাশয্যা, তোমার ভার্য্যা ধৈর্য্য হয় কেমনে। যম করে দাসত্ব, এমন আধিপত্য, স্বর্গ মর্ত্ত মাঝে কার দেখিনে। ইন্দ্র আদির ঠাকুরাণী, হয়ে তোমার রাণী, আজ্যে কাঙ্গালিনী হই ভুবনে ॥ সেই যে নবীন জটাধারি, বিপীন বেহারি, সব হারালে তায় মনুষ্যজ্ঞানে ॥ যার পদ অভিলাষী, ঈশান শ্মশানবাসী, ব্রহ্মা অভিলাষী সেই রতনে কিছুই মানলেনাহে শুনেছিলে তাতো পাষাণ মানবী সেই রাম চরণে ॥

তখন কেন্দে গিয়া মন্দোদরী রামকে প্রাণমিল। রাম বল্লে

ম হও জন্মাউতি দয়া জনমিল ।। শুনে বলে বাণী চিন্তামণি দিলো সধবা বর । ব্রহ্মবাক্য অন্যথা হবেনা রঘুবর ।। শুনে কন সন্তন হইয়া লজ্জিত । বৈধব্য যাতনা তোমার করিব বর্জ্জিত ।। ওহে সতী গুণবতী না চিন্তিও চিতে । চির দিন জ্বলিবে তোমার পতির চিতে ।। বিভীষণে রাজাসনে রাম দেন বসিতে । অনুমতি দেন শ্রীপতি উদ্ধারিতে সীতে কোরে শ্রবণ অশোকবন গেল বিভীষণ । পরায় সীতাকে দিব্য বসন ভূষণ ।। জানকীর রূপে তাপে স্বর্ণ বিবর্ণ । বর্ণের বর্ণনা কোত্তে নাপারেন বর্ণ ।। চন্দ্রমুখ দেখে চন্দ্র মুখা শ্রান্ত তিনি । জগতের প্রধানা রাম রাম সীমন্তিনী ।। দেক্তে পতি ভুবন পতিভুবনমোহন । চরণ তুলে চতুর্দ্দোলে হলেন আরোহণ ।। হৃষ্টমন দেবগণ দেখিচ্ছেন গগনে । ধেয়ে যায় দেখিতে লঙ্কার কুলকামিনী গণে । বন বহিস্কৃতা হল রামের সুন্দরী । পথে গিয়ে প্রণনিয়ে দেখে মন্দোদরি হাসিতে২ সীতে ভাসিতে ভূষণে । যানে চড়ে জান রাম রমা রাম দরশনে ।। মন্দোদরী বলো গুমরি মনে পেয়েতাপ কেন্দে বলে তুমি ঘুচালে আমার প্রতাপ ।। কাল হয়ে অশোকবনে তুমি প্রবেশিয়ে । চল্যে আমায় আকুল সিন্ধু সলিলে ভাষায়ে ।। মরি পরাণে অভিমানে করি অভি সম্পাত । রামচন্দ্র তোমার আনন্দ করিবেন নিপাত ।।

রাগিণী পরজ । তাল একতালা ।

গীত । ভূষণে হয়ে ভূষিতে ভূসুতা যাও রাম তুষিতে
দেখ দুঃখে মরিবে রামের বিষনয়নে পড়িবে সীতে
চল্যে বধে অঘোর পতি, দেখ মোরশাপে তোমারে
সতী, দিবেনা বৈকুণ্ঠপতি, বামহয়ে বামে বসিতে ।।
শুনগো সীতে রূপসী, সুখে যাওকি চতুর্দ্দোলে বসি,
বিমুখ হবেন গোলোক শশি, কলঙ্ক দিয়ে শশিতে ।।

চলেন সীতা সুরমান্যে, ধরাকন্যা ধরাধন্যা, গুণবতী অনন্ত গুণ ধরা । দর্শনে যরি নাহয় তৃপ্ত, সেইচরণ দর্শনার্থ, প্রেমে চক্ষে তারা কান্না ধারা ।। যথায় লয়ে লক্ষ্মণ, আশাপথ

নিরীক্ষণ, সীতার করেন সীতাপতি। নিকটে হয়ে উপনীত, ধরায় পড়ি ত্বরান্বিত, প্রণাম করেন সীতা সতী॥ সত্তগুণ সীতারূপ, দেখে অমি বিশ্বরূপ; হন বিরূপ ভেবে অপরূপ। শুনেছিলাম জগন্তমা, মম শোকে মৃত্যু সমা, তবে কেন দেখি এমন রূপ॥ চৌদ্দবৎসর অনাহার, চেড়িতে কোর্ত্তে প্রহার, ব্যবহার এমন যদি ছিলো। তবে কেন শরীর পুষ্ট, কিসে হই সন্তুষ্ট, দেহ মধ্যে সন্দেহ জন্মিল॥ এযে মন্দ বিবরণ, কিছু হয়নাই বিবরণ, দিব্য অভরণ যুক্ত দেহ। ছিলে বনে একাকিনী, হয়েছো কুলকলঙ্কিনী, তাতে আর নাই কিছু সন্দেহ॥ জন্মের মত জানলাম, অনের কথাই মানিলাম; আমার নাম ডুবিয়েছে জানকী॥ দেখি বনা জানকী মুখ, বসিলেন হয়ে বিমুখ, কমলার কান্ত কমলাঁখি॥ দেখিয়া ত্রাসিতে সীতে, বরষার বৃক্ষশীতে, সুধায় যেমন সুখালেন তেমনি। কেন্দে কন কেন দাসীরে, বধ বজ্র দিয়ে শিরে, কি অপরাধ বলো চিন্তামণি॥

রাগিণী আলিয়া। তাল কয়াল।

গীত। ওনীল বরণ জানিনে বিনে শ্রীরণ, কি দোষে দ্বেশ এমন। আদেশ কোরে আসিতে, জনম দুখিনী সীতের বদন দেখে যে ফিরালে বদন॥ তুমিতো অন্তরের অন্তর্জান রাম, অনন্ত দুঃখে নাথ রাম বোলে দিন হরিলাম, আশা ছিল আজি বিপদে তরিলাম, শিবের সম্পদ পদ হেরিলাম, নাদিয়ে আশ্রয় পদে, আবার কেন পদে পদে; বিপদ করহে বিপদ ভঞ্জন॥
আমি তোমার চাতকিনী জানকী, সজল জলদ আমার তুমিহে কমলাঁখি, সয়হে আমার এযন্ত্রণা প্রাণে কি ঘনবই চাতকী আর জানে কি। বাঁচাতে চাতকী প্রাণ না দিয়া তায় বারি দান বজ্র দিয়া করিলে প্রাণ হরণ॥

কেন্দে ব্যাকুলা রাম জায়া, হয়না রামের দয়া মায়া, কহেন

রাম কেন মায়া রোদন। লজ্জা পেলাম তোর দ্বারা, লবনা এমন দারা, পণ করেছি জনমের মতন॥ যাও যেখানে প্রয়োজন, পাও যেখানে প্রিয়জন, আয়োজন করো গিয়া তার। আর যাবনা অন্বেষণে, ছি ছি যদি অন্যে শোনে, তবে আমার মুখ দেখানো ভার॥ তখন মনের অগ্নিতে সীতে, চাহেন অগ্নি প্রবেশিতে, শ্রীরাম কহেন উচিত এক্ষণে। সীতার জীবন হরিবারে; অগ্নিকুণ্ড করিবারে, অনুমতি করেন লক্ষ্মণে॥ তখন রামের কাছে কেউ এসেনা, কেন্দে কয় রামের সেনা, হরিভক্তি আমাদের হরিল। শোকযুক্ত সুর নর, ব্যাকুল যত বানর, শোকানলে নল জলে পড়িল। রামের লক্ষণ দেখি; লক্ষ্মীর পদ নিরখি, লক্ষ্মণের শোক লক্ষগুণ॥ ঘন২ ধারা চক্ষে, মন বসুণের বাক্যে, জ্বালায় পোড়ে জ্বালেন আগুন॥ জানকীর অপমান, কিছু জানেনা হনুমান, এলো বীর নীলপদ্ম করি করে। দীর্ঘশ্বাস ঘন ছাড়ে ধরায় অঙ্গ আছাড়ে, রোদন করি কহে রঘুবরে॥ করেছে কি রঙ্গ হরি, তরঙ্গে আনিয়া তরি, কিনারে ডুবালে কি কারণ। ওহে রাম নিরদয়, ওহে পাষাণ হৃদয়, এই জন্য জলধি বন্ধন॥ পুড়েছে মা মোর মনাগুনে; আর কেন পোড়াও আগুনে, যা হউক তোমার প্রেমে ক্ষান্ত। মানবোনা কাহার মানা, থাকিতে মা বর্ত্তমানা, আগে আমি প্রাণ ত্যজি গো শ্রীকান্ত॥

রাগিণী ললিত ঝিঝিট। তাল একতালা।

গীত। চল্যাম গুণধাম, জন্মের মতন রাম, প্রণাম হই শ্রীচরণে। আমি দিবহে ও জানকীর জীবন আজি জীবনে রাম দয়াময় নাম শুনিলাম, আশায় চরণ সার করিলাম, কিন্তু দাসের আশা বাসা হে রাম ভাঙ্গিলো এতদিনে। ওহে মা যদি মোর হন, অনলে দাহন আনার জীবন, আমার ভুবনমোহন। অজ্ঞাত নও ভুবনস্বামী, অজ্ঞান বালক মায়ের আমি, শেষে বুঝাতে পারিবে না তুমি মাতৃহীন সন্তানে॥

হেথা তাপে জানকীর তনু ক্ষীণ, করেন কুণ্ড প্রদক্ষিণ, প্রজ্বলিত হইল আগুন। রামশোকে রামবনিতে, পড়েন গিয়ে বহ্নিতে, বর্ণিতেং রামের গুণ॥ তখন শীতল প্রকৃতি করি, সীতাকে শীতল করি, রাখেন অগ্নি করিয়া আদর। কিঞ্চিৎ কালের পর; পরম দুঃখি পরাৎপর, যত রাগ অগ্নির উপর॥ হাতে করি ধনুর্ব্বাণ, দাঁড়াইলেন ভগবান, করিবারে অগ্নিরে সংহার। অগ্নি বলে করি স্তুতি, কি দোষে আগ্নির প্রতি; প্রভু তুমি অগ্নি অবতার॥ তখন রামকে দিয়ে রামের শক্তি, খেদে অগ্নি করে উক্তি, প্রণাম করি জানকী বল্লভে। দেখিলাম এইতো কার্য্য, যে দিন হবে রামরাজ্য, দীনের প্রতিতো এমি বিচার হবে॥ তখন সীতে পেয়ে রঘুবর, শীতে সূর্য্য উঠিলে পর, তুষ্ট যেন জগতের প্রাণি। দুঃখিনী জানিয়া সীতে, করেন সীতা সন্তোষিতে, মধুর বচনে চিন্তামণি॥ প্রেমানন্দে বিভীষণ, আনি রত্নসিংহাসন, মনের মানস পূরাইতে। জটা বাকল খসাইয়া, রত্নাসনে বসাইয়া, রাজ ভূষণে সাজায় রাম সীতে ত্রিভুবন সুখে মগন; নৃত্য করেন দেবগণ, রামানন্দে সানন্দ হইয়ে। জগতের যাতনা হরি, রাজবেশে বসিলেন হরি বদামে জনকসুতা লয়ে॥

শ্রীরামচন্দ্র সীতাতে মিলন।

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

গীত। কি শোভারে রামরূপ রূপসাগর তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতা সনে রাজ ভূষণে ভূষিতাঙ্গ॥ চন্দ্র
মুখীর মুখ নিরখি চন্দ্র দুঃখি পায় আতঙ্ক। মরি
হরির অঙ্গ হেরি অঙ্গ হারায়রে অনঙ্গ॥
রামরূপ হেরে ত্রিনয়নে, প্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে,
শশাঙ্ক বয়নে ছেড়না। রাম রূপের সঙ্গ। চিন্তামণির
গুণের বাণী বলিতে বাণীর বাণিসাঙ্গ॥ সীতানাথের
আর কে আর আছে অনাথের অন্তরঙ্গ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।
শরণং।

দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ নামক
পাঁচালী।

ভারতের সভাপর্ব্ব, ভারত মধ্যে অপূর্ব্ব, শ্রবণে কলুষ সর্ব্ব, খর্ব্ব ব্যাস বাণী। রাজসূয় বিবরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, যাতে লজ্জা নিবারণ; করেন চিন্তামণি॥ ধন্যা সতী সত্যব্রতী, রত্নগর্ভা গুণবতী; জন্মেন অগতির গতি যে ধনীর উদরে। যিনি রচিয়ে পুরাণ, জীবের বাঞ্ছা পূরাণ, কাতরে ত্বরা তরাণ শঙ্কট সাগরে॥ দ্বৈপায়ণ তপোধন, যাঁর বাক্যে মোক্ষধন, পায় জীব হয়ে নিধন; এনয় অন্যথা। তারি করুণা আশায়, তাঁরি চরণ ভরসায়; কিঞ্চিৎ ভেঙ্গে ভাষায়, কৈ ভারতের কথা॥

রাগিণী ললিত। তাল ঝাঁপতাল।

গীত। যাতে জীবের জন্মে জয়, যাতে মুক্ত জন্মে
জয়, জন্মে জ্ঞানোদয়, জন্ম মৃত্যু ভয় যায় দূরে।
শুনরে জীব যাবে চিন্তে, যাবে চিন্তামণি পুরে॥
যার ভক্তি এভারতে; সেই ধন্য এভারতে, তার
ভার কি পার হতে ভূভার হারি ভার হরে॥

ভবমধ্যে এই ভারতো, সুধামাখা বাক্য রত, অবিরত কৃষ্ণভক্ত গণে। অভক্তে না রস পান, তাদের পক্ষে বিষ পান, কষ্ট পান কৃষ্ণনাম যেখানে॥ ইথে চাই ভদ্রতাই ভাব চাই ভাবক চাই, ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি চাই ইহাতে। ভক্তি শূন্য কলেবর, দিগম্বর কি পীতাম্বর, মানেনা সে বর্ব্বর ভাগবত ভারতে॥

ভক্তিতে না কোলে আবাদ ভূমিতে শস্য ফলেনা। ভক্তিতে না পড়ালে পাখি কখন কৃষ্ণ বলেনা। ভক্তিতে না শুনালে কৃষ্ণকথা নয়ন গলেনা। ভক্তিতে না ডাকিলে ভগ

ধানের আসন টলেনা॥ ভক্তিতে না যোগালে মন শ্রদ্ধাতে মন সরে না। ভক্তিতে না প্রাড়িলে চণ্ডি কখন বিপদ হরে না॥ ভক্তি ভিন্ন জগন্নাথ দেখলে জীব তরেন। ভক্তিতে না খেলে ঔষধ ঔষধের গুণ ধরেনা॥

ভক্তি কেমন বস্তু তার, কৈ শুন করি বিস্তার, বিবেকি দীন বিপ্র একজন। নিত্যরূপ জলদকায়, দরশনে দ্বারকায়, ত্যজে ভবন করেছেন গমন॥ মন প্রতি অনুযোগ, করি শিক্ষা দিচ্ছেন যোগ, বলেন মন কররে মনোযোগ। মম বাক্য বোলে হরি, এসংসারে কালহরি, তোরি দোষে ঘটিল দুর্যোগ॥ অপরূপ ভাবি তাই, কেন কর শত্রুতাই, আমারি দেহেতে বাস করি। আমি বলি হরি বল, তুমি আমার হরি বল, দুর্ব্বল কারলি হরি হরি॥ কাল লয়ে কাল দণ্ড, আগত করিতে দণ্ড, নিস্তার কে করে তার করে। তুই আমার হলি কাল, নৈলে কি করিত কাল, কালোরূপ চিন্তিলে অন্তরে॥ গেল প্রায় সব দিবস, এখন হইয়ে বশ, যদি চিন্তা কর হরি চরণ। ভজিয়ে নন্দকুমার, শেষে যদি ঘটে আমারে মধুর রসেতে সমাগান॥ কিন্তু মিথ্যা তোর উপাসনা, মন তোর মন বাসনা, আমারে সুপিতে কাল করে। অন্ত নিকটে উদয়, অন্তরে পাইয়ে ভয়, দ্বিজবর কহিছে অন্তরে॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

গীত। এই ছিল কি মনরে তোর মনে। আমারে মজালি মনে, না ভজে রাধারমণে॥ তুই আমারো আমি তোরে, তোর সনে কি মনান্তর, মনান্তরে রাখলি কেন মন্মথ মোহনে। যারে চিন্তে বিধি হরে, না চিন্তিয়ে চিন্তা করে, তুই আমায় ডুবালি অন্তে চিন্তা সাগরে জীবনে॥

মনে অনুযোগ করি, ব্রাহ্মণ হেরিতে হরি, দ্বারকায় সত্বরে উত্তরেন্দ্র যথায় আমাত্য সনে, যদুনাথ রাজসিংহাসনে, দ্বিজ গিয়া রূপ দরশন করে॥ যেন, করে প্রায় মোক্ষপদ,

বন্দিয়ে গোবিন্দ পদ, কাতর বচনে দ্বিজ কয়। পেয়েছি অনেক কষ্ট, অদ্য এদীনের ইষ্ট, পুরাও ওহে কৃষ্ণ দয়াময় শুনেছি কমলাকান্ত, তব তুল্য ভাগ্যবন্ত, অনন্ত ভুবন মধ্যে নাই। রত্নাকর সুধাকর, ইন্দ্র আদি কিঙ্কর, পদাশ্রিত শঙ্কর সদাই॥ কমলা সেবেন পদ, তুলনা হীন সম্পদ, চতুর্দ্দশ পদের অধিপতি। ওহে প্রভু বিশ্বরূপ, বিশ্ব মাঝে তদ্রূপ, আমি একটি দরিদ্রের পতি॥ ভাগ্যবন্তগণ কাছে, কেহ যদি কোন কাচ কাচে, অর্থাৎ ভাঁড়ামি কোরে যায়, এর্ণা আছে যাহার, তাবে কিছু পুরস্কার, দান করো করেন তারায়॥ আমি অতি লক্ষ্মীর, আজি যাই প্রভু তোমার, নিকটেতে নানা বেশধার। কখন ভূগিকে কষ্ট, হয়নো করুণা দৃষ্ট, কেনেছে করুণাসিন্ধু নাম। বিতরণ কারণে ধন, ধনের কারে মিলন, এরূপ ধনের পাত্র নয়। যেন যদি জল-সিন্ধু, তৃষ্ণাগেহে জলবিন্দু, সিন্ধুর কি হানি তাহে কয়॥ সেকি প্রভু এ কেমন, কোর্ত্তেনারি নিরূপণ, এমন কৃপণ তার ছাড়। প্রকাশ ভুবন ময়, নাম কৃষ্ণ দয়াময়, কৈ তুমি দয়ার ধার ধারো॥ রাঙ্গাপদ হস্তি সমঃ কটাক্ষ প্রদানে কয় বামনে ধরাতে পারো ইন্দু। দীন দৈন্য দূরা জন্য একণা সামান্য গণ্য, ওহে পূর্ণরূপ কৃপাসিন্ধু॥ যদি কিছু বিতরণ জন্য হে ভবতারণ, না হয় চিত্ত ভবচিত্তহারি। দাস এই নিবেদন, তৎপদে মধুসূদন, যদি তাই কর দুঃখ নিবারি।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল ঠেকা।

গীত। দীননাথ হে দীন দুঃখ নাশিতে আসিতে তুষিতে হয় দেও শ্রীপদ নাহয় বলো এ আমোদ আমি দেখব না তোর আর হবে না আসিতে॥
আর যাতনা সহেনা দয়াময় হে, ঘুচাও যদি নাথ যাতায়াত দায়হে, হৈ জনমের মতন বিদায়হে, নৈলেতো দায় রবে সমুদায়হে, নাহয় ভবে জন্ম মরণ দুঃখের তরু অশিত বরণ, যদি স্নেহ কর কৃপা অশিতে॥

দ্বিজেরে বাঞ্ছিত বর, দিলেন প্রভু পীতাম্বর, হেনকালে উপনীত নারদ। কর যোড়ে করি বিনয়, কহেন ব্রহ্মা তনয় বন্দি হর বন্দিত শ্রীপদ॥ শুন প্রভু নিবেদন, জগজ্জনক জনার্দ্দন, এলাম আমি যুধিষ্ঠিরের জন্য। রাজসূয় যজ্ঞ কারণ, বাঞ্ছা তার ভব তারণ, যে যজ্ঞ জগতে অগ্রগণ্য॥ কোরেছে অযোগ্য সাধ, ওহে হরি তৎ প্রসাদ, বিনা সাধ পূর্ণ কেবা করে। তুমি মাত্র সম্পত্তি, বিপদ সম্পদে গতি, পাণ্ডবের সখা বয় সংসারে॥ তুমি বল, তুমি সম্বল, ভরসার স্থল তুমি কেবল, তারা প্রবল তোমারি সম্ভ্রমে। মুনিবাক্য দিয়ে কর্ণ, সজল জলদ বর্ণ, সজল লোচন হন প্রেমে॥ সব মর্ম্ম হলো বোধ, পাণ্ডবের অনুরোধ, রলদান করেন ভগবান। পাণ্ডু পুত্র পঞ্চজনা, করে করি পাঞ্চজনা, হস্তিনায় গমন বিধান॥ অন্তরে হয়ে আকুল, ডাকেন যত যদুকুল, কুলবতী সহিত সঙ্গে করি। কেউ যায় বাজিবাহনে, কেউবা হস্তি আরোহণে, হস্তিনায় উপনীত শ্রীহরি॥ হেথা পাণ্ডব আছেন অন্তরে, সখার তরে সকাতরে, হেরিয়ে হরি হরিল দুঃখ সব। ছলো বল ধর্ম্ম তনয়, প্রণয়ের ভাব এত নয়, পাণ্ডবের গতি তুমি কেশব॥

রাগ সুরট। তাল ঝাঁপতাল।

গীত। হরি হেরি হরিল দুঃখ বলে ধর্ম্মরাজন, এত
কেন বিলম্ব তব বলহে দুঃখ ভঞ্জন। তোমা বই কে
আছে আরো, পাণ্ডবের মনাধারো; বিপদ
কালে কর্ণধারো, নিদিত কথা জগজ্জন॥
তুমি বুদ্ধি তুমি বল, তব করুণা সম্বল, তব বলে
প্রবল আমি, রিপুবল বিনাশন। ঘন আশে চাত
কী থাকে, যেমন ঘন ঘন ডাকে, তব আশাতে
আমি হেরি আছি ওহে নবঘন॥

তখন, শুনে যজ্ঞের উত্থাপন, হরি কন এ কঠিন পণ; যজ্ঞত নয় যোগ্য অন্য প্রতি। তুমি বট যোগ্যতাপন্ন, হবে যজ্ঞ সম্পন্ন, আমার ইথে সম্পূর্ণ পিরীতি॥ পূর্ব্বে রাজা

হরিশ্চন্দ্র, দাপে ইন্দ্র রূপে চন্দ্র, এই যজ্ঞ কোরেছিলেন তিনি। সপ্তদ্বীপ নিমন্ত্রিয়ে, নির্ব্বাহ করেন ক্রিয়ে, দেব তার আগমন হয় নাই জানি॥ তাহাতে তোমার যজ্ঞ, হবে প্রসংশার যোগ্য, তুমি বলো পৃথিবী পাতাল স্বর্গে। আসিবেন তব গোচর, চর্ম্ম চক্ষের অগোচর, ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেববর্গে॥ ডাকিয়ে যত নিজ জন, এক এক কর্ম্মে নিয়োজন, কর রাজন যাতে যে বলবান। শুভাশুভ সুবিচার্য্য, বোসে করুণ দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য দ্বিজ দিউন দান॥ তিনজন সভা শাশনে, অনেক দ্বিজ সন্তাষণে, সুশাসনে তার দেহ ভোজ্য। রাজকে ধন দিতে ধন, ভাণ্ডারেতে দুর্য্যো ধন, থাকিলে হইবে ভালকার্য্য॥ তোমার লজ্জা দিবার তরে, দানদিবে সে অকাতরে, শত্রু লোক থাকা ভালো ভাণ্ডারে। চিন্তা কিহে নৃপবর, করে তব শশোবর, তব ধন কে ফুরাতেপারে॥ যার ঘরে এই পাতিবাস, রজনী বাসর বাস, কমলা অদিনী তব বাসে। সুরমোহিনী হেমবর্ণা, আসবেন অন্নপূর্ণা, পুরে তব পুণ্যের প্রকাশে॥ আপামার সাধারনে, অন্ন কোরে এনে বিতরণে, বিদুরকে দেও বিদুর বড় প্রেমি। আজ্ঞা দিউন আমার তরে, বাসনা আছে অন্তরে, দ্বিজপদ ধৌত করিব আমি॥ কতগুণ দ্বিজের পায়, আমি বৈ কে তত্ত্ব পায়, যে ভজে দ্বিজের পদারবিন্দ। ব্রহ্মণ্যদেব কৃপায়, তার থাকেনা অনুপায়, পায় পায় সে পায় পরমানন্দ॥ এই রূপে কৃপানিধান, করেন যজ্ঞের বিধান, স্থানে স্থানে সঁপিলেন সকলে। জগত আগমন সমস্ত, ইন্দ্র আদি ইন্দ্রপ্রস্থ, অধিষ্ঠান হইলেন সকলে॥ হয়ে শ্রান্ত কলেবর, এলেন যত দ্বিজবর, পীতাম্বর পরম যতনে। ভৃঙ্গারে লইয়া বারি, ডাকিছেন হরি বিপদ বারি এই আসুন বসুন সিংহাসনে॥

রাগিণী রামকেলি। তাল একতালা।

গীত। যত্নে জলদবরণ, করেন দ্বিজের চরণ, প্রক্ষালন প্রেমের জন্যে। যার পদ অভিলাষি, মেথে

ভস্ম রাশি ঈশান সন্ন্যাসী, যার দিবা নিশি, চরণ সেবায় দাসী, লক্ষ্মী গোলোক মান্যে ॥ ভজেন যারে। চরণপদ্ম পদ্মযোনি, নরকার্ণবতরি স্তে তরণী, যে পায় নরকান্ত কারিণীঃ ত্রিলোক তারিণী জন্ম নিলেন সুরধুনী ত্রিলোক ধন্যা ॥

পাণ্ডু সুতের ভবন, আগমনে ত্রিভুবন, পাইয়া যজ্ঞে নিম ন্ত্র। আইল ভূপতি বর্গ, সঙ্গে করি বন্ধুবর্গ, কলরবে পুরী পরিপূর্ণ ॥ প্রজাগণ নানাজাতি, লয়ে দ্রব্য নানাভাতি, ভেট দেয় আসি নৃপবরে। আহ্লাদে হয়ে মগন, তপোধন মুনিগণ, আসি সবে আশীর্ব্বাদ করে ॥ ভৃগু সনক সনাতন শাতাতপ তপোধন, বশিষ্ঠ বিশিষ্ট মুনিবর। সঙ্গে করি শিষ্যবর্গ, এলেন মহামুনি গর্গ, মুনিবর্গ মাঝে বিজ্ঞবর ॥ অন্তরে অনন্ত সুখ, আগমন করেন শুক, দেখেন ভুবন মাত্র ব্রহ্ম। এলেন মুনি দ্বৈপায়ন, পরাৎপর পরায়ণ, পরাশর সুতো ব্যাঘ্রচর্ম্ম ॥ ষাটী হাজার সঙ্গে শিষ্য, জ্ঞানদৃষ্টি প্রায় দৃশ্য, দুর্ব্বাসা উদয় ত্বরান্বিত। নন্দন কাননবাসী, দেবল প্রবর ঋষি, আসি সভামধ্যে উপনীত ॥ ঘোর ভক্ত বাঞ্ছা কারি, কপিল কৌপিনি ধারি, বিপিন ত্যজিয়ে অধিষ্ঠান আনন্দে নারদ বান, বীণা যন্ত্রে তুলে তান, মহেশ তারিণীর গুণ গান

রাগিণী সুরট। তাল ধামাল।

গীত। ভজ পরমাদরে মনো, পরমার্থের কারণে, পরমাত্মা রূপ পরম ব্রহ্ম পরদেব হরি। পরম যোগী পূজিত সদা পরম শঙ্কট হারি ॥ পরম শিব রূপে পরম পুরুষ শিরে বিহারি। চরমে হরপরম দাতা পরম পদ দান কারি ॥ পরমাণু নিন্দিত পরম সূক্ষ্ম কলেবর, ধর পরম স্থূল কভু পরম সুন্দর সুমাধুরি। পরমেশ পরমারাধ্য পরমায়ু রূপ ধারি। পরম দীন দাশরথির পরম দুঃখ নিবারি ॥

সনক সনন্দাদি সনাতন আনন্দে। মহাযোগী [illegible] পাদমগ্ন

দর কত।। যজ্ঞপূর্ণ পাণ্ডব প্রেমেতে পুলকিত। শান্তিবারি দেন সবারি গাত্রে পুরহিত।। তখন চক্রধারি চক্রকরে শিশুপালে বধ্যে। বসিলেন ত্রৈলোক্য নাথ লক্ষ রাজার মধ্যে যজ্ঞ সাঙ্গ পর পূর্ব্বাপর আছে এক বিধান। জিনি মান্য অগ্রগণ্য অগ্রে অর্ঘ্য পান।। দূর্ব্বা ফুল লয়ে নকুল সুধান সভা স্থলে। কারে অর্ঘ্য দিতে যোগ্য বল বিজ্ঞগণে।। শুনে বচন সবে লোচন ফিরাইল ত্বরা। ভেবে আকুল হয় নকুল নাপায় কূল কিনারা।। কহেন ভীষ্ম এই বিশ্বমাঝে আরকার মান। থাকতে কৃষ্ণ জগদিষ্ট সভায় বিদ্যমান।। যেন গোলোক শশী গোকুলবাসি নকুল জাননারে। জগবন্ধু হয়ে বঞ বন্দি তোদের দ্বরে। উনি ত্রিসংসার মধ্যে সার সারাৎসার নিধি। বাঞ্ছা করেন ঐচরণ পাক্ষালন বিধি।। এই যে সভার মধ্যে বিরাজ করেন চিন্তামণি। যেমন চতুর্দ্দিগে পুষ্করিণী মধ্যে সুরধুনী।। যেমন শত শত পশুর মধ্যে বিরাজ করেন সিংহ। যেমন শত শত পক্ষির মধ্যে গরুড় বিহঙ্গ। যেমন শত শত শিষ্যের মধ্যে বিরাজ করেন গুরু। যেমন শত শত বৃক্ষের মধ্যে চন্দনের তরু।। যেমন শত শত তারার মধ্যে চাঁদ রণ গগণে। যেমন শত শত রাখাল মধ্যে গোপাল বৃন্দাবনে।। যেমন শত শত ধামের মধ্যে বৃন্দাবন ধাম। যেমন শত শত রাজার মধ্যে ধন্য রাজা রাম।। যেমন শত শত ভার্য্যের মধ্যে শোভার বিরাজ স্বামি। যেমন শত শত বৈরাগীর মধ্যে বিরাজেন গোস্বামী।। যেমন শত শত ফণির মধ্যে বিরাজেন অনন্ত। যেমন শত শত মূর্খের মধ্যে একটী গুণবন্ত। যেমন শত শত লতার মধ্যে একটি মহৌষধি। যেমন শত শত বর্ব্বরের মধ্যে একটি সত্যবাদি যেমন সাত কাহন কড়ির মধ্যে একটি পরশ মণি। তেমি রাজ সভার মধ্যে আছেন চিন্তামণি।। পূর্ণকর মনকাম পাকর যজ্ঞ। হরি বৈ কে আছে অর্ঘ্য গ্রহণের যোগ্য।।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কয়ালি।

গীত। যার অনন্তগুণ বলেন মুনিগণ। যার অনন্ত

শয্যা করি শয়ণ॥ নাপায় অনন্তভেবে অন্ত যারো; যদুকুলেশ্বরো, সভায় সেই যজ্ঞেশ্বরো আগে অর্ঘ্যযোগ্য আর কোন জন॥

ধরধর ধররে নকুল মোর বচন। ধর শ্রীধর চরণ সকল কার্য্যে গুণধরে, যে ধরে ঐগুণধরে, গঙ্গাধরের অধরে ঐগুণ ধারণ॥

শুনে কৃষ্ণের প্রধানত্ব; সভামধ্যে রাগে মত্ত, কৃষ্ণ দ্বেষিষত রাজাগণ। ভীষ্মের কথায় সায়, দিচ্ছে ঘোর উষ্মায়; ওমি উঠে শিশুপাল রাজন॥ ওরে ভীষ্ম বাতুরে, কত ধিক্‌বা দিব তোরে; কাপুরুষের মতন তোর কর্ম্ম। মিলিনে পুত্র সংসার, কোরে মাত্র পেটটী সার, দুর্য্যোধনের অন্নদাস জন্ম গৃহ কর্ম্ম তাও করনা, যোগ ধর্ম্ম তাও ধরনা, মরুলী কোরে বুড়লী পরের ঘরে। পুত্র হীন জন দুষ্য, যাত্রা নাই ওরে ভীষ্ম, বুড়া বেটা তোর মুখ দেখ্‌লে পরে॥ থাক্‌লে লক্ষ গুপমণি, কৃষ্ণ তোমার শিরোমণি, গোপ রমণীর নাগর যেই কৃষ্ণ। গোয়ালার অন্ন খায়, গোয়ালার নামে বিকায়, ক্ষত্র কুলে; জন্মিয়ে পাপিষ্ঠ॥ শিরে বয় নন্দের বাধা; সকল কর্ম্মে হয় বাধা, ও পাতকীর নাম উচ্চারণে। কত পাপ ওর বোলতে নারি, বধেছে পুতনা নারী, গোহত্যা করেছে বৃন্দাবনে॥ মাতুলকে কোরে নিধন; সঞ্চয় করেছে ধন, দস্যু বৃত্তির বিষয় লোকে জানে। তুই জগতপতি বলিস কায়, জরাসিন্ধুর শঙ্কায়, লুকিয়ে থাকে সমুদ্রের মাঝখানে তুইযে বলিস হরি ব্রহ্ম, হাতে হাতে এক অপকর্ম্ম, দেখনা এইকি করে রাজসূতে। যে কর্ম্ম নাপিতে করে, গাড়ু লয়ে আপন করে, ভার লয়েছে বামুনের পা ধুতে॥ যদি কালি রূ অক্ষর পেটে থাক্‌তো; তবে কি গালে কালি মাক্‌তো, কালী কখন দিতো ক্ষত্রিকুলে। ওরে নিগ্রহ কোরেছেন কালী, দেখা হয় নাই দোয়াতি কালি, গোয়ালা বেটাকে বাপ বলি গোকুলে॥ ওরে খাটিয়েছে খুব নন্দরায়, তার বারবৎসর গরু চরায়; উহার আমরা জানি সব দুর্গতি।

উহার নামটি ছিল রাখাল কানাই, ধন পেয়েছে এখন কানাই, এখন যাদুর নামটি যদুপতি ॥

কন ভীষ্ম ক'রি হাস্য শুনরে দুরাশয়। হরি ব্রহ্ম তার মর্ম তোর কর্ম নয় ॥ কটু বাক্যে কত যাতনা মর্ম পায় কি কালা সন্ন্যাসী কি জানে বিচ্ছেদ জ্বালা কেমন জ্বালা ॥ বন্ধ্যা জানে কি মর্ম কেমন পুত্রশোক। সঙ্গম রসের মর্ম পায় কি নপুংসক ॥ অরসিক কি বুঝিতে পারে রসিকের রহস্য ধর্ম কেমন কর্ম তার কি মর্ম পায় দস্যু ॥ পাশুর কখন কৃষ্ণ কথা শুনে নয়নগলে। পাশু কখন মুক্তাহার পেতে পারে গলে ॥ পাশু কখন বিষ্ণুতৈল মাক্ষে বোলে মাখে। পাশু কখন পশুপতিকে ডাক্তে বোল্লে ডাকে ॥ শিশু কখন মান রাখে কথায় মানিকে। অন্ধ কি আনন্দ করে করে পেয়ে মাণিকে ॥ ব্যাধ কখন চিন্তে পারে সুখের পাখি শুকে। ভৃঙ্গের ধন কমলিনীর গুণ জানে কি ভেকে ॥ যবনে জগন্নাথের প্রসাদ পরে কি মস্তকে। মূর্খ কখন করে যত্ন পুরাণাদি পুস্তকে ॥ তুই কি চিনবি চিন্তামণি ওরে শিশুপাল শালগ্রামকে ভেটা বোলে জানে শিশুর পাল ॥ বিনাশ কালেতে হয় বিপরীত বুদ্ধি। বিনাশ কালেতে নাড়ীর হয় কিছু বৃদ্ধি ॥ বিনাশ কালেতে কেহ নাহি থাকে শুচি বিনাশ কালেতে হয় অমৃতে অরুচি ॥ বিনাশ কালেতে বন্ধুর কথা লাগে বিষ। বিনাশ কালেতে হয় গুরুপ্রতি রীষ বিনাশ কালেতে লোক হয়ে বোসে ভ্রান্ত। বিনাশ কালেতে অতি শান্ত হন অশান্ত ॥ বিনাশ কালে গুরুকে কটু বলে সাধুজন। বিনাশ কালেতে করে কুপথ্য ভোজন ॥ বিনাশ কালেতে রাগে শৃগাল হন সিংহ। বিনাশ কালেতে খেপে হয়ে বোসে উলঙ্গ ॥ বিনাশ কালেতে ইষ্ট পূজায় ভক্তি চটে। বিনাশ কালেতে জরা চাড়া দিয়া ওঠে ॥ নিকটে বিনাশ কাল তোররে শিশুপাল। তাইতে তুমি নিন্দাকর নন্দের গোপাল ॥ আমি কি অর্ঘ্য দিতে যোগ্য যদুনাথকে বলি। হয়ে বামন হরি যখন ছলতে যান বলি পাতাল

পৃথিবী হরি হরিলেন একপায়। দ্বিতীয় চরণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা দেক্তে পায়॥ কমণ্ডলুর মধ্যে বিধির ছিল গঙ্গাজল চরণ ধোয়ে করেন ব্রহ্মা জনম সফল॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল একতালা। গীত

ধরে অবাধ্য ব্রহ্মাদেন পাদ্য ঐচরণ কমলে। তাং
ইতেগোবিন্দ পদোদ্ভবা গঙ্গানাম জগতে বলে॥
গোলেকের নাথ ধরার ভূপাল, চিনলিনেতোর
পোড়া কপাল, তুইকি মনে করিস ও শিশুপাল;
গোকুলে গোপের ছেলে। হারে কোন গোপ নন্দ
ন, গিরি গোবর্দ্ধন, ধরে করে করে কালিয় নিধন
কোন গোপ শিশু ভূতলে, ভক্ষণ করে অনলে,
ব্রহ্মবিনে কে ব্রহ্মাণ্ড দেখায় বদন মণ্ডলে॥
শুননাই গুণতার, জগতে প্রচার, করে করে কংস
রাজকে সংহার। যে নন্দ নন্দনের গুণে অঙ্গ প্রাপ্ত
হয় নয়নে, দৃষ্টি বিহীন নয়ন থাক্তেরে তুই কি
অদৃষ্টফলে॥

ভিষ্মদেবের কথায়, বিশ্বপতির মাথায়, সুখে নকুল অর্ঘ্য সমাপিলো। দেখে দুষ্ট শিশুপাল, নিন্দা করিয়া গোপাল কত বাক্য কহিতে লাগিল॥ শুনিয়া কহেন হরি, কিছু কাল ক্ষমা করি, তোর দর্প কর সম্বরণ। কারণ আছয়ে তার, বলি শোন করি বিস্তার; ওরে মূর্খ মলবাক্য শোন। যেদিন হোলি ভূমিষ্ঠ, তোরে করিবারে দৃষ্ট, গেলাম আমি সূতিকা মন্দিরে। জননী তোর পেয়ে ভয়, আমারে মাগে অভয়, বিবিধ বচনে সকাতরে॥ এই যে বালক মোর, ভূতলে অতি পামর, তব দ্বেষি হবে চিরকাল। দোহাই মোর বচন, রেখো পঙ্কজ লোচন, যাতে রক্ষা পায় শিশুপাল॥ তুমি বাছা নির্ব্বিকার, সদা অঙ্গে অঙ্গিকার, কোরো এশিশুর বাক্যবাণ। আছে তাঁর অনুরোধ; সম্বরণ করি ক্রোধ, এতক্ষণ আছিরে অজ্ঞান॥ শত নিন্দা আছে পণ, হলে তাই সমাপন, সমুচিত দণ্ড দিব পরে।

হেসে বলে শিশুপাল, কার হলো মৃত্যুকাল, বুঝিতে কিছু নাপারি অন্তরে ॥ নিন্দা আমি করি কার, নিন্দা যার অলঙ্কার, তার নিন্দা করায় কিরস। হরি কন বল তুই; আমি গণি এই দুই, দশম হবে হেসে দশ দশ ॥ বল নিরানব্বই নিরাপদে, তার পরে পড়িবে বিপদে, থাকো তার ওরে দুরাচার। শিশুপাল বলে গোপ, তোর কোপে মোর লোপ, হত বুদ্ধি এত অহঙ্কার ॥ গুণের কথা কিসে কৈ, নিন্দে বৈ গুণ কৈ, গুণের মধ্যে গোপীর গুণ জানো। গুণ তব জগতে গায়, নেয়ে হয়ে যমুনায়, গোপীরে চড়ায়ে গুণ টানো ॥ হরি কন নিন্দা তোর, গণিলাম সোত্তর; অল্পায়ু হইতে অল্পবাকি। শিশুপাল বলে ভ্রান্ত, একশত পর্যন্ত; কি গুণে গণিবি বলদেখি ॥ চিরকাল চরালে গাই, কড়া শটকে পড়া নাই, বক্ষ তোমার আঙ্ক নাই পেটে। হরি কনরে মূঢ়মতি, ভার্য্যে মম সরস্বতী, রাজ্যে জানে বেদাগমে রটে যে জন যে দিন হবে, যারমরণের দিন যাবে, গণে স্থির কোরে রেখেছি আমি। তোমার আর একদণ্ড, অন্তে হবে প্রাণদণ্ড, এত বলি কোপিত ভবস্বামী ॥ শতনিন্দা হলো অন্ত, কালরূপ হয়ে অনন্ত, লোহিত করিয়া দ্বিনয়ন। শিশুপালকে বিনাশনে, আজ্ঞা দেন সুদর্শনে, শুনে চক্র বেগে করে গমন ॥ মস্তক কোরে ছেদন, জয় জয় মধুসূদন, আনন্দে বলেন দেবগণে। ভারতি ভারতে উক্ত, শিশুপাল হইয়া মুক্ত, স্থান পায় বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥ তদন্তে জলদ কায়, যান প্রভু দ্বারকায়, তুষিয়া পাণ্ডব পঞ্চজন। আরোহণ করিয়া যান, রাজাগণ স্বদেশে যান, কিছু দিন রহিল দুর্য্যোধন ॥ পাণ্ডবের কিবা সভা, ইন্দ্র সভা নিন্দি শোভা, মাণিক জড়িত যত স্তম্ভে। স্ফটিকের সরোবর, করেছেন নরবর, জল জ্ঞান হয় অবিলম্বে ॥ প্রাচীরের স্থানেং, স্ফটিকযোগে নির্ম্মাণে, দ্বার জ্ঞান হয় দেখে চক্ষে। চতুর্দ্দিগ করি ভ্রমণ, সভা দেখে দুর্য্যোধন, হিংসায় ভাসিছে মনদুঃখে ॥ বিধাতা

হইল বারি, স্ফটিকের দেখে বেদী। বারি জ্ঞান করি দুর্য্যোধন। মহাগানি ভ্রমে ভুলে, চলিলেন বস্ত্র তুলে, দেখে হাস্য করে সভাজন॥ প্রাচীরে নাহিক দ্বার, দ্বার ভেবে পুনর্ব্বার; যাইবারে কপালে বাজিল। দেখিয়া সভার লোকে; সঘনে হাসে পুলকে; অপ্রমাণ অপমান ঘটিল॥ খল খল হাসিছে সব, রাজা যেন জীয়ন্তে শব, দুর্য্যোধন হয়ে মান হত। লজ্জায় মাথা না তুলে, ডাকিয়া নিজ মাতুলে, অভিমানে চলিলেন দ্রুত॥ শকুনি সুধায় দেখে ভাব, কেন বাছা মৌনি কিসের অভাব, তুমিতো পৃথ্বীপতি। কেন্দে বলে দুর্য্যোধন, ধিক ধিক মোর রাজ্যধন, ধিক বীর্য্য ধিক আমার শকতি॥ কি লজ্জা দিলেন কালী, লজ্জায় হয়েছি কালি, মেদনী বিদরে তাতে যাই। অনলে করি প্রবেশ, বাঁচনাপেক্ষে সেই বেশ, অথবা এখনি বিষ খাই। জ্ঞাতিগণের ঐশ্বর্য্য, সাধ্য নাহি কার সহ্য, ধৈর্য্য নাহি ধরে চিত্ত মামা। ক্ষুদ্র বেটারা কোরে ছল, মোরে দেখে হাসে মাতুল, কি লজ্জা দিলেন আজি শ্যামা॥ মিথ্যা ধন মিথ্যা জন, আমিতো মিথ্যা রাজন, মিথ্যা রাজ্য চিত্তে আর কি ধরে। মিথ্যা গজ মিথ্যা হয়, বিচারে সব মিথ্যা হয়, মিথ্যা সোহাগ আর করি অন্তরে॥ আমি যে সংসার মানি, সে কথা কি আর মানি, আমি অদ্য হতমানির শেষ। পাণ্ডবের বিদ্যমান, কার আর সমান মান, জিনিল কিনিল সর্ব্ব দেশ॥ পঞ্চজনে আসি ভবে, বলে চলে পরাভব, করিয়া করিল দিগ্বিজয়। পাণ্ডবেরে ভয়ঙ্কর, গণিয়া ভূপাল কর, লক্ষ রাজ্য ঐক্য সবে হয়॥

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

গীত। মামা আমি কিসের ধনী, কৈ গো আমার মানের ধ্বনি, এখন হতে নিধন ভালো স্থান যদি দেন সুরধুনী। পাণ্ডবের কি অতুল পদ, মামা দ্বার কার যার রাজ্যপদ, বক্ষে এসে দ্বিজের পদধৌত

দেখে পাণ্ডবের প্রতাপ নয়নে, তৃণ হেন যেন মনে
আপনারে আপনি গণি॥
শুনগো মাতুল দুঃখ অতিশয় না সয়। অসহ্য হইল মোর জ্ঞাতির বিষয়॥ ভাদ্রে রৌদ্র অসহ্য যেমন আছে বলা। ততোধিক অসহ্য ভার্য্যে হয় যার প্রবলা॥ ভত্ত্য হলে মিথ্যুক অসহ্য জ্বালা বলি। বৈরাগীর অসহ্য যেমন শুনলে ছাগবলি॥ শোকের কালে অসহ্য করিলে রঙ্গরস। সাধুর অসহ্য যদি ঘটে অপযশ॥ সতীর অসহ্য যেমন লম্পটের বাণী। লম্পটের অসহ্য যেমন উপদেশ কাহিনী॥ মাগে মেঘে মিশালে অসহ্য হয় বটে। ততোধিক অসহ্য জ্বালা জ্ঞাতি সুখে ঘটে॥

কথা শুনে শকুনির, দুঃখে দুটি চক্ষে নীর, বলে বাছা বলিহে তোমায়। পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য, অঙ্গে যদি অসহ্য, হয় তার শুনরে উপায়॥ বাহুবলে হইতে জয়ী, সে পাণ্ডবে সাধ্য কই, তাদের অর্জ্জুন দিগ্বিজয় একা। জ্ঞান হয় পঞ্চ জন, বল বুদ্ধে পঞ্চানন, অধিকন্তু কৃষ্ণ তাদের সখা॥ শুন শুরে দুর্য্যোধন, চক্র কোরে রাজ্যধন, তাদের লওয়া যায় হে সমুদায়। এনে তোমার ভদ্রাসনে, আমি যুধিষ্ঠিরের সনে যদি একবার পাশা খেলতে পাই॥ পণ কোরে সব লব অর্দ্ধ অধিকার গেলেই অধিকন্তু করিবে তোমার পঞ্চপাণ্ডু তে কথা শুনে যুড়ায় মন, দুর্ভিক্ষ কালে যেমন, দরিদ্র রতন পায় হাতে॥

কুমদির আনন্দ যেমন নিরখিয়া সন্ধ্যা। পুত্রপ্রসবিয়া যে মন আনন্দিতা বন্ধ্যা॥ ভক্তের আনন্দ যেমন নিরখিয়ে গোবিন্দে। অসুরের আনন্দ যেমন শুনে দেব নিন্দে॥ হিংসকের আনন্দ যেমন গাঁয়ের লোকের মন্দে। ব্যাধের আনন্দ যেমন মৃগ পড়িলে ফাঁন্দে॥ কয়েদীর আনন্দ যে মন ত্রাণ পেয়ে বিবন্ধে। আশুচক্ষু পেয়ে যেমন আনন্দিত অন্ধে॥ শনির আনন্দ যেমন প্রবেশ কোরে রন্ধ্রে। চকরের আনন্দ যেমন হেরে পূর্ণচন্দ্রে॥ ভ্রমরের আনন্দ যেমন কম

লের গন্ধে। নারদের আনন্দ যেমন কিলের দ্বন্দে॥ মাতু-
লের বাক্যে মজে তত ধিক আনন্দে। দুর্য্যোধন আনন্দে
মাতুল পদ বন্দে॥ বলে মামা মৃতুদেহে ঘটালে জীবন
এরাজ্য তোমারি মামা তোমারি ভবন॥ জীবন পর্য্যন্ত
তব হলাম আজ্ঞাধীন। হবেরক্ষা যে আজ্ঞা করিবে যেই
দিন॥ মম পুরে যে তব না হবে অনুগত। পুরে হতে আমি
তারে করিব নির্গত॥ মজে মনোসুখে রাজা ত্যজেরাজ
কার্য্য। অবিলম্বে পাশ খেলা করিলেন ধার্য্য॥ পিতার
নিকটে কথা করিলেন প্রশ। ত্বরায় পাঠান দূত যথা ইন্দ্র
প্রস্থ॥ পত্রপাঠ করি পত্রপাঠ আয়োজন। হস্তি পৃষ্ঠে হস্তি
নায় আইল পঞ্চজন॥ প্রণামল ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারির পায়।
পাশাখেলা বিবরণ পরে শুন্তেপায়॥ জ্ঞাতিগণের অনু-
রোধ করি বলবন্ত। হইলেন ধর্ম্মসুত খেলায় প্রবন্ত॥ কুন্তী
পুত্র খেলায় নহেন কিছু শক্ত। হারিলে না ক্ষান্ত হন বড়
খেলাশক্ত॥ উভয় দলে উত্থাপন করিছেন পণ। হয়ে মত্ত
নানা অর্থ করি নিরূপণ॥ ধর্ম্মসুত পরাজয় শকুনির জিত
পুনঃ পুনঃ হতেছে বিষম লজ্জিত॥ প্রথমত শকুনির
কাছে হেরে বাজি। অবিলম্বে আনিয়া দিলেন গজ বাজি
তদন্তরে হারিয়া হইয়া জ্ঞানশূন্য। প্রদান করেন যত সেনা
পতি সৈন্য॥ তদন্তরে দেন যত বসন ভূষণ। পশ্চাত প-
ণেতে দেন রাজ সিংহাসন॥ রজত কাঞ্চন মুদ্রা দেন তদ্য
পরে। প্রাণ পণ আছে রাজার পণের উপরে॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গা
র আর স্বর্ণ বাটা বাটী। পণে সমর্পণ পরে ভদ্রাসন বাটী
মধ্যেতে যত ছিল সভাগত। তার মধ্যে যারা যারা
ছিল অতি সত॥ পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মসুতে করিছে বারণ। তা
শুনিয়া দুই চক্ষু লোহিত বরণ॥ যাউক রাজ্যধন জন রমণী
কুমার। জীবন পর্য্যন্ত আছে প্রতিজ্ঞা আমার॥ সহ্য নাহি
হয় ব্যাঙ্গ বাক্য শকুনির। এত বলি রাগে বহে দুইচক্ষে
নীর॥ শকুনি কহেন বাছা উষ্মা অকারণ। কি দোষেতে
কর চক্ষু লোহিত বরণ॥ ধর্ম্ম নাম ধরে কেন হেরে কর রাগ

এমন রাগের কোথা আছে অনুরাগ ॥ শকুনির মুখে এই ব্যাঙ্গ বাণী শুনে। আহুতি পড়িল যেন জ্বলন্ত আগুনে ॥ ধর্ম্ম ত্যজি কন ধর্ম্ম অধর্ম্ম বচন। শকুনি কয় কেন বাছা ঘূর্ণিত লোচন ॥ ধর্ম্মশীল সুশীল জগতে বড় রব। কেন নষ্ট কর আজি সে সব গৌরব ॥ সম্পর্কে গুরু আমি তোমার মাতুল। আমারে বলিলে কটু বলিবে বাতুল ॥ মিথ্যা বুদ্ধি যায় সব হইলে অপ্রতুল। অপ্রতুল হলে লোক করে এমি ভুল ॥ এত বলি শকুনি ফেলিল পাশাসারি। চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইয়া লোক সারি সারি ॥ শকুনি বয় ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি কউন জিনি। সকলেরে হেলায় খেলায় আগি জিনি ॥ পাত্র মিত্র সব দিয়াছি আরতো কিছু নাই। শাস্ত্র তব ধর্ম্ম যুক্ত তোমারে জানাই ॥ ভ্রান্তি যদি না যায় ওরে কুন্তির কুমার। স্বদোষে মজিবে তবে কি দোষ আমার ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড খেমটা।

গীত এবার কি ধরবে বাজি কি ধন আছে কও
বাবাজি। সকল বল ফুরিয়েছোরে পণে হারিয়ে
ছো মাতঙ্গ বাজি ॥ চালি জানোনা চলেছে এসো
কি মনে বুঝি। চেলেছে লাগিয়ে আগুন, কেবল
শিখেছো চালিভাজাভাজি চালিতে জেনো জেনে
দেশে সব ছিল বাজি। দেখে চালি চরিত্রে তুমি
সুজন বুঝিলাম আজি ॥

শকুনির বাক্যবাণ, ক্রমে হয় বলবান, পুনঃ পুনঃ করিয়া শ্রবণ। রাজার জ্বলিছে কর্ণ, হাসে দুঃশাসন কর্ণ, ভাসে রসে কয় কত বচন ॥ শকুনি বলে রাজন, যদি খেলা প্রয়োজন, ধন জন কিছু নাহি আর। কাজকি কথা আর গোপন, দ্রৌপদীরে করি পণ, সমর্পণ করহ এবার ॥ শুনে দুষ্ট কুবচন, ঘূর্ণিত কোরে লোচন, গদা হস্তে করি বৃকোদর। না পারে রাগ সম্বরিতে; শকুনিরে সংহারিতে, সভামধ্যে দাড়ার সত্বর ॥ ওরে বেটা দুরাচার, অতিশয় অত্যাচার, আচার বিচার কিছ নাই। শেষ একটা ভোজবাজি, লাগ

সব জিনিয়া বাজি, গজবাজি নিলি সমুদাই ॥ ছলেতে জ্ঞাতির ধন, লয়ে পাপী দুর্য্যোধন, সুখভোগ হবে ভাবি য়াছি। পড়েছি দাদার দায়, নতুবা এই গদায়, সাধ্য কি জনেক প্রাণে বাঁচি ॥ কালে গদা প্রকাশিব, সকলের প্রাণ নাশিব, অশিব ঘটাব শত্রুকুলে। অধার্ম্মিক হবে জিত, ধার্ম্মিক হবে তজ্জিত, একথা বুঝেছ ভ্রমে ভুলে ॥ আমরা ভগ্নি কুমার, দরাত্মা বেটা তোমার, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাই বোধ। দ্রৌপদীকে কোর্ত্তেপণ, কল্লি বেটা উত্থাপন, এত বলি করি মহাক্রোধ ॥ দন্তে কর কামড়ায়, গদা লয়ে যায় ত্বরায়, প্রহারিতে শকুনির মাথে। কম্পান্বিত সভাজন; প্রলয় দেখে রাজন, ক্ষান্ত করিছেন ধরি হাতে ॥ কেন বল কর ভাই, তোমরাতো মোর সবাই, বিক্রীত হয়েছ মোর পণে। না মানিলে ধর্ম্ম যায়, কর থাকে ধর্ম্ম যায়, রাখ স্বধর্ম্মের বচনে ॥ যদি পণে যাই বনে; ধর্ম্ম অবলম্বনে, তথাচ থাকিতে হবে সবে। যদি দেহেথাকে ধর্ম্ম, ধর্ম্মের এমনিধর্ম্ম ঘুচান তিনি জন্ম মৃত্যুভবে। কহিয়া ধর্ম্ম মহিমে, রাজা শান্ত করি ভীমে, শকুনিরে কহেন তৎপরে ॥ তব বাক্য ধরিলাম, দ্রৌপদী পণ করিলাম, ফেল পাশা খেলহ সত্বরে ফেলিবা মাত্র জিনিলো, ধর্ম্মের পণ কিনিলো, তথাচ না যায় মনোরাগ। ডুবিলাম যদ্যপি তবে, পাতাল দেখিতে হবে, এই রূপ জন্মেছে বৈরাগ ॥ শকুনি বলে এবার পণ, কি করেছ নিরূপণ; রাজারাণী গেল রাজধানী ॥ কহেন ধর্ম্ম কুমার, আর কিছু নাহি আমার, সবে মাত্র আছি পাঁচটি প্রাণি ॥ মা করেন বিপদ হারি, এবার যদ্যপি হারি, পঞ্চ ভাই হইব বিক্রীত। তখন, বলিতে বলিতে পরাজয়, কৌরবের জয় জয়, পাঁচ ভাই হয়েতে বাক্যহত ॥ দুষ্টমতি দুঃশাসন, কোতেছে এসে সাশন, বলেরে পাণ্ডব কথা সোন। যে কর্ম্মে যে হও পারগ, পরিবারের পরিচারক, এক এক কর্ম্মে হও পঞ্চজন ॥ তাম্বুলের আয়োজন, করুক ধর্ম্ম

করে লয়ে ধনুর্ব্বাণ; রাজার পাশে থাকুক ধনঞ্জয়॥ ভীমের অঙ্গে বল ভারি, সরকারেতে হউক ভারি, পরিবারের জল ইবতে হবে॥ অনুমতি শুন মোর, মাদ্রসুত লয়ে চামর, রাজার অঙ্গেতে ঢুলাইবে॥ শুভদ্রা আসুক ঘরে, সে যেন দুইসন্ধ্যা করে; রন্ধন বন্ধন ঘরে আসি। শীঘ্র আন দ্রৌপদীরে, থাকুক এসে মন্দিরে, নারীগণের মধ্যে হয়ে দাসী। ছলে বলে দুঃশাষণ; ওরেভীম বলি শোন; স্থূল বুদ্ধি তোর তো অতিশয়। ছিলিজ্ঞাতি হলিচর, এখন রাজার গোচর, একাসনে বসা যোগ্য নয়। কথাশুনে বৃকোদর, উষ্মার কুলে উদর, দরদরিত ধারা দুটি চক্ষে। দন্ত কড়মড করে, দন্তাঘাতে করে করে, করাঘাত ঘনকরে বক্ষে॥ রাজসভার বিদ্যমানে, মৃতকল্প অভিমানে, মানসে কান্দিয়ে কৃষ্ণে বলে। না লইয়ে প্রাণ হরি, লও কেন হে মান হরি, দিয়া মান হরি কেন হরিলে॥

রাগিণী ললিত ঝিঁঝিট তাল একতালা। গীত

জীবন থাকে শব, হলাম আমরাশব, কেশবে
কেশব এশব সুখো। মানগেল হে কৃষ্ণ প্রাণে কি
সুখো॥ ওহে আমি বৃকোদর, রাজার সহোদর;
একি অনাদর ঘটালে হরি। হয়ে আমরা করি,
অজের সেবা করি, দ্রৌপদী কিঙ্করি হবে কি করি
কিবোলে হে কৃষ্ণ দেখাবো মুখো॥
ওহে ভ্রাতা ধনঞ্জয়, ত্রিভুবনে জয়, রণে মৃত্যুঞ্জয়,
মানেন পরাজয়, ত্রিভুবনে ধরো। তুমিহে মাধব,
পাণ্ডবের বান্ধব; ত্রিভুবনে কয়। কি দোষে হে কৃষ্ণ
হইলে বৈমুখো॥

আকাশ বাণিতে হরি, ভীমের মনোদুঃখ হরি, কহিছেন দুখ অল্পকাল। শ্রবণ কর তদন্তরে, আনন্দ সুখ অন্তরে, প্রাপ্তহন কৌরব ভূপাল॥ আজ্ঞাদেন অন্তরালিতে, দ্রৌপদীরে সভায় আনিতে, কে জাবেরে হও অগ্রগামি। কর্ণ বলে

আছে তার, কাজ কি অধিক ক্ষমতায়, যাউক সঞ্জয় পুত্র প্রতিগামি॥ রাজাজ্ঞা পালনের তরে, সঞ্জয় সুত সত্বরে, বিদায় দুর্য্যোধনে নিকটে। পাণ্ডবের শঙ্কায়, সঘনে কম্পিত কায়, পথেরোদন উভয় শঙ্কটে॥ আজ্ঞবধে দুর্য্যোধন, ভীমের করে পরে নিধন, মারিচের মরণ মোর হলো। চিন্তায় কি করে আর, বোলে দ্রৌপদ তনয়ার, নিকটে আসিয়া উত্তরিলো॥ ভয়ে চায় চতুর্দ্দিগে, বিনয় করি দ্রৌপদীকে, বলে জননী গাত্রলিতে হয়। সতী শুনে সম্বাদ, বলে ছিছি কি অপবাদ, ফিরে যাওরে সঞ্জয় তনয় বিদায় করে দিলেন সাধ্য, আর প্রতি গামির সাধ্যে, হয় না বোলতে অগ্নি ফিরে চলে। দুর্য্যোধনের কাছে গিয়া, বলবুদ্ধি হারাইয়া, বিকারের রুগীর মত বলে॥ বলেন গান্ধারি তনয়, কাপুরুষের কর্ম্ম নয়, ওবেটা অক্ষম জানা আছে। পাণ্ডবের জয়করে, পাছে মরিব ভীমের করে, ঐ ভয়ে ওর মুখ শুখিয়ে গেছে॥ ওটা পুরুষ নয় অতি অবোলা, কোনকর্ম্ম ওরে বলা, ছিছি কিছু প্রয়োজন নাই। কোথা গেলিরে দুঃশাষণ, করিয়া কেশ আকর্ষণ, তুমিতারে শীঘ্র আনতো ভাই॥ দুঃশাষণ দুরাচার, শ্রুতমাত্র সমাচার, গমন করিছে অতি বেগে। বায়ুতুল্য ত্বরান্বিত, অন্তঃপুরে উপনীত, হয়ে কহে দ্রৌপদীর আগে। শোননাই বিবরণ, পাশায় রাজ্য হরণ, তোমাদের করেছি আমরা ধনী। তোমারে করিয়া পণ, করিয়াছে সমর্পণ, জগতে প্রকাশ এই ধ্বনি॥ কি শুনাবো অধিকার, তোমার প্রতি অধিকার, আরপঞ্চ পাণ্ডবের নাই। এসো এসো ছাড়িয়ে দ্বার, অধিকার হলো দাদার, দেহ এখন তাঁহারি দোহাই। কুরঙ্গ শুনিয়াধ্বনি, গহন বনে কুরঙ্গিনী, হয় যেমন ব্যাঘ্র নিরখিয়ে। চঞ্চল হলে প্রাণ, চঞ্চলার মত জ্ঞান, তথা হইতে ভয়ে পলাইয়ে॥ কি শত্রু ঘিরিল আছে, অঙ্গ পরশিবে পাছে, কি জানি কি কপাল লিখন। দেখে অতি ভয়ঙ্কর,

রাগিণী ললিত ঝিঁঝিট। তাল ঝাঁপতাল।

গীত। বিনয়ে বলি শোন শোন, সতীর অঙ্গপরশ
ণ, কোরোনারে এ দস্য্য শম দুষ্ট কাজ দুস্বাষণ।
আমি অবলা কুলবালা কোরনা কটু তৎশণ॥
এত রঙ্গ মোর সঙ্গে, ভীম যদি একথা শোনে, পাবি
নে ত্রাণ এই আসনে, ঘটাবে যম দরশন॥
ওরে মম হীতের কথা শোন, জ্বালিয়ে পাপ হুতা
শন, অকালে কেন ঘটে কর্ম্ম দোষ বিনাশোন।
কেনরব কর ভীশোন, ত্যজে মধুর সম্ভাষণ, হৃদয়ে
কেনকর বাক্য বাক্য বান বরিষণ॥

হেসে বলে দুঃশ্বাষণ, আমায় কোরে পরশন, সতিত্ব
ঘুচাবে আহামরি। এই যে ভারত বসতি, মধ্যে তব তুল্য
সতী, দেক্তে নাপাই আর দ্বিতীয় নারী॥ এক স্বামি ভিন্ন
ধরা, সে ধনী অগন্যা ধরা, কুল কলঙ্কিনী লোকে বলে।
তব, চরণে প্রণমামি, বুক্ষ লয়ে পঞ্চস্বামী, আছে বাঞ্চা
আরো কিছু পেলে॥ কুরু পাণ্ডবের বল, ইদানি অতি
প্রবল, শাসন পৃথিবী সসাগরা। যত রাজা দেয় কর, ধনে
প্রায় রত্নাকর, কারসাধ্য দোষব্যক্ত করা॥ যাহার মৃত্যু
যোগায়, দুকুলের দোষ গায়; শঙ্কার সংসার অনুগত।
নৈলে কলঙ্কিণী তোর, দোষে ক্ষালিত সাগর, লজ্জার সাগর
কুলে হতো॥ রব কোর্ত্তে নারে কেউ, ঘরে মরে ঘরের
ঢেউ, কিন্তু পাপে পরিপূর্ণ হলো। এতদিনে ফল্লো ফল,
বিধিদিচ্ছেন প্রতিকূল, বিষয় সম্বল বল গেলো॥

তুইকি ভীমের ভয়দেখালি, সে আশায় পড়েছে কালী,
দাস হয়ে সে চিরকালী, খাটবে আমাদের ঘরে। আমাদে
দেব আর করে দ্বেষে, কলঙ্কিণী বললো কেশে, এত বলি
ধরিয়ে কেশে, দ্বারের বাহির করে॥ ধোরে সতীর কুন্তলে,
দয়া ধর্ম্ম রসাতলে, দিয়া এনে সভাতলে, কতকয় কবাণী।
জনি মান্যে চরাচরে; কটুকয় কৌরবের চরে, ধনী যেন

শুনে শুনহ স্বরে, কেন্দে পঞ্চ প্রাণেশ্বরে, কহিলেন রূপসী। দেখেন পতি পঞ্চজন, হারিয়ে রাজ্য ধন জন, বল বুদ্ধি বিসর্জন, দিয়ে রয়েছেন বশি॥ দেখেছেন বৃকোদরে, মৃত তুল্য অনাদরে, মেদনি যদি বিদরে, তাহাতে মিশায়। ধরাধন্য ধনঞ্জয়, বল বুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয়, ঋষ্টচক্রে পরাজয়, হয়েছেঁট মাথায়॥ সহদেব আর নকুল, অন্তরে গণি আকুল দুঃখেতে হয়ে আকুল, চক্ষে জল ঝরে। মর্ম্মে দুঃখ ধর্ম্ম রায় পেয়ে মুখ না ফিরায়, পঞ্চের পঞ্চত্ব প্রায়, কৌরবের পুরে শতবাক্য নাই উত্তর, মরণ তুল্য কাতর, দেখে ব্যাকুল অন্তর, কেঁদে দ্রৌপদি কন। এযে দুঃখ অতিশয়, দুরাশয়কে ধন্যে শয়ঃ ধার্ম্মিকের যায় বিষয়, সংশয় জীবন॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

গীত। এত তোমার খেলা নয়কান্ত বুঝিলাম একান্ত
এখেলা খেলিছেন গুণনিধি, বিধির হৃদকমলের
নিধি কমলা কান্ত॥
এবিপত্য কালে কোথায় নাথ তব, বিপদ সম্পদ
কালে তোমার মাধবো বান্ধবো। পাশায় রাজ্য
ধন, নিলে দুর্য্যোধন, কৃষ্ণ জানেননাকী এবিপদ
তদন্ত॥ কখন মাতঙ্গ কখন পতঙ্গ এসব রঙ্গভঙ্গ
করেন জানি আমি সব সেই কেশব। একবার
বলেন যায় অন্তরঙ্গ, আবার তায় বৈরঙ্গ, এরঙ্গে
তাঁর দিন রজনী অন্ত॥

দ্রৌপদির শুনে বচন, ঝর ঝর ঝরে লোচন, বচন বদনে নাহি সরে। কুবচন কহে কর্ণ, দ্রৌপদির স্বর্ণ বর্ণ, বিবর্ণ হইল বাক্য শরে॥ দুঃশাষণ দুরাচার, নাকরি চিত্তে বিচার বলকরি দ্রৌপদী প্রতি বলে। আরমুখ চাওকার, দাসিত্ব কোরে স্বীকার, অন্তঃপুর মধ্যে যাও চলে॥ পট্টবস্ত্র রত্ন হার, গলেকর ব্যবহার, হীর ওসব কাহার জানা। অবি

গণিয়া গুণবতী। ঘণ ডাকিছেন অন্তরে, অনন্ত গুণ সাগরে কোথাহে গোবিন্দ গোলকপতি॥ করুণার কল্পতরু, কৃপা সিন্ধু কৃপাং কুরু, কর দৃষ্টি করুণা নয়নে। দুষ্টমতি দুঃশাষণ করেমান পীতবসন, ধরে বসন সভাবিদ্যমানে॥

দয়াময় এনির্দ্দয় লয়ঙ্গে মানহরি হরি। হরিকোরে সার ঘুচলো সংসার এই হলোহে হরি হরি॥ বিপদে যদি গুণ জলধি নারাথ অনুপায় পায়। দিব অনলে অথবা জলে হরিহে জীবন যায় যায়॥ রাজ কুমারি রাজার নারি কত কষ্ট দুর্ব্বলে বলে। ওহেশ্রীপতি দুর্গতি কি অধর্ম্ম ফলে২॥ বাজিয়ে বাদ্য কোরে গর্ব্ব কোচ্চহে কৌরব রব। আর সহেনা এযন্ত্রণা কত হে কেশব সবো॥ কৃপা নিধান কর বিধান হরেমান পামোরো মোরো। শ্রীচরণের দাসিকে মনে ভেবেছো পরাং পরো পরো॥ একি বিড়ম্বনা বিবসনা কার্ত্তে দুষ্ট মতির মতি। মনাগুণে দয়া দেহ দেহ শীঘ্র গতি গতি॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

গীত। ওহে দয়াময় বড় দুঃসময় আশি হরি হয়হে বিপক্ষ। কোথা শঙ্কটে ঔষধি নিদান দিনের নিধি নিলবরণ লজ্জা নিবারণ, আশি দ্রৌপদ কন্যা দাসীর বিপদ রক্ষ॥

এই যেহুষ্টমূঢ়মতি দুঃশাষণ কে করে শাষণ অতি দুঃশাষণ, দাসের দাশীর করে কেশ আকর্ষণ হে গোবিন্দ তোমার কেমন সখা। কোথা রৈলে নিরা পদের করণ; নিরাশ্রয় গতি নিরদ বরণ, বিপদে লইয়েছি শ্রীপদে শরণ, এপদ বিনানাই উপলক্ষ॥

কান্তে কান্তে ঐ কান্তে, দ্রৌপদী ডাকেন শ্রীকান্তে, নিরা- কার রূপে আগমন করি। হৃদয়ে বশি বিশ্বরূপ, কহিছেন স্বপ্ন রূপ, কি রূপে মান রাখিবহে সুন্দরি॥ সতী কিছু আছেহে মনে, দরিদ্র কিম্বা ব্রাহ্মণে, কখন বস্ত্রদান দিয়াছ

কি তুমি। সুখদুখ জয়পরাজয়; কেবলকর্ম্ম অনুজয়, কর্ম্ম কর্ত্তা কর্ত্তা নইহে আমি ॥ কর্ম্ম হতেই ছত্রদণ্ড, কর্ম্ম হতেই প্রাণদণ্ড, কর্ম্ম পণ্ড কেবল কর্ম্মগুণে। কর্ম্মই হন কর্ণধার, কর্ম্মই কর্ত্তা ডুবাবার; সাধু প্রণাম করেন সদা কর্ম্মেরি চরণে কিছু ভয় বস্ত্র বিতরণ, কোরে থাক থাকে স্মরণ, বল আ-মাকে তবে করি বল। এলেন যদি ব্রহ্মা হরে, কার সাধ্য বস্ত্রহরে, ওহে ধনী দেখাই কর্ম্ম ফল ॥ সতী কনহে চিন্তা-মণি, কারে কি দিব কুল রমণী, স্বামি গণে দেননাই স্ত্রী ধন। প্রাণস্বরূপে ঐপাদ পদ্মে, সদা ভরসা হৃদপদ্মে, বিপদ সম্পদে কৃষ্ণধন ॥ কেবল একটি কথা হলো স্মরহ, এক দিন হে দিন তারণ, বালীকা কালে জননীর বাসে। দুঃখিনী এক দ্বিজকন্যে, কিঞ্চিৎ ভগ্নবস্ত্র জন্যে, প্রার্থনা করেন মোর পাশে ॥ ওহে করুণা নিধান, ছিল যে বস্ত্র পরিধান, অঞ্চলের ভাগ কিঞ্চিৎ চিরে। তাইকি দিবার যোগ্য হরি রোদন দেখি রোদন করি, দিলাম দুঃখিনী রমণীরে ॥ তখ ন পেয়ে কিঞ্চিৎ উপলক্ষ, সেই কথা করিয়া লক্ষ, আরকি ভয় কহেন দয়াময়। বংশে প্রেবেশ কোরেছে শনি, তো-মায় কোর্ত্তে বিবসনি, দুরাসা করেছে দুরাশয় ॥ অপরূপ দেখাবার তরে, বাস কোরে তব অন্তরে, অনন্তবাস লয়ে থাকিলাম সতী। দেখি দুষ্ট দুশাষণ, কতপারে লইতে বসন, কদিন হরে কত ধরেশকতি ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল একতালা।

গীত। তোমায় লজ্জা দিবে, কার মরণের দিবে, আমার প্রাণের বন্ধু তোমার স্বামি। তোমার বা-সনা পুরাতে বাস পরাইতে, গোলোকের বাস ছুতে এলাম আমি ॥ আমারে অপ্রিতী, আমার ভক্তপ্রতি দ্বেশ করেসে নরক পন্থাগামি। ধনী ইষ্ট পূর্ণ হবে, কষ্ট কি সত্তবে, যারা ভবে কৃষ্ণ পদের প্রেম ॥

মানহত। যিনি ভবে অদ্বিতী, অম্নি বস্ত্র লয়ে দ্বিতীয়, সতির অঙ্গে পরাইছেন দ্রুত।। দিতেছেন পীতবাস, চিত্র বিচিত্রবাস, যা দেখেন নাই ভুবনের সমস্ত। সভা মধ্যে সভা কার, দেখে লাগে চমৎকার, পর্ব্বত প্রমাণ হইল বস্ত্র।। ভ্রান্ত জীবের আকিঞ্চন, করে করি সিঞ্চন, প্রার্থনা যেমন সিন্ধু জল। টানে বস্ত্র ক্রমাগত, সপ্তদিন হয় গত, আর পারেনা হইল দুর্ব্বল।। সতীরে দিয়া ধন্যবাদ, কৌরবের পরিবাদ, কোর্ত্তেছে যতেক সাধুগণে। বিচিত্র দেখে কৌ, রব, লজ্জায় সবে নিরব, হরিষ বিসাদ হইল মনে।। পাণ্ডবের রাজ্য ভ্রষ্ট, দ্রৌপদির সভায় কষ্ট, শুনে বাড়ি আইল বড় মন্দ। হেথা দেক্তে হরি দুর্ব্বাসায়, দ্বারকা গমন দুর্ব্বাসার পথ মাঝে নারদে দেখে দক্ষ করি রুন্দ।। পায়ে পায়ে উঠে দ্বন্দ, তোমার যে পরমানন্দ, দ্বন্দের যে গন্ধ পেলে নাচো। কুরু পাণ্ডবে বিবাদ, পাশার আনন্দ হয় যে বাদ, তুমি যে ভাই এখন এখানে আছো।।

কুমদির আনন্দ যেমন নিরখিয়া সন্ধ্যা। পুত্র প্রসবিয়া যেমন আনন্দিতা বন্ধ্যা।। ভক্তের আনন্দ যেমন হেরিলে, গোবিন্দে। অসুরের আনন্দ যেমন শুনে দেব নিন্দে।। ... অকের আনন্দ যেমন গাঁয়ের লোকের মন্দে। ব্যাধের আনন্দ যেমন মৃগ পড়িলে ফন্দে।। কয়েদির আনন্দ যেমন ... পেয়ে বিবন্ধে। হটাৎ চক্ষু পেয়ে যেমন ... অন্ধে।। শনির আনন্দ যেমন প্রবেশ কোরে রন্ধ্রে। চকরের আনন্দ যেমন পেয়ে পূর্ণচন্দ্রে।। ভ্রমরের আনন্দ যেমন কমলের গন্ধে। তোমার আনন্দ তেমি উপস্থিত দ্বন্দে।।

শুনে মুনি দুর্ব্বাসায়, নারদ করেন সায়, নিচে আর কি দেখিবে তাদের খেলা। যে থানে সেখানে রৈ, দেক্তে পাইনে খেলা বৈ, দেক্তে হয়েছে মোর বেলা।। জগতের যত ভুত পঞ্চ, খেলিছেন শতরঞ্চ, নাচেন করিয়া উর্দ্ধ বাহু ভোরহয়ে যায় বাজি, ঘরে থাকে গজবাজি, জিনিতে না

পারিলেন কেহ ॥ মিথ্যা ফিস মিথ্যা হয়; যদি কিছু কর্ম্ম হয় তবে এদের যত্ন করা ভাল। ব্যবসার জন্য তার; তরি রেখে যদি তরি, মজুরা হরিতে কিবা ফল।॥ বার বার হইলে মাত, জীব রাজার যাতায়াত; কখন হলোনা খেলা সাঙ্গ। পঞ্চরং হয়েছেকেহ, করিছেন উহু উহু, বিপক্ষ করিতে নানা ব্যাঙ্গ ॥

রাগ সুরট। তাল একতালা।

গীত। নাদেখে চালি বিচার কোরে ফন্দেপোড়ে মনমন্ত্রী আগে মরে, কেবল পাপের ফিস থাকে রে ভাই। কান্দে জীব রাজা মাত হয়ে ঘরে। ঘরে থাকে ছুটে বাজি, নাচোলে গেছোরার বাজি খেলায় দেখে, ঘেরে এসে ভাই, জীবের শত্রু দলের ছুটা বোড়ে

নারদের বাক্য শুনি, আনন্দে দুর্ব্বাসা মুনি, নিজ স্থানে করেন গমন। পাণ্ডবের দুঃখ হরি, সেথায় করিলেন হরি, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ। ধন্যা হলো দ্রৌপদী ধনি, সর্ব্বত্র ধন্যা রমণী, ধৃতরাষ্ট্র অপমানি, শরুষ্ট গণিলো। বিনয় করি পঞ্চ, পতিরে ডেকে পঞ্চ সহোদরে, রাজ্য দিয়া সমাদরে বিদায় করিলো॥ ভারত অমৃত বাণী, চিন্তামণির ভাষ্যবাণী দ্বৈপায়ন ব্যাস মুনি প্রকাশেন ভারতে। এমন পাপে যেই ধায়, সে কি সুধায়, এপথে কেবল সুধার কুধারনা এপথে

রাগিনী ললিত। তাল ঝাঁপতাল।

মিলন আদা গীতের সহিত এই অন্তরায় মিলন হইবে।

দ্রৌপদী গুণ যেই নরে; শুনে কর্ণ কুহরে, তার সব বিবন্ধ হরে, আনন্দে বিহরে। যাতে মুক্তি জন্মে হয়, যাতে জীবের জন্মোজর জন্মে, জ্ঞানোদয়, জন্ম মৃত্যু ভয় যায় দূরে ॥

দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ পাঁচালি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জী।

শরণং

বিরহ বর্ণন নামক পাঁচালী।

প্রেমমণি নামে রমণি, পুরুষ রসিক শিরোমণি, প্রেমচাঁদ নামেতে একজন। দুইজনে পিরীতি করে, মিলন যেমন চাঁদে চকোরে, কমলিনী আর মধুকরে যেমন। দিনকতক কাল কত রস, পরশ হোতে সরস, উভয়ে উভয়কে জ্ঞান করে। দাঁতে ছুঁকার গুণগায়, দেখা না হলে রসাস্বাদ্য, ক্রমে পিরীত গড়িয়ে পায় পড়ে॥ দুজনে দুজনার দেশে দেখে কত মন আবেশ, বিচ্ছেদ প্রবেশ হয় শেষ। দেখে নারির যৌবন গত, প্রেমচাঁদ আর হয়না রত, একবারে জলিয়ে গেল দ্বেষে॥ রসের কথায় হয়না সুখ, সম্পূর্ণ সঙ্কোচের মুখ, তরদিয়ে লুকায় ক্রমে ক্রমে। ত্যজে পুরাতন প্রিয়সিকে, রসবতী নামে রসিকে, মজিল গিয়ে সেই রসবতীর প্রেমে॥ রসবতীর ঘরে বাস, প্রেমমণীর ঘরে নৈরাশ, বিচ্ছেদে ছেদ হয় তনু খানি। আঁখির সলিলে ভাসে, বসে এক সখীর পাশে, ঠিক যেন হয়েছে পাগলিনী॥ ওলো সখী বলকি করি, বিচ্ছেদ বিকারে মরি, খলের পিরীতে প্রাণে যায়লো। ইথে কি ঔষধ নাই, কোন দয় কারে জানাই, হায় হায় কেহয় সহায়লো॥ গিয়াছিলাম বৈদ্যের বাড়ি, তাতে হলো রোগ বাড়াবাড়ি, বিপরীত শুনিলাম তথায়লো। দেখিলাম বৈদ্যের ঘরে, খলেতে ঔষধি করে, সেই ঔষধ আমার দিতে চায়লো॥ কাজকিলো পাপ ঔষধি, একে খলের প্রেমে দিদি, খল ব্যাধিতে খলে খায়লো। কুলশীল কোরে দখল, আমারে খেয়েছে খল, খলে শুদ্ধু খল খল হাঁসায়লো॥ বৈদ্য বলে কেন ভয়, পীড়াদায়ক কভু নয়, কেন হলো খলদেগে বিকল। খলের হাতে পেলে সাস্তি, এখলের খলতা নাস্তি, পাষাণে নির্ম্মাণ এই খল॥ আমি কহিলাম শেষে, তবে আর ভিন্ন কিসে, এখল সেখল

দুইখল সমান। অবলা বধের ভয়, করে না যে দুরাশয়, ওহে বৈদ্য সেকি নয় পাষাণ॥ মোজে ছিলাম যে খলেতে সে খলের অন্তরেতে, কখন ছিলনা বিষছাড়া। তোমার খলেতে তাই; বিষে পূর্ণ দেক্তে পাই, গোদন্তি হিঙ্গুল আর পারা॥ হলো আমার প্রাণ বিয়োগ, নিদেন দেখে নিদেন রোগ, বৈদ্য শেষ কোরে দিলেন ব্যাক্ষা। মরি মরিলো এবিকারো, প্রতিকার নাই সাধ্য কারো, যে দিলে বিচ্ছেদর ভার এখন যদি সেই করেলো রক্ষা॥

রাগিণী মূলতান। তাল কয়ালি।

গীত। ধনী বিচ্ছেদ বিকারে প্রাণ যায়লো, বাঁচি যায়লো, সজনি বজায়লো, কিকরে লজ্জায়লো আনগে আমারে যে মজায়লো॥

লাগিল ঝাপু নাচিতে, দিলেনা বুঝি বাঁচিতে, কদাচিতে, হইয়ে প্রেম বঞ্চিতে, নাথাই অন্ন রুচিতে, সদা চিতে জলচে রাবণ চিতে প্রায়লো॥

সহচরি বলে সুন্দরী, নাগরকে তোর আনিব ধরি, আর কেঁদনা ক্ষান্তহও রূপসী। আঁখি মুছায়ে অঞ্চলে, চঞ্চল চরণে চলে, প্রেমচাঁদ নিজ্জনে যথা বসি॥ যে ডকর কহে রমণী, ওহে শঠের শীরোমণি, সঠের ঘরে কি নাই মমতা। কাঠনতো অনেক আছে; সকল কাঠিন তোমার কাছে, হারি মেনেছে দেখে কাঠিনতা॥ কাঠিন একটা আছে শিলে, তুমি তাহাতে গুণ প্রকাশিলে, অবলায় না সলে এম্নি মিলে। তোমার গুণ নাই যেখানে ব্যাক্ত, তারাই বলে লোহাশক্ত, তুমিহে লোহাকে লজ্জাদিলে॥ কাঠিন বটে ঈশাৎ, তোমায় করে সে প্রণিপাত, দেখে তোমার আশ্চর্য্য কাঠিন দেহ। তোমার হৃদয় মাঝারে, যদি ইন্দ্র বজ্রাঘাৎ করে; ভাঙ্গিতে পারে না পারে সন্দেহ॥ শুনিয়া সখীর ধ্বনি, প্রেমচাঁদ কয় ওহে ধনী, আমি কাঠন বটি মিথ্যানয়। আমিও কাঠিন দেখে, সকলি সুঁপেছিলাম তাকে, সমান সমান নৈলে কি প্রেমহয়॥ বালকে বালকে

খেলা, শিশুর সঙ্গে শিশুর সখ্য, চোরের পিরীত চোরের সহিতে। পশুতে২ আলিঙ্গন, পাখির সঙ্গেতে পাখি, ধনিতে ধনিতে কুটুম্বিতে॥ পণ্ডিত পণ্ডিত পাশে, মেষের সঙ্গে মেষে মেষে, চাসার সঙ্গেতে চাষে চাসা। চণ্ডাল চণ্ডালে প্রবৃত্তি, শাঁখনীর সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্যী, প্রেত্নীর সঙ্গে ভূতেকরে বাসা॥ জলগিয়া মিশায় জলে, সন্ন্যাসি সন্ন্যাসি দলে, বানর বানর পালে সুখি; গিরির সমানে সমানে, সতীর মিলন সতির সনে, কলঙ্কিণীর লক্ষি কলঙ্কিণী। ভদ্রকে মিশায় ভদ্র, শূদ্রের সঙ্গে নিরন্তর, রাখালে রাখালে কর সখ্য। আমার প্রীতি জানিবে ভাই, লোক লোকে কঠিন নাই, কাঠিনে কাঠিন ক্রিয়া ঐক্য॥

আমিও কঠিন দেখে প্রেম করে ছিলাম

তাহা প্রকাশে কহি।

রাগ সুরট। তাল একতালা।

গীত। সাধেকি ছেড়েছি তার সঙ্গ, কিঞ্চকোকিল হে
এসেছিলো হিম দেখে কঠিন নয়ন দুটি জানলেতে
ভঙ্গ। তারে কে দিবে অঙ্গ, তার নিরখি অঙ্গ,
আমার অঙ্গে বাসো করেনা অনঙ্গ, চাহে দণ্ডিতে,
তাকে দেখালে ভুঙ্গ, [illegible] সে মজে মন [illegible] অঙ্গ
[illegible]। সুখায়েছে রঙ্গ, প্রেমেকি [illegible] দল
হিম সতদলে বিহরে কি ভৃঙ্গ॥

সহচরি বলে ভাই, তোমার দেখে ধর্ম নাই, [illegible] কথা কও কিলাগি। যদি দুজনে বানিজ্য করে, আছে [illegible] পরে, উভয়ে লাভ লোকশানের ভাগী॥ তোমার [illegible] বুঝিলাম ভাবে, কিছুকাল যৌবনের লোভে, কপট [illegible] কোরেছিলে সুখি। যোগে যাগে যোগায়ে মন, [illegible] কোরে যৌবন, লোকশান দেখিয়ে লুকলুকি॥ এনয় সুজনের রিতি মূর্খের এই পিরীতি, দেখে যৌবন গত করে কাঁদি। সুজনে সুজনে প্রেম, হিরায় জড়িত হেম, জীবন পর্য্যন্ত থাকে বন্দি পিরীতি অমূল্যধন, আর বশ হলোনা ধন, [illegible]

ভিরে ত্যজিলে ভাই। যেমন ঘৃত ত্যজ্য করেন মাছি, যা দেখিলেই ঘটে রুচি; ঘটেবুদ্ধি না থাকিলেই তাই ॥ পিরিতের কি আস্বাদন, কি বস্তু পিরীতি ধন, তাকি জানে বস্তু হীন জনে। পিরীতের বশ হয়ে কৃষ্ণ, রাখালের উচ্ছিষ্ট, ভোজন করেন বৃন্দাবনে ॥ হরি বশিভূত হয়েপিরীতে, চণ্ডালে বলেন মিতে, বলির দ্বারেতে হন দ্বারি। দেখে দুর্য্যোধনের ধন, ত্যজ্যকোরে নারায়ণ, খুদখেলেন গে বিদুরের বাড়ি ॥ মূর্খজনে মিথ্যেবলা, এধনী রাগে প্রবলা, হয়ে ধেয়ে চলিল সত্বরে। প্রেমচাঁদের নির্যাৎবাণী, ধনীকে যুধানধনী নয়নে ধনির ওনি আঁখি ঝোরে ॥ নারহে বিরহে প্রাণি, বিরলে বসি বিরহিণী, খেদকার যৌবনের প্রতি বলে। ওরে যৌবন দুরাশয়, বলা যায়না কতশয়, তোর জ্বালায় জীবন যায়রে জ্বোলে ॥

আমার বন্ধুর সঙ্গে আমার প্রিত কেমন ছিল সোন যেমন মাটী আর শাটে। লোহা আর কাটে ॥ দেবতা আর কুসুমে। জরি আর পশমে ॥ গুড়ে আর ছেনায়। মুক্ত আর সোণায় ॥ সতী আর সুকান্তে। মিশী আর দন্তে। মরিচ আর জিরে। কাঠাল আর ক্ষীরে ॥ বাজনা আর গানে। চুনে আর পানে ॥ বাণে আর তুণে। মাস্তুল আর গুণে ॥ দাতা আর দিনে। জলে আর মীনে ॥ নারদ আর বীণে। হাঁড়ি আর সরায়। শালিক আর পায়রায় ॥ নয়ন আর অঞ্জনে অন্ন আর ব্যঞ্জনে ॥ পিতা আর সুপুত্রে। মালা আর সুত্রে ভূষণ আর পাত্রে। পণ্ডিত আর ছাত্রে ॥ চাসা আর ক্ষেত্রে চশমা আর নেত্রে ॥ সরোবর আর হংসে। বন্যেভাজা আর মাংসে ॥ তাতে যুবতীর অঙ্গ। এমন পিরীত ভঙ্গকরিলে বৈরঙ্গ ॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

গীত। করিলিরে যৌবন যুবক যুবতীর দুঃখের অন্ত, তোরভাবে কাঁদভেবে পরের হলো প্রাণ কান্ত। বুকেরেখে চোক্ষে দেখে তোকে ছিল প্রাণ শান্ত, এখন কলির মত হয়ে হত বিশ্বস্ত ॥

ছুখকত থাকিব সয়ে, দিন দুয়েক, হৃদয়ে রয়ে; জোয়ারের জল হয়ে বয়ে গেলিরে ছুরন্ত। হৃদমন্দিরে প্রবেশ কোরে কোরেগেলি সর্ব্বশান্ত, তুইতো গেলি আর এলিনে এজনমের মত ক্ষান্ত॥

নয়নেতে জল ঝরে, জবানিতে স্বরবরে, চল্লো ধনী হয়ে বিরস মুখী। সঙ্গিনা কেউ সনে, পথে প্রেমচাঁদে সনে, নির্জনে ছুজনে দেখাদেখি॥ ধান কয় করিয়ে ছল, করে আঁখি ছলং, বাঞ্ছা হয়না চাইতে বদন পানে। যে সব বস্তু আছে মোর, তোমার কাছে পাসর, না দিয়ে লুকালে কি কারণে॥ দেখে নিতান্ত অনুগত, সমস্ত তোর হস্তগত, কাজে [illegible] সরল অন্তরে। এখন রাখ মানতো রাখ মান, [illegible] নালে হবে হাকিমান, দরবারে দাড়াব শানিবারে॥ রাজা [illegible] সামান্য নর, তিনি বসন্ত গবর্নর, কামসনর [illegible] লবে। ভাল আদালত মেজামত, সেথানে তোমার মেজামত; সে জামত বিচার হবে তবে॥ কুপ্রেম সেথানে নাই, শুপ্রেমেতে [illegible], প্রেমের বিচার জানেতে পারিবে॥ একজন নাই অসারজন, সব সেখানে সারজন, [illegible]র বিচারে তোমার দফা সারিবে॥ এখনো মিটাও গোলমাল, ফিরে দাও আমার মাল, পঞ্চমাল যদ্যপি বাঞ্ছা নাই। থাক যদি অসামাল, তবাবরহলে কামাল, দাইমাল কপালে আছে ভাই॥ প্রেমচাঁদ কয় কি দবন্যামি, [illegible]র কাঙ্গাল আমি, কি ধন তোমার এনেছি আমি বল; সেই ঘটী সেই বাটী, সব রয়েছে তোমার বাটী, রোক দেখ সেই রোকশোধ আপনি॥ চোরধনে রজনী দিবে, তুমি আমার পালঙ্কে দিবে, অসি তোমার গালিচে চোরনি। দেখগে তোমার ঝুলচে, তোমার ঘরে ঝুলিচে, বিবাদ করো না রগসই॥ সেই লেপ সেই তোষক, যেসব তোমার প্রাণতোষক, সকলি তোমার ঘরে রয়েছে প্রিয়ে। সেই মসারি সেই বালিস, কিছু হয়নাই এবালিস; আছে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ গিয়ে॥ সেই যে তোমার গোলাপ পাশ

রয়েছে তোমারি পাশ, পাশকথা বোলোনা ধনি তুমি। এনেছি তোমার বাটা বল্লে, দিওনা জেতে বাটা বটা দিলে, জাতি পাব না তবে আমি ॥ ফেলে দোলাই এক লাই, এনেছি আমি একলাই, কপাট কপাট দেখগা গুণে আমি নৈ এমন পাত্র, আপনারি জলপাত্র, ফেলে এয়েছি পাড়ার লোকে জানে ॥ দেখাগা আছে সোটা আশা, আ-মার কিবল রিক্ত আশা; মুক্ত পুরুষ তিক্ত করোনাই ভাই দেখগা তোমার আছে সকলি, জরদা রঙ্গের পরদা গুলি, পরদার মোর প্রয়োজন নাই ॥ প্রেমমণি কয় লম্পোট, যে ধন লয়ে চম্পোট, কোরেছ ভাণতা বুঝনাই মনে। লতে যদি জিনিস পত্র, তাতে কি আমার যেতো যো দন্য আমার নাই অন্য ধনে ॥ যদি কিস্তে পেতাম হাটে, তবে কি আমার বুক ফাটে, হাটে মেলেনা তাই কোরে ছো চুরি। ফিরে দাও মোর সমুদাই, যে গুলি লয়েছ ভাই অবলার গলায় দিবে ছুরি ॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল একতালা।

গীত। মিছে কেন বিবাদ কর, কুলের কর কুল কি
নারী, মানে মানে মান ফিরে দাও মন ফিরে
দাও মন চোরা। কুলশীল সব তোমার হাতে, যদি
শীল ফিরে দাও শীলতাতে, নতুবা তোমার
বাটীতে শীল করে সব লব ত্বরা ॥

তুমি যেন বটো স্ববল, রাজা দুর্ব্বলের বল; আদালতের দ্বার যে আছে খোলা। দিরেদর বারে দরখাস্ত, বরাজরি বরখাস্ত, কোরে দেখাব আমি কেমন অবলা ॥ তুমি যেমন পিরীত আলা, তেমি হাকিমদের আলা আলা, দেখালেই পড়িবে চোর ধরা। যদি সুরথাল করে রাজন, সাক্ষি দেয় লক্ষ জন, ফাঁকি দিয়ে অবলায় বধ করা ॥ আমার বাঞ্ছা যে আদায়, তা করিবে পেয়াদায়, ডিক্রী খানি পথে দেখিয়ে ভাই। যখন হাতে হবে রসির কথা, তখন কেমন রসিকতা কর একবার তাই দেক্কেচাই। যদি সন্ধান পাইয়ে ধন, না

লও শীঘ্র বন্ধন, লুকিয়ে কর যত্নেটুকে আনন্দ। বিষ আইন হইবে জারি, খিড়কিতে ক্রিকিচ ভারি, সদরে হইবে রাতা বন্ধ॥ কতদিন লুকাবে প্রাণ, বন্ধু তোমাকে বন্দুয়ান, কোরে মাটী কাটাব রাস্তায়। এই মত যায় বেজায়, বোলে ধনী ওগো যায়, জানাইতে বসন্ত রাজায়॥ কুল শীল মান দাবি দিয়ে, কাছারির কাছে কান্দিয়ে, করে আরজি দাখিল উকিল দ্বারাতে। মদন সেরাস্তাদার, রসের আরজির সমাচার, যুতে যুতে শুনান শ্রীযুতে॥ প্রেমচাঁদের গুণাগণ, লিখেছে ভাল মজমুন, মদন পাড়িয়ে যাচ্চেন আস্তে। মহামহিম গুণানন্ত শ্রীমন্ত, রাজা বসন্ত অশান্ত, দুরান্ত শাস্তি পালকেষু॥ লিখিতং প্রেমমণি, বিরহিণী কুল রমণী বাদি প্রেমচাঁদ কালের স্বরূপ। পরগণে প্রেমনগর, চৌকি রংপুরেতে ঘর; মতালকে জেলা কামপুর॥ দরখাস্ত এই আমার, দোহাই ধর্ম্ম অবতার, একবারে হয়েছি অবাক। প্রেমচাঁদ যে অবতার, দুজিয়ে প্রেমে ত্যজিয়ে যায় বাজিয়ে দিয়ে কলঙ্কের ঢাক। ধন মন যৌবন রূপ, কুল শীল মান ও স্বরূপ, নিদয় কোরেছে সমুদয়। চেয়ে একবার নেক নজরে; হাজির কোরে হুজুরে, অবলার ধন দেলাতে হুকুম হয়॥ প্রেমচাঁদকে ধরে আনা, ওমি হলো পরওয়ানা চাপরাশি সাজিল চারি জন। আসামী আনিয়া চরে, হজুরে হাজির করে, কাতরে প্রেমচাঁদের নিবেদন॥ মহারাজ পিরিত বেটা আমাকে লয়ে, যেতো ঐ ধনির আলয়ে, সে যায়না আর আমার কি শকত। উহার, অন্তরে প্রবেশ কোরে, কুল শীল মান সকল চোরে, জলিয়ে ওরে পালিয়েছে পিরীতি॥ শুনেরাজা উগ্র ভারি, পিরীতের গেরেপ্তারি পরওয়ানা হয় পোলিসের উপরে। পায়না, প্রেমের খোঁজ খপর, নাই বেটার চাল ছাপর, খালি পরের কাজ সারে পরে পরে॥ না ধরিলে সকল পণ্ড, দারোগা হয় সম্পণ্ড, একজন কয় মহাশয় দেখে এলাম তায়। পিরীত বেটা চিত পুরে, চিত হয়ে রয়েছে পোড়ে; প্রেমদাস বাবাজির আখ

ড়ায়॥ বাবাজি প্রকাণ্ড দেড়ে, সেবাদাসী চৌদিকে বেড়ে, চৈতন্য চরিতামৃতে শুঙ্কে। অনঙ্গ মঞ্জরী শশি, তুলসীদাসী প্রেম বিলাসী, কাছ ঘুরিয়ে প্রেমের কান্না কাঙ্কে॥ দেখে অপূর্ব্ব দাড়ির, ভাব উঠেছে নারীর, ভাব বিচ্ছেদ হয়েছে আখড়া ছাড়া। ঘড়ি ঘড়ি গাঁজা চলছে, গৌর প্রেমের ঢেউ খেলছে, প্রীত বেটা খানকার মেড়া॥ দারোগা গিয়ে সেই খানে, প্রেমকে বেন্ধে হুজুরে আনে, পিরীত বলে বান্ধ মহারাজ কারে। আমি নারীর প্রাণ তোষক, বিচ্ছেদ প্রাণ নাশক, সেই বেটা মজালে অবলারে॥

বিচ্ছেদ বেটা আমার কেমন শত্রু শুন।

প্রাণের শত্রু রোগ শোকে, পাড়ার শত্রু হিংস্রক, নেড়ার শত্রু শাক্ত বামাচার। পথের শত্রু কন্টক গাঁয়ের শত্রু যেমন ঠক, নায়ের শত্রু কটালে জোয়ার॥ চুলের শত্রু যেমন টাক পোঁতার শত্রু ফিঙে কাক, প্রজার শত্রু শোশক রাজাকে দেখি। কেবল বোবার শত্রু নাই কেহ, গগণচাঁদের শত্রু রাহু, যাত্রাকালে শত্রু টিকটিকি॥ পাতকীর শত্রু শমন, চাতকির শত্রু দমন, পবন গিয়া উড়ায় নবঘন। কুলের শত্রু কুপুত্র, বিচ্ছেদ পিরীতের শত্রু, তেমি ধারা যেন হে রাজন॥

মহারাজ আমার দোষ নাই।

রাগিণী মলতান। তাল একতালা।

গীত। আমি পিরীত নাম ধরি, যেনে আপনারি, প্রাণে রাখে নারী। না জানি বিবাদ, কোন বিষ স্বাদ, বিনে অপরাধো একি অপবাদো সাধে সাধে সাধে সাধের প্রেমে বাদে বিচ্ছেদ বাদ করি॥ পিরীতের গুণো শুনহে রাজন, প্রকাশিত আছে ভুবনে কুমদ বন্ধু ইন্দু কিন্তু দুলক্ষ যোজনে দুজনে বিচ্ছেদ দোষে কর বিপরীতে বন্ধন এমি আয়োজন কোরে হে রাজনো পারা পরাধেন জলধি বন্ধন করে ছিলেন হরি॥

পিরীতি যত কহে দুঃখে, পিরীত জপিল বাক্য, বিচ্ছেদ উপরে রাজার উষ্ম। সেই বেটা এর আসামি, সেই বেটারি চালান, অবলা বধেছে বেটা দস্যু॥ চোরে দায়রা সোপর্দ্দ, বেটাকে বৎসর চৌদ্দ, খাটাবো খাইতে দিয়ে ধান। হুকুম হলো গেরেপ্তার, দ্বারে দ্বারে দারোগা তার, বাঙ্গালা যুড়ে না পায় সন্ধান॥ এক গয়েন্দা গেল বলিতে, চোর বাগানের গলিতে, বিচ্ছেদকে দেখে একঠাঞি। কতকগুলা প্রাচীনের রমণী, বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী, এক যায়গায় বসেছে একলাই॥ যত দিন ছিল যৌবন, পরপুরুষ পরম ধন, জ্ঞান কর্ত্তো মজা নাই এর সম। সে সুখ হলো সিকেয় তোলা, বন্ধুর সঙ্গে হয় না মেলা, কাটনায় পড়েছে কলা গোপালায় সম॥ এক ধনী আর ধনিকে বলে, প্রেমতত্ত্ব নরল গলে, বলে দিদি সদা কেবল স্মরি। লোকের দেখে আচরণ হর্ণীতে মোর হচ্ছে মন, বৃন্দাবনে গিয়ে বসত করি॥ আমরা যখন যৌবনে, পাঁচ বছরের ছেলের সনে, কথা কইনাই সাশুড়ীর ভয়ে কাণী। এখন তিনকুড়ি বয়েসে ঠেকেছে, অদ্যাপি কেউ মুখ দেখেছে বলুক দেখি কোনো পোড়াকপালি॥ এখনকার ছুঁড়িদের দিদি, রঙ্গ ঢঙ্গ দেখিস যদি, আইমা ছিছি দেখে ঘৃণা লাগে। কাল কলোকি নিবন কলি, না উঠতে যৌবনের কলি, কত ফুল ফুটে যাচ্ছে আগে॥ কি ছুঁড়িদের ঠমক ঠাট, কি সব কথার চোট পাট, মেগের কাছে ভাতার কাটে সদা। কাটি কাটি ভাব কাটাপার; জঙ্ঘ দেখে রমণীর, সিংহবেশে পুরুষ হয়েছেন গাধা॥ আরমানি হয়েছে ঝুঁটি, আর গচ্ছেনা গচ্ছের আটী ফলপেড়ে শিমলের ধুতিখানি। যার ভাতারের দাম বারো আনা, মেগের নাকে বিবি আনা; নথনা দিলে পথ দেখে তখনি॥ কিবে নীচ কিবে ভদ্র, কোন ঘরে নাই ভদ্রাভদ্র, সতের ঘরে শতছিদ্র ছিছিলো সজনি। প্রেম যেন বনপশুর, লয়ে শ্বশুর ভাশুর, খুড়ো দাদা বাধা নাই এদানি॥ এইরূপ প্রবীনেগণ, প্রেমের শোকে পুড়িছে মন, যুবতীর

সুখ দেখে, দুখে হিংসে কোরে কোচ্ছে তাদের দুঃখশুনে কানেতেঃ বিচ্ছেদ বেটা সেই খানেতে, হেসে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে॥ পেরে কথা গরেন্দার, খানকা গিয়ে খান্দার, গেরেপ্তার করিয়া বিচ্ছেদে। তখনি দিয়ে রসি করে হুজুরে হাজির করে, জগতে খুসি বিচ্ছেদে বিপদে॥ সবাই বসে মার মার, ওবেটা ভারি চামার, ডেকে কামার কাটা উচক এখনি। কি খসি কি মজুরে, সবাই বলচে হুজুরে, ওবেটা ডাকাতি আমরা জানি॥ ওটা মানস্থরে মাসুল মাগি, কেবল ঐ বেটারি লাগি, ঘর ভেঙ্গে যায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিকার। বিচ্ছেদ বলে মারে মারে, গাঁশুদ্ধ মানুষ মারে, ও মহারাজ দোহাই দিব কার॥ ভাল বৈ কারনে মন্দ, কি কপাল হে গোবিন্দ, আমাকে মার্ত্তে সকলেরি মলা। আমি বিচ্ছেদ নাম ধরি, পিরীতকে পবিত্র করি, যখন পিরীতে বাধে মলা। বসনের ময়লা যেমন কেটে দেয় শাবানে। মনের ময়লা কাটে যেমন সুরধুনী স্নানে। ফিটকিরিতে জলের ময়লা কাটে জগতে জানে। গুড়ের ময়লা সোরাতে কাটে খুরের ময়লা সানে॥ যন্তের ময়লা কাটে যেমন সমন্নয়ের গুণে। ধেন্দের ময়লা কাটে যেমন ঔষধ সেবনে॥ নয়নের ময়লা যেমন কেটে দেয় অঞ্জনে। দাঁতের ময়লা কাটে যেমন দুগন্ধির মঞ্জনে॥ চুলের ময়লা কাটে যেমন দিলে আমলা বেঁটে। উত্তম কর্ম্মে যেমন কুলের ময়লা কাটে॥ যেমন আগুনে সোণার ময়লা কেটে করে খাঁটি। আমি বিচ্ছেদ সেই রূপ পিরীতির ময়লা কাটি॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

গীত। ওহে মহারাজ, বিচ্ছেদ উপরে কিসে জন্যা রাগ। প্রেমে রঙ্গভঙ্গ ভাঙ্গিলে করি ভঙ্গ প্রেমের অঙ্গ রাগ॥ আমি রৈ সুরাগের পথে, অনুরাগ করেনা কি রাগেতেঃ আমি ঐরাগে ইপরাগ যেতে চাই অন্তরে ঘটে বৈরাগ॥

মহারাজ শুন বিনয়, বিচ্ছেদের দোষনয়, প্রেমেরো নয় প্রেমচাঁদেরো নয়। নারীকে মজালে রূপ, সেই বেটা হয়ে বিরূপ, সকল অগ্রে পলাতকা হয়॥ হয়ে ছিল ঋতুপতি, রূপ দেখে প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমচাঁদ প্রেম করেছিল রূপ দেখে। আছে এম্নি পুর্ব্বাপর, মজেছিল পরাশর, জেলের মেয়ের রূপটি দেখে চক্ষে॥ অহল্যার দেখে রূপ, কীর্ত্তিকোল্লে অপরূপ, ইন্দ্রকে দোবে ধরে দেখে। দ্রৌপদীর রূপের ছটা, ভীমের হাতে কিচক বেটা, অপমৃত্যু মলো আন্ধার ঘরে॥ মোহিনী হইয়ে ছিলেন কৃষ্ণ, সেই রূপ করিয়া দৃষ্ট হরির অঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন হর। শিব খেপেছেন থাকুক অন্যে, জাতি যায় রূপের জন্য, ডোমের কন্যা ভজেন দ্বিজবর॥ প্রেমমণি হয়েছে জীর্ণ, কিছু নাই রূপের চিহ্ন, বয়েস বেয়াল্লিশ উত্তির্ণ প্রায়। কেশ হয়েছে পক্কতা, কিসে হবে ঐক্যতা, সখ তা ভেঙ্গেছে ভুজঙ্গনায়॥ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর, অধ হয়েছে পয়োধর, নাগর গিয়েছে তাইতে বেঁকে। অতএব হে ঋতুবরো, রূপকে ধরে শাশন করো, না যায় যুবতীর অঙ্গথেকে॥ এসওয়ালে এজলাসে, হুকুম হলো খালাসে, বে কসুর বিচ্ছেদ যায় বাটী। রূপকে এনে হাজির করা, হুজুরের হরকরা, প্রতি এম্নি হলো হুকুম চিটি॥ বাঙ্গালা খুজে চাপারাশি, শেষ খুজে কাশমীর কাশী, গয়ার গয়েন্দা জনেক যোটে। এক শাক্ত বামুন দিচ্চে খপর, ভেকধারি বৈরাগীর উপর, এদের রাগ কালি তলাতে কাটে॥ বলে ও ভাই চাপরাশি, এসো দেখিয়ে দিয়ে আসি, রূপ বেটা রয়েছে বৃন্দাবনে। নাম তার রূপ গোসাঞি, নারী মজানো ব্যবসাই, সেই বেটাদের জানে জগজনে॥ শুনেযায় চাপরাশিগণ, যেখানে রূপ সনাতন, বৃন্দাবনে লয়ে আখড়াধারি। রসি দিয়ে রূপের করে, তুমি ধরে তম্বিকরে, একজন কয় কোসে ধরে দাড়ি॥ খুজে খুজে মলাম ধরা, ওরে বেটা ধুমড়ি ধরা, এখানে এসে

করেছো ঘরকন্না। ভজিবে যদি বংশীধারি, এত কেন প্রকোশু দাড়ি, রাম কৃষ্ণ রামছাগলতো খানলা॥ যার ভক্ত রাজা বলি, যার প্রিয়সী চন্দ্রাবলী, ভজিবে বলি তুমি রয়েছ কোথা। হুজুরে হচ্ছে বৃন্দাবলি, কেড়ে নিয়ে তোর নামাবলি চণ্ডি তলায় বলি দেবার কথা। কথা সোনোনাও ভিতরি, তোলা তিলক কুতরি, খোদকারি যুচাবেন খোদাবন্দ। নারী মজানো চাকরি গেল, তোমার দফা ডিক্রী হলো ধুকড় তোলো ছুকরি নালিশবন্দ॥

এই কথা শুনিয়া রূপ গোসাঞিও কাতর হয়ে কচ্চেন।

রাগিণী ইমন। তাল ঝাঁপতাল।

গীত। বসন্ত রাজ হুজো, দিওনা দুঃখ কদাচিত,
বলোনা অনুচিত, আমার চিত ওরূপে বঞ্চিতে।
যতনে রত নহে চিত চৈতন্য বাঞ্ছিতো॥
সোণার বাঙ্গলা অঙ্গ, কোরে দিলেন আমারে সঙ্গ,
সোণার অঙ্গ গৌরাঙ্গ, সনাতন সখা সঙ্গিত॥

দূতবলে বুঝেছি ভাবে, আজি তুম চৈতন্য পাবে, গৌরাঙ্গ হবে রক্তপাতে। ভেঙ্গে পিরীতের আখড়া, রূপ গোসাঞিকে পাকড়া, জোরে দূত আনে রাজসভাতে॥ কান্দিয়ে কহিছে রূপ, মহারাজ কি অপরূপ, বিশ্বরূপ স্বরূপ মহাশয়। কিছু জানিনে হে গৌরাঙ্গ, আমায় লয়ে একি রঙ্গ, রাজা কন তোমারতো তলবনয়॥ তখন চাপরাশিদের চাকরি মানা, ছমাশ ফাটক জারিমানা, রূপ গোসাঞি গেলেন বৃন্দাবনে। দোষরা চাপরাশি উপরে, হুজুরের হুকুম পরে, নারী মজানে রূপকে ধরে আনে॥ ঘোরশঙ্কট পেয়াদার, খুজে বাঙ্গালা দ্বার দ্বার, পথে এক দিন হলো দৈববাণী। রূপকে যদি ধরি দূত; যাও যে খানে বিদ্যুত, রূপ ধরে রেখেছে সৌদামিনী॥ তখন চঞ্চল হইয়ে চরে, চলে চঞ্চলার ঘরে, চঞ্চলা কন ওরে বসন্ত দাস। রূপকে ধোর্ত্তে চাও, মদন সদনে যাও, অনঙ্গের

অঙ্গে রূপে রূপের বাস॥ মদন বল্লেন পদাতিক, রূপ রেখেছেন কার্ত্তিক, শুনে গেল কার্ত্তিকের দ্বারে। শুধাচ্ছেন কার্ত্তিকেয়, কিসের জন্য দাঁড়িয়ে কেও, দূত বলে এসেছি রূপের তরে॥ শুনে কচ্চেন ষড়ানন, আমার বাধ্য রূপ নন, চাঁদের শরীরে রূপের বাস॥ শুনে বসন্ত অনুচর, চলিল চাঁদের ঘর, রূপকে ধরিবার কারণ আশা॥ চাঁদ কন বসন্ত চরে, আমার রূপ চুরি কোরে, পালিয়েছে যত কথক রমণী। রূপকে যদি ধরিবি যারে, কলিকাতার বৌবাজারে যে ধনিদের খাস দল গৌরমণি॥ বিধুবদনী বিনোদিনী, কাদম্বিনী নিতম্বিনী, কাঞ্চনী কামিনী কত কলঙ্কা। সোনা বদনা গোলাপি চাঁপা, যশ যুবতী চাঁদের শঙ্কা, সেরেছে তাদের শুন রূপের কথা॥ তাদের রূপ দেখিয়ে উকালী, একবারে গিয়াছেন বসি, আমি শশী মসী হয়েছি দুঃখে। নারদাদি বৈরাগীর, যোগ ভঙ্গ হয় যোগীর, মুনির মনির চক্ষু দেখে॥ সে ধনিদের দেখলে কাণ, অন্য কাণা বিকাণ সবকাণ লুকান কাণ কেরে। আপ্‌যোশে রোদন করে, বদন দেখে নগরে, মদন মদন জ্বরে মরে॥ শাল্‌মল কলিকার আগে ছিল অহঙ্কার, কুচায় ঘুচায়ে তার মান। বুক নয় সে কি কারখানা, বসন্তের বালাখানা, সেই ধন্য যারে সে বুক দান॥ শুকের ওষ্ঠ জিনি নাক, ভঙ্গ কানের শিশাদন্ত গলায় গলায় রতিকান্তে। গতির তারিফ কত, হাতের খাতির হত, মতির খাতির নাই দন্তে॥ দেখে ধনিদের মধ্যদেশ, সিংহ কান্দে কোরে দ্বেশ, কি ছার সুন্দরী সর্ব্বোপরি। যাচ্চে কত উমেদার, না পায় ঢুকিতে দ্বার, রূপ বেটা সেই খানে গড়াগড়॥ গিয়ে চর কৈকে পায়, বৌবাজারে রূপাকে পায়, ধরেভায় বসন্তের কাছে আনে। রূপ কহে কাঁদি যোড়কর, মহারাজ না কর জোর, নেকনজর কর কাঙ্গাল পানে॥ ভদ্র কি নীচ জাতির, আমি কোন যুবতীর বেখাতির করিনে মহাশয় * যো পাইনে থাকিতে আর যার জোরে থাকা আমার, সে যে অগ্রে অদর্শন হয়॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

গীত। আমি রূপ রৈ কি রূপ কার ভূপ কি রঙ্গ, রূপ থাকে কারকাছে যৌবন যখন গেছে ত্যজে যুবতীর অঙ্গ। যদিন যৌবন বুকে রেখে ছিল ধনী, ছিল দেখেছি গৌরাঙ্গ অঙ্গ খানি, ছেড়ে রঙ্গভঙ্গ যে পথে গৌরাঙ্গ রূপ সনাতন লয় তার সঙ্গ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

বল রূপ থাকবে কিরূপ রূপ থাকে কি যৌবন গেলে কখন সরোবরে হংস চরে জল শুখালে ॥ যুবতীর গৌরাঙ্গ ছিল যৌবনের কালে। গৌরাঙ্গ যান যে পথে তার রূপ সনাতন সঙ্গে চলে ॥

এই কথা কথাতে রূপ ভূপের কাছে রয়। যৌবন উপরে পরে পরোআনা হয় ॥ হুকুমপত্র প্রাপ্তমাত্র চল্লো অনুচরে দেব রসিকে উর্ব্বশীকে আগে গিয়া ধরে ॥ কয় উর্ব্বশী ও চাপরাশি হেথা যৌবন নাই। হুকুমনামা তিলোত্তমা কাছে লয়ে যাও ভাই ॥ শুনে চর তার গোচর যৌবন ধোত্তে যায় চর কে ধরি বিদ্যাধরি বলে হায় হায় ॥ ছিল ধন সে যৌবন আর কি আমার আছে। পরগে ভায় কলিকাতায় বকনা প্যারির কাছে ॥ সুলুক পেয়ে চল্লো ধেয়ে বকনা প্যারি যথা। বকনা বলে ফেকনা কোরে দেখনা যৌবন কোথা ॥ তখন চাপরাশি ঘর তালাসি করে পরদা খুলে। দেখে নাই সে রাগে অধঃ ভাগে কমল পড়েছে চুলে ॥ সন্ধান পেয়ে চল্লো ধেয়ে দামড়া গুপীর বাড়ি। দামড়া বলে কোথায়এলে কোর্ত্তে হুকুমজারি ॥ সে যৌবন চোদ্দসন হারা হয়েছি আমি। তখন তাকে রেখেছে বুকে বর্দ্ধমানের রামি ॥ তখন, তাদের নামে বর্দ্ধমানে, ধেয়ে যায় চাপরাশি। দেখে রামি গরকামি ঘরে রয়েছেন বসি ॥ দেখেখুলে ঘের যৌবনের ভেঙ্গেগিয়েছে মাথা। গুপীদত্ত করেন মাত্র পরমার্থ তথা ॥ আসলমাল গোলমাল সাল রুমাল আছে গিয়েছে কদর দুই পয়োধর পয়মাল হয়েছে ॥ কিছু নাই

সার কেবল পশ্যার প্যাতিয়ে নাগর রাখা। মেখে মাখন চিকণ ঢাকন দিয়ে থাকা॥ না পেয়ে টের যৌবনের চিন্তিত চাপরাশি। দেখে যায় গয়েন্দায় অনেক বলছে আসি রূপকে যথায় ধোরেছে তথায় যোবনের থানা। শুনে যায় চর হয়ে তৎপর হস্তে পরোআনা॥ গিয়ে রূপের ঘরে করে করে বান্ধিয়ে যৌবনে। যথা বিরাজ ঋতুরাজ অনেক বিদ্যমানে॥ বলে যৌবন শুনহে রাজন তুমিতো সুজন ভূপ। নারীর হৃদয়ে দগ্ধ হয়ে আমি থামি কিরূপ॥ হলে সন্তান তার কাছে মান, যৌবনের কি রয়। অধিকার আমার কামিনী কুমার যোর করে সে লয়॥ খুলিয়ে বসন করেছে শাসন আমাকে তাড়া দিয়ে। হয়ে বলোবান করে পান পয়োধর ধরিয়ে॥

রাগিণী কালাংড়া। তাল একতালা।

আমারে ধনির কুমারে, স্থান দিলেন অদয় পায়ে,
বল যৌবন তুইবেটা কি শিশু দস্যা বলে করে। ধরে
কেতায় করিবে মারা, ধনির শিশুতো আমায় ধরে
না, সদয় হয়ে অধর দিয়ে আপ্নি পয়োধরে ধরে॥

হুজুরে দোষ দিয়ে শিশুর, যৌবনতো বেকসুর, উকীলে কৈফেয়ৎ প্রেতিকয়। নাবালগ বালক উপরে, নালিষবন্দ হলেপরে আইনে তত্তবীজ গ্রাহ্য নয়। কহেন বসন্ত ভূপ, শিশুর তলব মহুকুপ; ডিস্‌মিশ্‌ হইল মোকদ্দমা। শত্রু নেচে উঠিল রূপে প্রেমমণ যায় অধোমুখে, মন দুঃখ হয়ে মৃত্যু সমা। যাথার কলঙ্ক ডালি, তুলে দিলেন বন মালি, অপমানটা হলোথালি, মুখে ওঠে মাগোর কালি, প্রেমচাঁদের সাহস আলি, বেড়ে উঠলো নাগরালি, পিরীত দিচ্ছে গালাগালি, বিচ্ছেদ দিচ্ছেন হাততালি, রূপ বলছে মরুক সালি, যৌবন বলে পোড়া কপালি, আবার আমাকে চান। হেলো বেটা একি বেজায়; দোয়া দুদ কি বাঁটে যায়, ছেড়ে গঙ্গা কিরে বাড়ভে জাম॥ তখন প্রেম মণি ধর্ম্ম ঘরে, আদালতে আপীলকরে, আপান

ফিরিল মোকর্দ্দমা। প্রিত প্রেমচাঁদ যৌবনাদি, শরণাগত সকল বাদি, তাইতে ধনি দিল রাজিনামা ॥ ভেটিয়ে ছিল যৌবন, পুনরায়ধোরে উজন, বসিল গিয়ে প্রেমমণির বক্ষে রূপ গিয়ে গায়ে মিশান, পিরীত ত্বরিত যান, প্রেমচাঁদ সদয় নারীর পক্ষে ॥ পূর্ব্বের অপূর্ব্ব ভাব; বরং কিছু প্রাদু ভাব, হলো পিরীত বিচ্ছেদের পরে। প্রেমমনি পাইয়ে জয়, সহচরী প্রতি কয়,, মগ্ন হয়ে আনন্দ সাগরে ॥

গীত মিলন।

রাগিণীখট। তাল পোস্তা।

গীত। তেমি সুখ সজনীলো বিচ্ছেদের পর পিরীত খানি। অনাবৃষ্টি পরে মেঘ দেখে যেমন চাতাকিনী যদ্যপি পড়ে খুলে, অঞ্চলের মাণিক জলে; আবার তাই যদি কেউ কানে তুলে দেয়লো ধনী পেয়েপ্রাণ বিচ্ছেদ শরে, চোদ্দবৎসরের পরে; যেমন রামকে হেরে অযোধ্যা বাসীর পরাণ ॥

বিরহবর্ণন পাঁচলী সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
শরণং।

নানারাগ রাগিণী
ঘটিত গান।

রাগ সুরট। তাল কওয়ালি।

*ওমোর পামর মন এখন বলনা কালী। কোরোনারে মন আরো আজি কালি, আজি কালি কোরে কি কাটাবি চিরকালি, কিহবেরে কাল এলো, কেন কালিপদে না বিকালি ত্যজ মিছে কাজরে ভজরে মনকালী। মিছেকাজে থেকনা রেখনা মনকালি, অঙ্গেতে লিখিয়া কালী, করকালী নামাবলি, নালিখিয়া কালী, কেন বিষয় কালি মাখালি॥

জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে প্রতিজ্ঞা সেকালি। এবার কালির পদ ভজিব ত্রিকালি, সে বচনে দিয়া কালি, দাশরথি কি আঁকালে, বলিব বসিয়া কালি কেন বদন ঝাঁকালি॥

রাগ সুরট। তাল কওয়ালি।

কি জন্য ভবরোগে ভোগরে ভ্রান্তমন। ত্যজ দুষ্টাহার সংসার এখন, তারা নাম মহৌষধি কররে সেবন; কুমতি চূর্ণ আর ভক্তি মধুতারো অনুপাণে॥

যাবে সববেদনা শুনরে মন বেদো। কালীনাম পাবকে কররে তনু স্বেদো, নয়ন রোগ নাশক ধর গুরু চিকিৎসক তারাতে দেখিবে তারা তিনি দিলে জ্ঞানাঞ্জণ॥

নিবৃত্তি লঙ্ঘনে কর রসের দমনো, তবেতো হইবে প্রেম ক্ষুধার উদ্দিপণ, যোগ সুধা পথ্য কোরে হবে বল হৈলে পরে, আরোগ নির্ব্বাণ পুরে দাশরথির গমন॥

রাগ সুরট। তাল ঝাঁপতাল।

ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী, ভব বিপদ ভঞ্জিনী; ভক্তমন রঞ্জিনী নাচে দৈত্য রণ জিনী॥

পদোভরে কাঁপে মেদিনী ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনী, দেখাইছে দৈত্য দলে ভুবনান্ধকার ধ্বনী ॥

কোটিতটে বেষ্টিত কর, করে খণ্ড শোভাকর, কপালে শিশু সুধাকর, এলোকেশী উলঙ্গিনী ॥

অসীতে অসী প্রহারণে, সবপ্রায় নাশীল রণে, শরণ দিনে এর রণে ত্রাণ নাইরে দাশরথি ॥

রাগ সুরট। তাল একতালা।

গিরীশ রাণী পরমেশানী, মামপ্রতি মা হেরো। দিন দয়া ময়ী হের ময়ী দিনে, দিনগণ্য দিন দেহিমা সুদিনে, দিন মণি সুত এলো দিন গণে, নির্গুণে নিস্তারো॥

মাতুমি যাকর শিখর তনয়া, প্রখর কলুষে দহে মন কায়া; গুণহীন দোষ নির্গুণে নিবারো ॥

স্মরণ মনন সাধন না জানি, দাশরথি অতি ভীত মা ভবানী শঙ্কা বারণী শঙ্করা রাণী সঙ্কটে উদ্ধারো॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

জীব মীনরে জীবনগেলো, হয়ে কালো কালপেয়ে কাল ধীবর এলো, বিষয় বারি ক্ষেত্রে, টানিবে কর্ম্মসূত্রে, ফেলিয়া জোড়াল জলো ॥

কেন আশ্রয় কোর্লে এসংসার বারি, কালো জালো বাধা ফেলিতে অন্ধকারি, এপাপ জলহরি, পরিহরি হরি, চরণ গভীর জলে চলো ॥

দাশরথী এলো নয়ন জলে ভাসি, জলো কেন হয় এজল অভিলাসী, যেজল মাঝারে জলে দিবানিশি, কলুষ বাড়ে বানলে ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

মম মানস শুকপাখি, সুখমোক্ষধাম; সুকমল নামটী কম লাঁখি; ঐ বুলিটি ধরো, আমায় সুখিকরো, সুকনারদ যায় সুখী ॥

সদাবলো তুমি কৃষ্ণ রাধা রাধা পাবেসুধা ক্ষান্তহবে ভবের ক্ষুধা, কেন খাওরে ফলহীন ফলসদা বিষয় কাননে থাকি

আশা বৃক্ষে বাসা আর কেন নিয়ত, এখন কও দাশরথির অনুগত, আয়রে আমি তোরে হেম বিনিন্দিত প্রেম পিঞ্জরেতে রাখি ॥

রাগিণী। খাম্বাজ। তাল কয়ালী।

শঙ্করে করে বাস বিবসনা, কে লোলো রসনা, পুরাওকার বাসনা, জবা দিয়া পদোপরে কে করে উপাসনা।

দনুজ রণে প্রবেশী, নাচে উনমত্তাবেশী, ঘোরধ্বনি সঘন ঘোষণা। অতি প্রকট ভঙ্গিমা শ্যামা বিকট দশনা ॥

যদি কোপান্বিতা ধনী, কেন সহাস্য বদনী, বরাভয় যোগে সুরে সম্ভাসনা ॥ সব অঙ্গ সব স্থলে, যুগল শ্রুতি মণ্ডলে সব দোলে, তাহে শবাসনা। দাশরথির দুখহরা, শিব হরি বিভূষণা ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কয়ালি।

দিন তারা রাতারা লাভকরে। যে যে জন, কোরে পণ, করিল সমর্পণ জ্ঞান নয়নেরো তারা তারারো পদোপরে ॥ প্রাপ্তহয়ে জ্ঞানোদয়, তারাময় সমুদয়, ত্রিভুবন দরশন করে। ভব তারাগুণ শুনে তারা তারাকারা হোয়ে ॥

ভব আশা দিনে যারা, পায় শুভ চান্দ্র তারা, কেবল তার ২ আরাধিয়া তরে। যে না ভজে দীন তারা, দেখে তারা দিনে তারা তারোমাত্র আসিয়া সংসারে, দাশরথি দেখে তারা যদি জ্ঞানাঞ্জন পরে ॥

রাগিণীখাম্বাজ। তাল কয়ালী।

ওরে অচেতন কেন তুমি চিন্তো, এনহে উচিতো, হয় যায় বাঞ্ছিতো, না চিন্তিয়া চিন্তামণি, পদ হলিরে বঞ্চিতো ॥ তারে চিন্তা বিনাগতি, পথেরো কোন সঙ্গতি, নাহি বিধি বিধি বিরচিত। ভব দুস্তরে নিস্তার চিহ্ন নাহি কদাচিত ॥

রাগ বসন্ত। তাল একতালা।

ওরে রসনা রস না বুঝে কেন তুমি কুরসে মজেছ ভাই। ডাক তারা তারা বোলে তারা স্থির কালে আমি যেন তারা পাই ॥ তারানাথ বাণী তারানাম রস, পাইয়ে সুরস সুরে

আদি রসতা ত্যজিয়া কেন অন্যরসে ভাবো, যে রসে গৌরব নাই॥

রসময় বাক্যে ভাষ, যদি তবে রসজ্ঞ বলিয়া যশ; দিবে সবে দাশরথির অন্তে বিরস ঘটাবে তোর অন্তরে নাকি নাই

রাগ বসন্ত। তাল একতালা।

ওকে ঘনরূপা ঘন হাসিছে নাশিছে অসীতে অসুরগণ। দিতিসুত প্রাণনাশে, সুরে আশুতোষে, অন্তে তোষেতে আপন। পদভরে টলমল ভূমণ্ডল কম্পিত ধ্বনি শুনি আখণ্ডল, অসুর শিশুর কুণ্ডল শ্রুতি মণ্ডলে সুশোভন॥

করে খড়্গ অসি, শিরে শিশু শশি, বিগলিতকেশী, ওকার প্রেয়সী, কি দোষী ধনির কাছে শ্মশান বাসী, পদাশ্রিত কি কারণ॥

রাগ বসন্ত। তাল মধ্যম মান।

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল; দম্ভিতা ধনী মুখ করাল, স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী॥

দিগম্বরী চন্দ্রভাল, এলুয়ে পড়ে কেশ জাল, শোভিত অসী করে কপাল, প্রখরা শিখর নন্দিনী। চারিদিকে যত দিক পাল, ভৈরবী শিবে তাল বেতাল, একি অপরূপ বিশাল, কালী কলুষ খণ্ডিনী॥

রাগিণী ইমন। তাল মধ্যম মান।

কেরে রমণী উলঙ্গে, মন রমণীরকে নাচে রণরঙ্গে। কিহেরি অম্বর পরে, নাহেরি অম্বর পরে, মহেশেরে মোহেশেরে ঈষৎ অপাঙ্গে॥

রাগিণী ইমন। তাল একতালা।

কার রমণী নাচে সমরে বিগলিতকেশে কেশে বরদেয় অমরে। দনুজ মারে গগণে, রক্তপীয়ে খগগণে ত্রিভুবনে নাহি হেরি এবামার সমরে॥

রাগিণী কল্যাণ। তাল মধ্যম মান।

রাগ চণ্ডালেরে আগে প্রাণে কর নিধন। ভূতহবে বশীভূত সব রিপু পরাভূত গুরুদত্ত মহাতত্ত্ব মসীকর আরাধন॥

আগমে বলে ঈশান, শ্মশানে সে ঈশান, মরা মরা বলিতে হইবে রাম সম্বোধন। সাধনের এইসার, আমার হৃদে হুসার; সদাশিব সবসাধে সাধে সে পরম ধন॥

রাগ সুরট। তাল আড়া।

কত পাতকী তার, তারিতরে তারা তোরে ডাকি কাতরে॥ পতিনাথ প্রিয়াপতি, তুমি গতির সঙ্গতি, গতি হীন গণেগতি বিলাও অপারে॥

দেহগো শ্রীপদতরি, তরীতে তুস্তরে তরি, নতুবা কিবলে দীন তব উত্তরে॥

সন্তুরে সাধেরে বলে, অন্তকাল অন্তরে কালনূর্ণি এসে দেবেশী সরে অন্তরে॥

রাগ সুরট। তাল আড়া।

[illegible] আমায়। মরুক দেখিতে রূপ নয়নে শ্যামায় [illegible] আঁখি মুদে থাকি, বলাতে সেকথাকি, অন্তরে [illegible] দেখি সদা শ্যামামায়॥

রাগ সুরট। তাল আড়া।

দেখিরে কত জ্বালাশয়। জলাশয় কোরে কিসে পাব জলাশয় পিপাসা দেখরে যারি, যাই তথা পাই বারি, তবু করি [illegible] বারি [illegible] নিরাশায়। অন্ধ হয়ে অন্ধকারে, আমায়ে পড়েছি পারে, এসময়ে ডাকিব কারে, জীবন সংশয় [illegible] ধিক্কায়, কিম্বা যাদ কর্ণিকায়, কালি জলে শিব [illegible] ডিঙে হওায়॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল একতালা।

[illegible] রূপ মাধুরি, হিমগিরী রাজসুতা রাজ রাজেশ্বরী। [illegible] পঞ্চে, পঞ্চদেব মঞ্চে বঞ্চে ত্রিপুর সুন্দরী॥

[illegible] মায়া ভাত জ্ঞাত নাহি কালে; বিঁধিতে বিজিত নাহি কোনকালে, দক্ষ যজ্ঞ কালে মায়ায় মহাকালে, ভুলালেন [illegible] রূপ ধরি॥

[illegible] দাশরথি কেন চিন্তা কর, যেপদ চিন্তাতে আছেন চিন্তা [illegible] ব্রহ্মা চিন্তামণির চিন্তা নিবারিণী। [illegible] বিল গ্রামেশ্বরী

রাগ সুরট। তাল কাওয়ালি।

চলরে মানস রসন শ্রীবৃন্দাবনে। অনন্ত ভয় এড়ারে, কৃতান্ত দূরে যাবে, নিতান্ত স্থান পাবে শ্রীকান্ত চরণে॥

দুরন্ত কলুষ কংস করে জ্বালাতন, সাজ ওরে মন, তায় করিতে দমন। আমগিয়া হৃদয় মধুপুরে মধুসূদনে॥

অজ্ঞান অন্ধকার নয়ন, জ্ঞান শলাকার সম, পরিতোষ হবে শ্রীনাথ আগমনে, শ্রীপাদকুব্জা বুদ্ধি শ্রীহীনে। কুমতি রজক নাশ হবেরে ত্বরায়, হৃদয় মথুরায়, আনন্দে শ্যামরায়, জীবকে মা দেবকী পরিত্রাণ হেতু বন্ধনে॥

সমাপ্তঃ।